CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 5 March, 2023 ■ আগরতলা ৫ মার্চ, ২০২৩ ইং ■ ২০ ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সন্ত্রাসে লিপ্তরা যে দলেরই হোক কঠোর ব্যবস্থা নিতে পুলিশকে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। রাজ্যজুড়ে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস মারাত্মক রূপ নিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি ঘরে হামলা হুজ্জতির পাশাপাশি সম্পত্তি নষ্ট করা হচ্ছে। আক্রান্ত হচ্ছেন ভোটাররা। আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে বাড়িঘর। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডাঃ মানিক সাহা পুলিশ প্রশাসনকে কড়া বার্তা দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেই পুলিশকে জানিয়েছেন হামলা হুজ্জতির সাথে যে দলেরই লোক যুক্ত থাকবে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে।

খোয়াই জেলায় শান্তির পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ খোয়াই সফরে আসেন। বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনা শেষ হওয়ার পর জেলায় কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। জেলায় শান্তির পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখতে মুখ্যমন্ত্রী খোয়াই সফরে এসে এদিন ডাকবাংলোতে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন।

খোয়াইয়ে পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের আধিকারীকদের নিয়ে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডাঃ মানিক সাহা এবং পুলিশের ডিজি।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, খোয়াই জেলার জেলাশাসক ডি কে চাকমা, জেলা পুলিশ সুপার রতির'ন দেবনাথ প্রমুখ। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভোটগ্রহণ ও ভোট গণনা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কিছু সংখ্যক লোক শান্তির পরিবেশ বিঘিত করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, যারাই গুজব ও অপপ্রচার চালিয়ে শান্তিপ্রিয় ত্রিপুরার পরিবেশকে বিঘিত করার চেষ্টা করছে তাদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তার জন্য জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত সারা রাজ্যে ২০০ জন দুস্ক'তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিকে, রাজ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা আজ বিকেলে সোনামুড়া মহকুমা সফরে আসেন। মহকুমার নেপকোস্থিত হেলিপ্যাডে অবতরণ করে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, রাজ্যের জাতি ও জনজাতি অংশের জনগণের চিরাচরিত শান্তি ও সম্পীতির ঐতিহ্য আমাদের সকলকে মিলে রক্ষা করতে হবে। তিনি উভয় অংশের জনগণকে পারস্পরিক শান্তি ও সম্পীতি অক্ষুন্ন রেখে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার আহ্বান জানান। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আরক্ষা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোনামুড়া মহকুমায় মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী ছিলেন সিপাহীজলা জেলাশাসক ড. সন্দীপ আর রাঠোর, সিপাহীজলা জেলা পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকগণ।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যভাগের দাবী ছাড়া জনজাতি উন্নয়নে মথার সাথে আলোচনায় রাজি বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। রাজ্যভাগের দাবী ছাড়া জনজাতি উন্নয়নে তিপ্রা মথার সাথে আলোচনায় রাজি বিজেপি। শনিবার আগরতলায় একদিনের সফরে এসে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একথা জানিয়েছেন সাংবাদিকদের।

বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিতে ত্রিপুরায় পুনরায় ক্ষমতায় ফিরেছে। যদিও বিজেপির জোটসঙ্গী আইপিএফটি একটি আসন পেয়েছে। তবে এবারের নির্বাচনে বিজেপির জয় সহজ ছিল না। কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়তে হয়েছে।

এই নির্বাচনে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে এসেছে আঞ্চলিক দল তিপ্রা মথা। এই দল ১৩টি আসন পেয়েছে। শুধু তাই নয়, আরও বহু আসনে জয়

পরাজয়ের নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছে প্রদ্যোত কিশোরের দল তিপ্রা মথা। আগামী দিনে এই দল যে শাসক গোষ্ঠীর মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে না সেটা একপ্রকার নিশ্চিত। তাই বিজেপি সমস্ত ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

হিমন্তবিশ্ব শর্মা সেজন্য আকার ইঙ্গিতে প্রদ্যোতের উদ্দেশ্যে বার্তা দেয়ার চেষ্টা করেছেন যে রাজ্যভাগ ছাড়া জনজাতি উন্নয়নে তিপ্রা মথার সাথে আলোচনা করা যেতে পারে। যদিও প্রদ্যোত গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড এখন আর মুখে আনছেন না, তাঁর মুখে শোনা যায় সাংবিধানিক সমাধান।

কিছু মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি ঃ রামপ্রসাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। ত্রিপুরায় জনকল্যাণে বিজেপি সরকার অনেক কাজ করেছে। তবুও, হয়তো কিছু মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। ফলে, ঘাটতি কোথায় হয়েছে খুঁজে বের করা হবে। বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ফলাফল নিয়ে এই প্রতিক্রিয়া দিলেন মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল। তাঁর কথায়, রাজনীতি অনেকটাই জোয়ার-ভাটার মতোই। তাতে, উত্থান-পতন থাকবেই। সাথে তিনি নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস নিয়ে নাম না করে বামেদের বিঁধেছেন। তাঁর বক্তব্য, ২০১৮ সালের পূর্বে ত্রিপুরায় নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের সংস্কৃতি তৈরি করে রেখে গেছে ততালীন সরকার। এখন সেই সংস্কৃতি মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে।

এদিন তিনি বলেন, অতীতে নির্বাচন আসলেই সন্ত্রাসকে হাতিয়ার করা হয়েছে। তাঁদের তৈরি করা সংস্কৃতি মুছে ফেলার কাজ চলছে। তাতে, বিজেপি সরকার ৯০ শতাংশ সফল হয়েছে। কিছুটা বাকি রয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে পুরোটাই মুছে ফেলা সম্ভব হবে, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি। তাঁর দাবি, একসাথে দীর্ঘ সময়ের সংস্কৃতি মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

এদিন তিনি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ফলাফল নিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর দৌড়ে প্রতীমা ও মানিক বিজেপির অন্দরে যুক্তি তর্কের ঝড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। বিজেপির পরিষদীয় দলের নেতা চূড়ান্ত হওয়ার প্রক্রিয়া আরও কয়েকদিন সময় লাগবে। সূত্রের খবর রবিবার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহার বাসভবনে বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতির কারণে বৈঠক দু-একদিন পিছিয়ে যেতে পারে। এদিকে শনিবার রাজ্যে আসেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এখানে এসে তিনি দলের নেতাদের সাথে একটি বৈঠক করেছেন। বৈঠক শেষে এদিন রাতেই তিনি ফিরে গিয়েছেন। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ নিয়ে ডাঃ মানিক সাহার পাশাপাশি নাম উঠে এসেছে প্রতীমা ভৌমিকের।

একজন পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে, ডাঃ মানিক সাহা দ্বিতীয় মেয়াদে মুখ্যমন্ত্রী পদে আসার জন্য যথেষ্ট। কারণ তার 'মিস্টার ক্লিন' ইমেজ বিজেপিকে বিরোধী দলগুলির উপর চাপ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু, পথটিকে গোলাপের বিছানা বলে মনে হয় না। যদি বিজেপির অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিদের বিশ্বাস করা হয়, ডাঃ সাহা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকের অধীনে বিভক্ত দুটি শিবিরের মধ্যে বিরোধী ইতিমধ্যেই চলছে। প্রতীমা ভৌমিকের নেতৃত্বে শিবির যুক্তি দেয় যে ডাঃ সাহা একজন কট্টর বাম বিরোধী বিজেপি নেতা। অন্যদিকে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইচাবাজারে রেলের ধাক্কায় গুরুতর আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছেন এক ব্যক্তি। ঘটনা শনিবার সকালে রাজধানী আগরতলায় ইচাবাজার এলাকায়। সাথে সাথে প্রত্যক্ষদর্শীরা দমকলবাহিনীকে খবর দেন। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যান।

ঘটনার বিবরনে আহত ব্যক্তির ছেলে জানিয়েছেন, প্রতিদিনের মতো আজ সকালেও তাঁর বাবা সুজিত চক্রবর্তী(৬৪) সকাল আনুমানিক ৬টা নাগাদ প্রাতঃভ্রমণে বেড়িয়েছিলেন। কিন্তু অনেকটা সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তিনি বাড়ি ফিরে না আসাতে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি করতে থাকেন। পর্বতী সময়ে বটতলা ফাঁড়িতে নিখোঁজ ডায়েরি করতে গেলে পরিবারের সদস্যদের জানানো হয়েছে তিনি রেলের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছেন। বর্তমানে জি বি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন। সাথে সাথে পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে ছুটে গেছেন।

সুজিত বাবুর ছেলে তাঁর বাবার ইচা বাজার এলাকায় প্রাতঃভ্রমণে যাওয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুরাইবাড়িতে মিড ডে মিলের চাল চুরি ঘিরে ধুন্ধুমার কান্ড মহিলা পুলিশ কর্মীকে কামড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। মিড ডে মিলের চাল চুরির ঘটনায় উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ত্রিপুরা-অসম আন্তঃ রাজ্যসীমান্তবর্তী উত্তর ত্রিপুরার চুড়াইবাড়ি থানাধীন বাঘন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। সংশ্লিষ্ট স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নামে বরাদ্দ চাল চুরির প্রতিবাদে পড়ুয়া এবং তাদের অভিভাকরা ব্যাপক সোচ্চার হয়ে ওঠেন। খবর দেওয়া হয় থানায়। থানা থেকে পুলিশের দল অভিযান চালিয়ে চুরির চাল উদ্ধার করেছে। তবে চাল চুরির দায়ে এই খবর লেখা পর্যন্ত অভিযুক্তকে আটক বা গ্রেফতারের খবর পাওয়া যায়নি। তিনি ফেরার বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, শনিবার সকাল ছয়টা নাগাদ বাঘন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মিড ডে মিলের অর্গানাইজার আব্দুল মন্নান স্কুলের মিড ডে মিলের গুদাম থেকে এক বস্তা চাল তাঁর বাইসাইকেলে করে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁকে বাধা দেন স্থানীয় কতিপয় যুবক। তাঁদের বাধা উপেক্ষা করে ওই চালের বস্তা তিনি তার বাড়িতে নিয়ে যান। তখন প্রতিবাদী যুবকরা চুড়াইবাড়ি থানায় খবর দিলে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ।

ততক্ষণে এলাকার মানুষ স্কুল চত্বরে জমায়েত হয়ে প্রতিবাদে যোগ দেন। পুলিশ তদন্ত-অভিযান চালিয়ে অর্গানাইজার আব্দুল মন্নানের বাড়িতে তার রান্নাঘর থেকে চাল সমেত একটি বাইসাইকেল উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। তবে অভিযুক্তকে ধরতে সক্ষম হয়নি পুলিশ।

এদিকে অভিযানকারী পুলিশ দলের ওপর অর্গানাইজারের আব্দুলের বাড়ির সদস্যরা হামলা চালিয়েছেন বলে অভিযোগ। আব্দুল মান্নানের বাড়ির এক মহিলা কর্তব্যরত সাব-ইনস্পেক্টের আঙুল কামড়ে দিয়ে তাঁকে ঘায়েল করেছেন বলেও খবর পাওয়া গেছে।

অপরদিকে স্কুলের কচিকাঁচা শিক্ষার্থী সহ মিড ডে মিলের রাঁধুনিরা জানান, অর্গানাইজার আব্দুল মান্নান নাকি প্রায়ই মিড ডে মিলের চাল-ডাল এভাবে চুরি করে তার বাড়িতে নিয়ে যান। দীর্ঘদিন ধরে তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি বলে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন অভিযোগকারীরা।

৮ মার্চ শপথ, আসছেন মোদি, শাহ ও নাড্ডা

আসন এবং ভোটের ক্ষতি বিশ্লেষণ করা হবে ঃ রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। ২০১৮ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে আসন সংখ্যা এবং ভোটের শতাংশ হ্রাসের জন্য আত্মদর্শন এবং বিশ্লেষণ আগামী ৮ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরের পরে অনুষ্ঠিত হবে, বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য আজ একথা জানিয়েছেন।

আজ সন্ধ্যায় বিজেপির রাজ্য নির্বাচনী অফিসে মিডিয়া কর্মীদের সাথে কথা বলার সময়, রাজীব ভট্টাচার্য বলেছেন যে দলের রাজ্য নেতৃত্ব এবং নবনির্বাচিত বিধায়করা যৌথভাবে আত্মবিশ্লেষণ করতে বসবেন এবং বিশ্লেষণ করবেন কেন ২০২৩ সালের তুলনায় গেরুয়া শিবিরের পক্ষে আসন সংখ্যা এবং ভোটের শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদি এখানে স্বামী বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের শপথ অনুষ্ঠানের জন্য ০৮ মার্চ রাজ্যে আসছেন। তাঁর সঙ্গে থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির জাতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। শপথ অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আরও নেতাদের যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন শ্রী ভট্টাচার্য।

এছাড়াও, ফলাফল ঘোষণার পর এই দুই জেলার কিছু অংশে অপ্রীতিকর ঘটনা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে খোয়াই ও সিপাহীজলা জেলা পরিদর্শনকালে শ্রী ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহার সাথে যান। রাজ্যজুড়ে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চলছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশের এলোপাথারি লাঠিচার্জের প্রতিবাদে আমতলী থানা ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। পুলিশের বিরুদ্ধে বিনা কারণে মারধোরের অভিযোগ তুলে শুক্রবার রাতে আমতলি থানায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখায় সাধারণ বাসিন্দারা। ঘটনা অশ্বিনী মার্কেট সংলগ্ন বিদ্যাসাগর পল্লী এলাকায়। শুক্রবার রাতে বিনা কারনে অশ্বিনী মার্কেট সংলগ্ন বিদ্যাসাগর পল্লী এলাকার বি ব্লকে বিনা কারণে আমচকা পুলিশ স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর লাঠি চালায়।

এরপর আটক করে নিয়ে বেশ কয়েকজনকে। এই ঘটনার জেরে রাতেই উত্তেজনা ছড়ায়। পরবর্তী সময় স্থানীয় বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে আমতলি থানার সামনে এসে বিক্ষোভ দেখায়। খবর পেয়ে ছুটে আসে আমতলী থানার এস ডি পি ও। এই লাঠি চার্জের ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়। তাদের নিয়ে যাওয়া হয় টি এম সি-তে। পুলিশের এই ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির বুথ অফিস ভাঙার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ

সন্ত্রাস থামছেই না, গুজবে বাড়ছে আতঙ্ক, সতর্ক করল পুলিশ প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। রাতের আঁধারে দুষ্কৃতিদের হাতে শাসক দলের বুথ কার্যালয় ভাঙার প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তা অবরোধে সরব হয়েছেন বিজেপি কর্মী সর্মথকরা। ঘটনা ৬ আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের ইন্দ্রনগর এলাকায়। অবরোধের জেরে রাস্তায় যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। অবশেষে সুষ্ঠ বিচারের আশ্বাস পেয়ে কর্মীরা অবরোধ প্রত্যাহার করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী সহ নিরাপত্তা কর্মী। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছেন বিজেপি নেত্রী পাপিয়া দত্ত।

জনৈক বিজেপি কর্মী জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতে ইন্দ্রনগর বিজেপি মন্ডল অফিসে তালা লাগিয়ে সব কর্মীরা বাড়ি চলে গিয়েছিল।আজ সকালে তাঁরা এসে বুথ অফিসে ভাঙচুরের ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাদের অভিযোগ, রাতের আঁধারে

পৃষ্ঠা প্রমুখের গোশালায় জীবন্ত মৃত্যু হল তেরটি গবাদী পশুর

শনিবার ৬ আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের ইন্দ্রনগরে বিজেপির বুথ অফিস ভাঙচুরের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ। ছবি নিজস্ব।

বামগ্রেসের কর্মীরা পরাজয় স্বীকার করতে না পারার ফলে রাজ্যে অশান্তির বার্তাবরণ সৃষ্টি করতে বিজেপি কার্যালয়ে হামলা চালিয়েছেন। এরই প্রতিবাদ জানিয়ে পথ অবরোধ সরব হয়েছেন কর্মী সর্মথকরা। ওই অবরোধের জেরে রাস্তার দুই পাশে বহু যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে প্রসাশন। পুলিশ অবরোধকারীদের সাথে কর্থা বাতা বলেন। সুষ্ঠু বিচারের আশ্বাস পেয়ে অবশেষে অবরোধ প্রত্যাহার করেছেন কর্মী সর্মথকরা।

এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন বিজেপি নেত্রী পাপিয়া দত্ত। তাঁর অভিযোগ, ভোটের ফলাফলের পর পরিকল্পিত ভাবে রাজ্যে অশান্তি তৈরি করার চেষ্টা করছে বাম ও কংগ্রেসের আশ্রিত দুষ্কৃতিরা। তাঁর দাবি, বিধানসভা নির্বাচনে তাদের পরাজয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক সন্ত্রাস মোকাবেলায় ব্যবস্থা নিতে এসপি'র দ্বারস্থ হল বাম কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। ফলাফল ঘোষণার পর চুরাইবাড়িতে রাজনৈতিক সন্ত্রাস শুরু হয়ে যায়। শনিবার সিপিআইএম ও কংগ্রেস নেতৃত্বরা চুরাইবাড়ি বাজারে জড়ো হয়ে প্রথমে জেলা পুলিশ সুপার এবং ডিআইজি নর্দান রেঞ্জের সাথে দেখা করেন।বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর চুরাইবাড়িতে রাজনৈতিক সন্ত্রাস শুরু হয়ে যায়।

চুরাইবাড়ি

বিজেপি নেতৃত্বরা শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য বারে বারে আহ্বান জানানো সত্ত্বেও কিছু দুষ্কৃতি বিজেপির নাম ভারিয়ে সিপিআইএম সমর্থকদের দোকান পাট, বাইক, টমটম ইত্যাদি ভাঙচুর করে। এই পরিস্থিতিতে শনিবার সিপিআইএম ও কংগ্রেস নেতৃত্বরা চুরাইবাড়ি বাজারে জড়ো হয়ে প্রথমে জেলা পুলিশ সুপার এবং ডিআইজি নর্দান রেঞ্জের সাথে দেখা করেন।

বাম কংগ্রেস জোটের নেতৃত্ব এবং বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন শনিবার চুরাইবাড়ি বাজারে জড়ো হয়ে প্রথমে জেলা পুলিশ সুপার এবং নর্দান ডিআইজি সঙ্গে দেখা করেন। তারপর পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে এবং নর্দান ডিআইজি মানচক ইপ্পার সহ বিশাল পুলিশ ও সিআরপিএফ বাহিনী নিয়ে শান্তির বার্তা এলাকায় পৌঁছে দিতে লংমার্চ করে চুরাইবাড়ি বাজারে এসে বামগ্রেস জোটের নেতৃত্বদের সঙ্গে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ
আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ১৪৩ ▫ ৫ মার্চ ২০২৩ইং ▫ ২০ ফাল্গুন ▫ রবিবার ▫ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সোশ্যাল মিডিয়ায় সত্য চাপা পড়িতেছে

সোশ্যাল মিডিয়া সমাজকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করিতে যেসব প্রয়াস গ্রহণ করিতেছে তাহা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির বক্তব্যেও বিষয়টি আয়নার মতো স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে মিথ্যে খবরের ভিড়ে হারাইতেছে সত্য, মন্তব্য প্রধান বিচারপতির। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে মিথ্যে খবরের ভিড়ে চাপা পড়িতেছে সত্য। আমেরিকান বার অ্যাসোসিয়েশন ইন্ডিয়া কনফারেন্স ২০২৩-এর মঞ্চে মন্তব্য করিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় । দেশের প্রধান বিচারপতির আক্ষেপ, সহনশীলতা কমিতেছে, ভিন্নমত গ্রহণ করিতে রাজি নয় অধিকাংশই। আমেরিকান বার অ্যাসোসিয়েশন ইন্ডিয়া কনফারেন্স ২০২৩-এ 'গ্লোকালাইজেশনের যুগে আইন: ভারত এবং পশ্চিমের অভিসার', এই শিরোনামে বক্তব্য রাখেন বিচারপতি চন্দ্রচূড়। এদিন বিচার ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়া নিজের বক্তব্য জানান তিনি। পাশাপাশি সরব হন সমাজমাধ্যমের ভুয়ো খবর নিয়া। বলেন, "ভুয়ো খবরের যুগে খুন করা হইতেছে প্রকৃত সত্যকে। সোশ্যাল মিডিয়ার প্রচারে 'বীজ' মহিরুহ 'বৃক্ষে' পরিণত হইতেছে। একটি সম্পূর্ণ তত্ত্বে পরিণত হইতেছে। যাহার সঙ্গে যুক্তি বা বিজ্ঞানের সম্পর্ক নাই।" প্রধান বিচারপতি জানান, একটা সময় অবধি ইন্টারনেট ছিল না, সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না, গোপনীয়তার ধারণাও ছিল না। আজকে একটি ছোট জিনিস নিয়াও ট্রোলড হওয়ার আতঙ্ক তৈরি হয়। এমনকী একজন বিচারপতির মনেও ভাবনা কাজ করে।এরপরেই বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেন, "প্রযুক্তির বিশ্বব্যাপী আধিপত্যে মানব সভ্যতা প্রসারিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মানুষের মধ্যে ধৈর্য্য এবং সহনশীলতার অভাব দেখা যাইতেছে আজ। ভিন্নমত গ্রহণে রাজি নয় কেউ। আমি মনে করি এটা প্রযুক্তিরই খারাপ দিক। এই যুগের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জও। যদিও প্রযুক্তির হাজারও ভাল দিক রহিয়াছে।" বিচারপতি বলেন, "মহামারীর সময় ভিডিওকল যাহা করিয়াছে তাহাকে বলা যায় বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ।" বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের মতে, এর ফলে আরও বেশি মানুষ বিচার ব্যবস্থার সুবিধা পাইবেন।আমেরিকান বার অ্যাসোসিয়েশন ইন্ডিয়া কনফারেন্স ২০২৩-এর মঞ্চে দাঁড়াইয়া দেশের প্রধান বিচারপতির বার্তা, সুপ্রিম কোর্ট নয়াদিল্লির তিলক মার্গের সর্বোচ্চ আদালত নয়, বরং এটি দেশের প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারণ নাগরিকের আবেগ-আকাঙ্খার প্রতিনিধি। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির এই ধরনের মন্তব্য দেশের জনগণের কাছে অবশ্যই গ্রহণীয়। ইহা হইতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়ে রহিয়াছে তাহা ভুলিবার অপেক্ষা রাখে না। প্রধান বিচারপতির বক্তব্যের মধ্যে ইহা প্রতিয়মান হইয়াছে যে আধুনিক সভ্যতায় বিজ্ঞানের আবিষ্কার যতই উন্নত হোক না কেন অতীতকে ভুলিয়া শুধুমাত্র নতুনকে আঁকড়াইয়া ধরিলেই সভ্যতা বিকশিত হইবে না। সোশ্যাল মিডিয়া যেভাবে সমাজকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করিতেছে তাহা কোনোভাবেই মানিয়া নেওয়া যায় না। সোশ্যাল মিডিয়ার ইতিবাচক দিকগুলি নিশ্চয়ই গ্রহণ করা যায়। কিন্তু দেশ রাজ্য সমাজ ও বিশ্বকে বিপথে পরিচালিত করিবার যেসব প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় তাহা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। এইসব বিষয়ে সমাজের সামনের সারির বুদ্ধিজীবী সহ সকল অংশের জনগণকে আরো সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

তথ্য ও প্রচারমাধ্যম : পরিবর্তিত আবহ নিয়ে শিক্ষাশিবির

কলকাতা, ৪ মার্চ (হি. স.) : মহিলাদের ওপর হিংসা কি বাড়ছে? বাড়লে কতটা, কী ধরণের? স্থির সিদ্ধান্তে আসতে গেলে তথ্যের প্রয়োজন। কিন্তু কোথাকার, কোন এবং ক'টি উৎসের তথ্য? প্রচারমাধ্যমের পাঠক বা দর্শকের কাছে সহজে পেশ করতে কিভাবে হবে সেই তথ্যের তুলনামূলক সঙ্কলন? সংবাদজগতের পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে এসব নিয়ে চর্চার প্রয়োজন বেড়েছে। তাই শনিবার প্রেস ক্লাব, কলকাতার সহযোগিতায় গুগুল নিউজ ইনিশিয়েটিভ এবং 'ডেটা ডায়ালগ' আয়োজন করল এক শিক্ষাশিবিরের।

অনুষ্ঠানের শুরুতে গুগুলের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার পারুল গোস্বামী আয়োজনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি জানান, '২২-এর ডিসেম্বর থেকে ভারতের বিভিন্ন শহরে বসছে এরকম আলোচনাচক্র। ডেটা ডায়ালগ, ডেটা সোর্সিং, ক্লিনিং, ভেরিফিকেশন এগুলোর সংজ্ঞার পাশাপাশি সঠিক রূপায়ণের দিকনির্দেশ করেন বিশেষজ্ঞরা।

ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন রিসার্চের অ্যাসোসিয়েট প্রোফেসর ডঃ উমাশঙ্কর পাণ্ডে আলোচনায় ভাল সাংবাদিকের আবশ্যিকতা প্রসঙ্গে বলেন, "টু অ্যাক্সেস রাইট কাইন্ড অফ পিপল, অ্যাট দি রাইট টাইম, ইন দি রাইট ওয়ে।" সেই সঙ্গে 'পাঠক যা চায়' এটা যেমন মনে রাখতে হবে, তেমনই সতর্ক থাকতে হবে তথ্যের উৎস, বিশ্লেষণ এবং পরিবেশন নিয়ে। যাতে পাঠককূল পরিবেশিত বিষয়টা তাঁর নিজের ভাবনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম বিভাগের অধ্যাপক ঘাজালা ইয়াসমিন পাওয়ার পয়েন্ট প্রোজেকশনের মাধ্যমে দেখান, ১০ হাজার বছরের প্রাচীন গুহাচিত্র থেকে আধুনিক মহাজাগতিক গবেষণা সবই খবর। কিন্তু বদলে গিয়েছে, আরও বদলে যাচ্ছে এর ঘরানা। মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের নথিভূক্ত হিসেব সংখ্যার নিরিখে হরিয়ানার তুলনায় অন্ধ্রপ্রদেশে বেশি। কিন্তু মাথাপিছু হিসাবে ব্যাপারটা উল্টো। তাই ঠিক কীরকম সিদ্ধান্তে আসতে চাই, আগে সেটা বুঝতে হবে।

ঘাজালা বলেন, এই তথ্য বিশ্লেষণ খবরের মান এবং চরিত্র বদলে দেয়। একটি নামী ইংরেজি দৈনিক বিশেষ প্রতিবেদন করল বলিউডে একক গীত (সোলো সঙ) কমে যাচ্ছে। এর ভিত্তি ছিল তথ্য বিশ্লেষণ। সঠিক তথ্য এবং সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারা, কোন গোষ্ঠীর মধ্যে সমীক্ষা করেছে, এটা কি নমুনা সমীক্ষা (স্যাম্পেল সার্ভে) না 'প্রোজেক্টেড' সেটা বুঝে এগোতে হবে। 'গুগুল ডেটা সেট সার্চ' বা এরকম সফটওয়্যারের সাহায্য আমরা কিভাবে নিতে পারি, ছোট পর্দায় তা তিনি হাতেকলমে বোঝানোর চেষ্টা করেন। গুগুলে যে সব তথ্য এখন আর পাওয়া যায়না তা খুঁজতে 'ওয়েব্যাক মেশিন' সফটওয়্যারের হদিশ দেন তিনি। এই প্রসঙ্গে জানান, 'পাবলিক কজ রিসার্চ ফাউণ্ডেশন' (পিসিআরএফ)-এর ২০০৯এর ২২ জানুয়ারি থেকে '২৩-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ৭৯৬ বিলিয়ন ওয়েব পেজ ওই সফটওয়্যারে রয়েছে। প্রসঙ্গত, রাজনীতিতে আসার আগে অরবিন্দ কেজরিয়াল তৈরি করেছিলেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পিসিআরএফ।

কীভাবে হিন্দি গান, জাজ এবং কে পপ এই তিন ঘরানার 'মিউজিক' আমাদের প্রভাবিত করছে, 'গুগুল ট্রেণ্ডস'-এর মাধ্যমে তার লেখচিত্র ঘাজালা পেশ করেন শিক্ষার্থীদের কাছে। বোঝানোর চেষ্টা করেন 'এক্সেল', 'এইচটিএমএল', 'সিএসভি', 'ওয়ার্ড/টেক্সট ফাইল' প্রভৃতির কার্য্যকারিতা।

'ডেটা লিডস'-এর প্রশিক্ষক অনুষ্কা ডালমিয়া 'অটোডিটেক্ট টেবল'-এর মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেন নির্বাচন কমিশনের তালিকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাজকর্মের ব্যবচ্ছেদ আমরা কীভাবে করতে পারি। এই প্রসঙ্গে বোঝানোর চেষ্টা করেন 'ডেটা ক্লিনিং এবং 'ডেটা ভেরিফিকেশন'-এর কার্য্যকারিতা।শিক্ষাশিবিরে শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই ছিলেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকতার পড়ুয়া ও বিশ্লেষক। ছিলেন কিছু সাংবাদিকও। প্রেস ক্লাবের দুই কর্মকর্তা অরিজিৎ দত্ত এবং নিতাই মালাকার ছিলেন মূল ব্যবস্থাপনায়। ছিলেন গুগুল-স্বীকৃত প্রশিক্ষক জয়দীপ দাশগুপ্ত, পুলকেশ ঘোষ। আলোচনার মূল সুর ছিল, খবরে তথ্যের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। এর জন্য বিষয়ের গভীরে গিয়ে অনুধাবন করাটা আবশ্যিক। আর তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, পরিবেশন সবেতেই বাড়ছে প্রযুক্তিনির্ভরতা। এ সবে সতর্কতা অবশ্যপ্রয়োজনীয়।

বিশ্বকে যেভাবে বদলে দিয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের এই এক বছরে দুনিয়া অনেকটা বদলে গেছে। এমন কিছু পরিবর্তন ঘটেছে, যা খুব কম মানুষই ধারণা করতে পেরেছিলেন। প্রতিবেশী দুই দেশের যুদ্ধে ইউক্রেনের যেমন ক্ষতি হয়েছে, তেমনি ইউক্রেন থেকে বহু দূরের দেশের মানুষের জীবনে এর অভিঘাত লেগেছে, দেশে দেশে অর্থনীতিতে দেখা দিয়েছে অস্থিরতা। এই যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বের যে ভোগান্তি হয়েছে বা হচ্ছে, তাতে তিনটি ক্ষেত্রে প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশি। এগুলো হলো খাদ্যদ্রব্য, জ্বালানি আর মূল্যস্ফীতি। যুদ্ধের আঁচ প্রায় সব দেশে লেগেছে। তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলো। এসব দেশে যুদ্ধের প্রভাব সবচেয়ে প্রকট হয়েছে।

খাদ্যপণ্য- খাদ্যদ্রব্যের কথাই যদি বলা হয়, তাহলে ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বজুড়ে খাদ্যদ্রব্যের দাম এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে গেছে, যা এযাবৎকালের সর্বোচ্চ। এর কারণ রাশিয়া ও ইউক্রেন বিশ্বে গমসহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় দুই দেশ। জাতিসংঘ সতর্ক করেছে, ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে কোটি কোটি মানুষ বিশেষ করে আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অংশের মানুষ দুর্ভিক্ষের

ঝুঁকিতে পড়েছে। গত বছরের জুলাইয়ে মস্কো ও কিয়েভ খাদ্যশস্য রপ্তানি নিয়ে একটি চুক্তি করে। এই চুক্তির কল্যাণে ইউক্রেনে আটকে থাকা কোটি কোটি টন খাদ্যপণ্য রপ্তানির সুযোগ তৈরি হয়। এসব পণ্য আটকা পড়ার কারণ কৃষ্ণসাগরে থাকা ইউক্রেনের বন্দরগুলো থেকে খাদ্যপণ্য রপ্তানি করা যাচ্ছিল না। কারণ, রাশিয়া নৌপথ অবরোধ করে রেখেছিল। তবে গত বছরের অক্টোবরে এসে হঠাৎ করে রাশিয়া এই চুক্তি থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। তবে এরপরও চুক্তিটি এখনো বলবৎ আছে। ইউক্রেন থেকে খাদ্যপণ্য রপ্তানি হচ্ছে। এতে বিশ্বজুড়ে খাদ্যপণ্যের দাম যুদ্ধের আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে।

জ্বালানি- ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে গত শতকের সত্তরের দশকের পর সবচেয়ে ভয়াবহ জ্বালানিসংকটে পড়েছে বিশ্বে। নিষেধাজ্ঞার কারণে অনেক দেশ রাশিয়া থেকে জ্বালানি কেনা বন্ধ বা কমিয়ে দেয়। এতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জ্বালানির দাম এক লাফে অনেক বেড়ে যায়। যুদ্ধের প্রথম ছয় মাসের মধ্যেই ইউরোপে বাসিন্দাদের গ্যাসের বিল দ্বিগুণ এবং বিদ্যুতের খরচ ৭০ শতাংশ বেড়ে যায়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কূটনীতিকেরা গত ডিসেম্বরে রাশিয়ার জ্বালানি তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ৬০ মার্কিন ডলারে বেঁধে দেন। যার অর্থ ইইউ জোটের বাইরে কোনো দেশ রাশিয়ার তেল কিনতে চাইলে ৬০ ডলারের বেশি দাম দিতে পারবে না। এর প্রধান লক্ষ্যই ছিল রাশিয়ার তেল বিক্রি করে ক্রেমলিন যেন সেই অর্থ যুদ্ধে ঢালতে না পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বিপাকে পড়ে ইউরোপ ও তার পশ্চিমা মিত্ররা। এর কারণ বিশ্ববাজারে জ্বালানির সরবরাহ অতটা নেই। এতে জ্বালানি তেলের বাজারে রাশিয়ার আধিপত্য থেকে যায়। কারণ, রাশিয়া গত এক বছরে চীন ও ভারতের কাছে বেশি তেল ও গ্যাস বিক্রি করেছে।

মূল্যস্ফীতি- ইউক্রেন যুদ্ধ যখন শুরু হলো, তখন বিশ্ব অর্থনীতি সবে করোনা মহামারির ধকল কাটিয়ে উঠছিল। যুদ্ধ শুরুর পর জ্বালানিসংকট ও প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ার কারণে মূল্যস্ফীতি তরতর করে বাড়তে শুরু করে। নিত্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে কমে যায় মুদ্রার মান। মানুষের তাদের সঞ্চয়ের অর্থ ভেঙে উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা শুরু করে। এতে মানুষের প্রকৃত আয় কমে যায়। এতে করে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যেতে শুরু করে। মূল্যস্ফীতি যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্যসহ দেশে দেশে সরকারের মাথাব্যথার কারণ হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকারগুলো সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নগদ প্রণোদনা দিতে শুরু করে। একই সঙ্গে বিভিন্ন ভর্তুকি, পণ্যের মূল্য বেঁধে দেওয়া, এমনকি কর কমানোর পদক্ষেপও নেয়।

হুমাসন : সামান্য থেকে অসামান্য জ্যোতির্বিদ

আসিফ।। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলোর লোহিত বিচ্যুতি বা রক্তিম সরণ আবিষ্কারে বিশ্বের সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপ বসানো হচ্ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের স্বচ্ছ আকাশ লক্ষ্য করে মাউন্ট উইলসনে এই টেলিস্কোপ বসানোর কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। একদল খচ্চরের পিঠে টেলিস্কোপের বড় অংশগুলো টেনে তুলতে হয়েছিল পাহাড়ের ওপরে। মিউল স্কিনার বা খচ্চর দলের তত্ত্বাবধানকারী ছিলেন এক তরুণ। নাম মিল্টন হুমাসন। তিনি যান্ত্রিক ও আলোক যন্ত্রপাতি, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের পর্বতশীর্ষে নিয়ে যেতেও সহায়তা করতেন। ঘোড়ার পেছনে থাকা খচ্চর দলকে এগিয়ে নিতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতেন হুমাসন। তাঁর শিকারি সাদা কুকুরটি ঘোড়ার জিনের পেছনে দাঁড়িয়ে সামনের থাবা রাখত হুমাসনের কাঁধে। হুমাসন ছিলেন তামাকসেবী, ডকশ্রমিক, দক্ষ জুয়াড়ি ও পুল খেলোয়াড়। কিন্তু প্রথাগত শিক্ষায় অষ্টম শ্রেণিও পার হতে পারেননি। অথচ এই মার্কিন নাগরিক পরে পরিণত হন সবচেয়ে দক্ষ পরীক্ষণ জ্যোতির্বিদে।

তাঁর পুরো নাম ছিল মিল্টন লা স্যালে হুমাসন। জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটার ডজ সেন্টারে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে স্কুল থেকে ঝরে পড়েন হুমাসন। এরপর আর আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া করেননি বা করতে পারেননি। তিনি পাহাড়-পর্বত ভালোবেসেছিলেন। তাঁর বিশেষ পছন্দের ছিল মাউন্ট উইলসন। উইলসন অবজারভেটরি নির্মাণ করার সময় পর্বতের ওপরে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি মিউল স্কিনার বা খচ্চর প্রতিপালকের দায়িত্ব পান। এরপর ১৯১৭ সালে লা ভার্নে একটি প্রজননকেন্দ্রে কাটানোর পর মানমন্দিরের দ্বাররক্ষকের দায়িত্ব পান তিনি। প্রবল উৎসাহ নিয়ে অবজারভেটরিতে নাইট সহকারী হয়েছিলেন উইলসন। প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও শান্ত স্বভাব তাঁকে পাহাড়ে জনপ্রিয় করে তোলে। ১৯১৯ সালে জর্জ এলারি হেল তাঁকে মাউন্ট উইলসনের স্টাফ সদস্য করে নেন। এটি নজিরবিহীন ছিল। যেহেতু হুমাসনের পিএইচডি, এমনকি উচ্চবিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাও ছিল না। তিনি দ্রুত হেলের সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণিত করেন। কারণ, কয়েকটি মৌলিক পর্যবেক্ষণমূলক আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। তাঁর পর্যবেক্ষণগুলো হাবলের সূত্রসহ ভৌত কসমোলজির বিকাশে বড় ধরনের ভূমিকা নিয়েছিল। হুমাসন: সামান্য থেকে অসামান্য জ্যোতির্বিদ মাউন্ট উইলসনে টেলিস্কোপ নির্মাণের যন্ত্রপাতি হুমাসন খচ্চরচালিত গাড়িতে করে উঁচুতে নিয়ে যেতেন। এ জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় তাঁকে। শুধু নিয়ে যাওয়াই নয়, যন্ত্রপাতিগুলোর ব্যাপারে ছিল তার প্রবল উতাহ ও স্বাভাবিক কৌতূহল। প্রথমে মানমন্দিরটিতে তিনি ইলেকট্রিশিয়ানের সহকারী দ্বাররক্ষক হিসেবে কাজ শুরু করেন। নিজে যেসব টেলিস্কোপ স্থাপনে সাহায্য করেছেন, সেগুলোর মেঝে পরিচ্ছন্নতার কাজও তাঁকে করতে হতো। একদিন টেলিস্কোপ সহকারী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁর কাজ হুমাসনকে করতে বলা হলো, যদি তিনি পারেন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহার করলেন তিনি। এ ঘটনাই তাঁর ভাগ্য বদলে দিল। পেয়ে গেলেন টেলিস্কোপ অপারেটরের চাকরি। ধীরে ধীরে পর্যবেক্ষণে সহায়ক হয়ে উঠলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর মাউন্ট উইলসনে আসেন মার্কিন জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবল। খুব দ্রুত বিখ্যাত হয়ে ওঠেন তিনি। হাবল ছিলেন মেধাবী, সংস্কৃতিমান ও সামাজিক। হাবলই অবশেষে দেখান, সর্পিলাকার নীহারিকাগুলো আসলে 'দ্বীপবিশ্ব' বা 'আইল্যান্ড ইউনিভার্স'। অর্থাৎ আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির মতো বিশালসংখ্যক নক্ষত্রের পুঞ্জ সেগুলো। আবার তিনি এমন এক নাক্ষত্রিক আদর্শ প্রদীপ বা স্ট্যান্ডার্ড ক্যান্ডল বের করেন, যাকে গ্যালাক্সিগুলোর দূরত্ব পরিমাপে কাজে লাগানো যায়। হাবল ও হুমাসন মিলিতভাবে বেশ ভালোভাবে কাজটি এগিয়ে নেন। বেমানান জোড়া হওয়া সত্ত্বেও একত্রে সমঝোতা-সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যান তাঁরা। লয়েল মানমন্দিরে জ্যোতির্বিদ ভি এম স্লিফারের নেতৃত্বে তাঁরা দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলোর বর্ণালি পরিমাপ শুরু করেন।

দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলো নিয়ে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পান হুমোসন। সেখান থেকে আসা বর্ণালি ও আলোকচিত্র বিশ্লেষণেও দেখান অসামান্য পারদর্শিতা। একেবারে পেশাদার জ্যোতির্বিদের মতো। ১৯৫০ সালে লুন্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিএসসি ডিগ্রি দেয়। ১৯৫৭ সালে তিনি অবসর নেন। এর আগে মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরির পূর্ণ স্টাফ সদস্য হয়েছিলেন তিনি। নিজের কাজের গুরুত্ব, সেগুলোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও গভীরভাবে বুঝেছিলেন। আবার জ্যোতির্বিদ সম্প্রদায়ের গভীর শ্রদ্ধা নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন তিনি। আধুনিক কসমোলজির সবচেয়ে বড় তত্ত্ব হলো বিগ ব্যাং ও মহাবিশ্বের প্রসারণ। এই তত্ত্ব জন্ম হয় আলোক বর্ণালিতে ডপলার ইফেক্ট প্রয়োগ করে ধূমকেতু সি/১৯৬১ আবিষ্কার করেছিলেন হুমাসন। ধূমকেতুটি বিশাল পেরিহেলিয়নের জন্য বিখ্যাত। স্রেফ সুযোগের অভাবে প্লুটো আবিষ্কারের কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হন। প্লুটোর আবিষ্কারকের মর্যাদা পান ক্লাইড টম্বগ। কিন্তু তাঁর ১১ বছর আগেই চারটি ছবি তুলেছিলেন, যেগুলোতে প্লুটোর ছবি ছিল। অনেকের ধারণা, বামন গ্রহটি তার আবিষ্কার না করতে পারার কারণ এই নয় যে তিনি বুঝতে পারেননি, বরং ফটোগ্রাফিক প্লেটের ত্রুটি স্থানে ছবিটি পড়েছিল। যেভাবেই হোক, তিনটি ভিন্ন রাত ধরে চারটি পৃথক ফটোগ্রাফে এটার উপস্থিতি প্রায় অসম্ভবই লেগেছিল।

হুমাসন যেসব কাজ করেছিলেন, সেগুলোর বেশির ভাগের ফলই হাবলের কাছে জমা হয়েছিল। বহু বছর একসঙ্গে কাজ করেছিলেন দুজন। তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার মেনডোসিনোয় মারা যান।

কোনো গ্যালাক্সি থেকে আসা আলোর মধ্যে লুকিয়ে থাকে শতকোটি নক্ষত্রের বিকিরিত আলোর সমষ্টি। গ্যালাক্সির বাইরের স্তরের নক্ষত্রগুলোর পরমাণু নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি বা রং শোষণ করে। এই নক্ষত্রগুলো আলো হিসেবে সেগুলোই নিঃসরণ করে। ফলে সেখান থেকে পাওয়া বর্ণালি তথ্যগুলো বলে দেয়, আমাদের প্রতিবেশী নক্ষত্রের মতো একই রাসায়নিক উপাদান দিয়েই সেসব নক্ষত্র তৈরি। হুমাসন ও হাবল দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলোর বর্ণালিতে রক্তিম সরণ খুঁজে পান। বর্ণালির এই রক্তিম সরণ বা লোহিত বিচ্যুতিই বলে দেয়, সেগুলো আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাঁরা ডপলার ইফেক্ট ব্যবহার করে দেখেন, যেসব নক্ষত্রের দূরত্ব যত বেশি, সেগুলোর বর্ণালিরেখার রক্তিম সরণও তত বেশি। অর্থাৎ যে নক্ষত্রের অবস্থান যত দ্রুত, সেগুলোর দূরে সরে যাওয়ার গতি তত বেশি।

এখন কথা হলো, কেন গ্যালাক্সি বা নক্ষত্রগুলো আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে? বিশ্বে আমাদের যে অবস্থান, তার পেছনে এগুলোর কি কোনো ভূমিকা রয়েছে? আমাদের মিল্কিওয়ে কি সেগুলোর সঙ্গে আক্রমণাত্মক আচরণ করছে, ফলে সেগুলো দূরে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছে? এভাবে ভাবার চেয়ে বরং অন্যভাবে চিন্তা করাই যুক্তিসংগত ছিল। ভাবনাটি হলো, মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। সেটাই ভেবেছিলেন হাবল ও হুমাসন। এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে তাঁরা বিগব্যাং তত্ত্বই আবিষ্কার করেছিলেন। কার্ল সাগানের বিখ্যাত ডকুমেন্টারি কসমস। এর দশম পর্বে হুমাসনের জীবন ও কর্মের কাহিনি বলা হয়েছে। চাঁদের একটি খাদের নামকরণ করা হয় হুমাসনের নামানুসারেহুমাসন ক্রেটার। ফ্রিৎজ জুইকির সঙ্গে তাঁর নাম জুড়ে একটা নক্ষত্রের নামকরণ করা হয়েছে হুমাসন-জুইকি স্টার।

আধুনিক কসমোলজির সবচেয়ে বড় তত্ত্ব হলো বিগ ব্যাং ও মহাবিশ্বের প্রসারণ। এই তত্ত্ব জন্ম হয় আলোক বর্ণালিতে ডপলার ইফেক্ট প্রয়োগ করে। আগে শুধু শব্দের ক্ষেত্রে ডপলার ইফেক্ট প্রয়োগ করা হতো। সহজ কথায়, কোনো শব্দের উৎস যখন আপনার দিকে এগিয়ে আসে, তখন শব্দের তীক্ষ্ণতা এক রকম। যখন উৎস আপনার কাছে এসে স্থির হয়, তখন শব্দের তীক্ষ্ণতা আরেক রকম। উৎস যখন আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তখন তীক্ষ্ণতা অন্য রকম। এর কারণ, উৎস যখন গতিশীল হয়, তখন শব্দের কম্পাঙ্কের পরিবর্তন হয়। তেমনি আলো বা বর্ণালির ক্ষেত্রেও হয়। আলোর উৎস যখন দূরে সরে যায়, সেই আলোর কম্পাঙ্ক বিচ্যুত হয়ে লালের দিকে সরে যায়। এটাই হলো রক্তিম সরণ বা লোহিত বিচ্যুতি। তেমনি মহাকর্ষ বলের ক্ষেত্রেও এমন লাল বিচ্যুতি কাজ করে। আলো যখন কোনো শক্তিশালী মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে যায়, তখন এর রক্তিম সরণ ঘটে। এই সরণ পর্যবেক্ষণের একজন পথিকৃৎ হচ্ছেন হুমাসন।

ঘরে বসে বিজ্ঞান গবেষণা ?

হাসান উজ-জামান শ্যামল

গত সংখ্যার পর।। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে দেশের ছাত্র ও গবেষকদের মধ্যে কম্পিউটেশনাল বায়োলজি যতটা জনপ্রিয় হতে পারত, এখনও ততটা হয়ে ওঠেনি। বিশেষ করে ভারতের মতো প্রতিবেশী দেশগুলোতে বিজ্ঞানের এই শাস্ত্রে কাজ যত প্রকটভাবে ছড়িয়েছে, বাংলাদেশ এখনো সে পর্যায়ে যায়নি। এর পেছনে অন্তত তিনটা কারণ উল্লেখ করা যায়। প্রথম দুটো বোঝা বেশ সহজ, কিন্তু তৃতীয়টা খানিক ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

প্রথম কারণ হলো, কম্পিউটেশনাল বায়োলজিকে সত্যিকার অর্থে জীববিজ্ঞানের অংশ হিসেবে দেখতে না পারা। আজ পর্যন্ত দেশ- বিদেশের অনেকেই এই শাস্ত্রে জীববিজ্ঞানের চেয়ে কম্পিউটার সায়েন্সের গন্ধটাই বেশি পান। এর সঙ্গে আবার জড়িত আছে প্রোগ্রামিং-এর ভীতি এবং নতুন শাস্ত্র বিষয়ক অনিশ্চয়তা। এ ব্যাপারে আমাদের মনে রাখা উচিত, কম্পিউটেশনাল বায়োলজি হলো সেই শাস্ত্র, যেখানে কম্পিউটার ব্যবহার করে জীববিজ্ঞানের রহস্য সমাধান করা হয়। তার মানে, শাস্ত্রটার পদ্ধতি হয়তো কম্পিউটার, কিন্তু এর প্রশ্ন-তদন্ত ইত্যাদি সবই জীববিজ্ঞানকেন্দ্রিক। এজন্যই এ শাস্ত্রের বিজ্ঞানীরা সবসময় কম্পিউটেশনাল বায়োলজি শেখার আগে জীববিজ্ঞানের ভিত্তি মজবুত করার কথা বলেন।

তবে আমি মনে করি, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এই অন্তরায়টুকু আমরা দিনকে দিন অনেকাংশে কাটিয়ে উঠছি। এর একটা কারণ ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে প্রচুর কোর্স, প্রোগ্রাম এবং প্রশিক্ষণের আয়োজন। সোশাল মিডিয়ার কারণে ইদানীং এই উদ্যোগগুলোর প্রচার অনেক ব্যাপকতা পেয়েছে। এদের সহজলভ্যতার ফলেই জীববিজ্ঞানের ছাত্র ও গবেষকরা বুঝতে পারছেন, কম্পিউটেশনাল বায়োলজি আদতে একজাতের জীববিজ্ঞানই বটে। এটা শেখার জন্য কম্পিউটার সায়েন্সের খুব একটা গভীর জ্ঞান দরকার নেই। আর প্রোগ্রামিং-পরিসংখ্যানের যে অংশটুকু শেখা দরকার, তা খুব বেশি হলে মাসকয়েকের মধ্যেই আয়ত্ত করা সম্ভব।

এমনকি ঢাকার একটা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একজন গবেষক হিসেবে আমার সুপারকম্পিউটার সার্ভিসেরও ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় আমি এর ওপর কোনো গবেষণা করতে পারিনি। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রে পিএইচডি করতে আসার বছরখানেকের মধ্যেই আমি এ বিষয়ে বেশ খানিকটা অগ্রগতি করে ফেললাম। কেন তাহলে দেশে আগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট যাবতীয় সুবিধা থাকার পরেও এটা হয়ে উঠল না?

দ্বিতীয় কারণটা হলো কম্পিউটিং রিসোর্সের অভাব। যেমনটা বললাম, এই শাস্ত্রের জন্য জীববিজ্ঞানের দামি ল্যাবরেটরি, রাসায়নিক বা অন্যান্য সরঞ্জাম দরকার হয় না বটে, কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই দরকার হয় উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার। সুখের বিষয়, এখন বাংলাদেশের অনেকগুলো শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানেই সুপারকম্পিউটার সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন নেটওয়ার্ক সংগঠনটি দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এই সেবা দেয়। কাজেই, গবেষণার প্রয়োজনে যে কেউ তাদের ব্যক্তিগত কম্পিউটার থেকেই লগ ইন করে সুপারকম্পিউটারের ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবেন। এই ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাটুকু হলো জ্ঞান বা সচেতনতা। এ ধরনের চমৎকার সুযোগের ব্যাপারে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বা গবেষকেরা অতটা জানেন কি না, সেটা।

ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো, বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় এই দুটো সুযোগই আমার ছিল। কম্পিউটেশনাল বায়োলজি যে শাস্ত্র হিসেবে খুবই সম্ভাবনাময়, তা আমি জানতাম। এতে আমার যথেষ্ট আগ্রহও ছিল। সেই আগ্রহের বশবর্তী হয়ে আমি প্রোগ্রামিং-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বেশ কয়টা কোর্স করেছিলাম। এমনকি ঢাকার একটা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একজন গবেষক হিসেবে আমার সুপারকম্পিউটার সার্ভিসেরও ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় আমি এর ওপর কোনো গবেষণা করতে পারিনি। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রে পিএইচডি করতে আসার বছরখানেকের মধ্যেই আমি এ বিষয়ে বেশ খানিকটা অগ্রগতি করে ফেললাম। কেন তাহলে দেশে আগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট যাবতীয় সুবিধা থাকার পরেও এটা হয়ে উঠল না? এর কারণ এখন বুঝি। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও, এই 'কীভাবে করি' জাতীয় প্রশ্নগুলো হলো কম্পিউটেশনাল বায়োলজির সহজ অংশ। অন্যদিকে প্রফেসর বা সুপারভাইজারদের কাজই আসলে কঠিন'কী করতে হবে' সেটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া।

চার

পিএইচডি ল্যাবে জয়েন করার কিছুদিনের মাথায় প্রফেসর বললেন, ব্রাজিলে নতুন একটা ভাইরাস পাওয়া গেছে। কম্পিউটারে সেটার ডিএনএ ঘেঁটে দেখ, এটা কি পরিচিত কোনো প্রোটিন বানায় কি না।

এই একটা বাক্যেই তার নির্দেশনা শেষ। আমি কম্পিউটেশনাল বায়োলজিতে তখন নিতান্তই বকলমজীবনের অধিকাংশ সময় কম্পিউটারকে চিনেছি স্রেফ গেম খেলার বস্তু হিসেবে। প্রফেসর তাতে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। কোথাকার কোন ব্রাজিলের ডিএনএ কম্পিউটারে তালাশ করতে আমাকে লাগিয়ে দিলেন। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কোন সফটওয়ার ব্যবহার করতে হবে, কীসের ওপর কোর্স করতে হবে, কার কাছে যেতে হবে, এমনকি সুপারকম্পিউটার সার্ভিস ব্যবহার করার উপায় কীএসব নিয়ে তিনি একটা কথাও বললেন না। এর কারণ এখন বুঝি। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও, এই 'কীভাবে করি' জাতীয় প্রশ্নগুলো হলো কম্পিউটেশনাল বায়োলজির সহজ অংশ। অন্যদিকে প্রফেসর বা সুপারভাইজারদের কাজই আসলে কঠিন'কী করতে হবে' সেটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া। ঠিকই ওই কীভাবে করার ব্যাপারটা আমি নিজে ইন্টারনেট নাড়াচাড়া করে বা সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে বের করে ফেললাম। এটা আমার একার অভিজ্ঞতা নয়, অন্য অনেকেই আমার কাছে নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে একই ধরনের কথা বলেছেন। যদি 'কী কাজ' করতে হবে সে ব্যাপারে খানিকটা দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়, তাহলে 'কীভাবে করতে হবে' সেটা বের করা, মানে এরপর দরকারমাফিক কম্পিউটার প্রোগ্রামিং বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যাপার শিখে নেওয়া অত বড় বিষয় নয়। আবার অন্যদিকে, এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা হয়তো দেশে বসে আমার মতো কম্পিউটেশনাল বায়োলজির ডজনখানেক কোর্স করে ফেলেছেন। হয়তো তাঁদের কম্পিউটার সায়েন্সে ডিগ্রিও আছে; কিন্তু এই দক্ষতা ব্যবহার করে কী কাজ করবেন বা কোন প্রশ্নের উত্তর খুঁজবেন, সে ব্যাপারে কোনো দিকনির্দেশনা না পাওয়ায় ওই 'কীভাবে করি'র জ্ঞান ব্যবহার করে গবেষণা করতে পারছেন না। *সমাপ্ত*

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ভারতের আদানির বিদ্যুৎ আমদানি চুক্তি বাতিলের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ০৪।। ভারতের আদানি গ্রুপ থেকে বিদ্যুৎ আমদানির সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক (বেন)। শুক্রবার (৩ মার্চ) বাপা সভাপতি সুলতানা কামাল ও বেন-এর বৈশ্বিক সমন্বয়কারী ড় মো. খালেকুজ্জামানের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ দাবি জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যেখানে বাংলাদেশের নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় অর্ধেক অলস থেকে যাচ্ছে সেখানে বিদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বিদ্যুৎ আমদানি মোটেও যৌক্তিক নয়। তদুপরি আদানি কোম্পানির কাছ থেকে যেসব শর্তে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ কিনতে যাচ্ছে তা বাংলাদেশের জন্য খুবই প্রতিকূল। এতে আরও বলা হয়, এসব শর্তের অধীনে আদানি কোম্পানিকে যেসব আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয়েছে তা বাংলাদেশের অন্য কোনো কোম্পানিকে দেওয়া হয়নি।সংবাদ মাধ্যমে এই চুক্তির যেসব বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তার কয়েকটি নিম্নরূপ।

প্রথমত যেখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য ইউনিট-প্রতি কয়লা ব্যবহারের পরিমাণ এগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহারের সকল মাত্রার জন্য একই ধরা হয়েছে, সেখানে আদানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য উৎপাদন ক্ষমতা কম ব্যবহৃত হলে ইউনিট-প্রতি কয়লা ব্যবহারের পরিমাণ বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে। শুধু এ কারণেই বাংলাদেশকে বছরে অতিরিক্ত ছয় হাজার ৫০০ কোটি টাকার বেশি ব্যয় করতে হতে পারে।

দ্বিতীয়ত বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে (পিডিবি) চার মাস পরপর আদানি কোম্পানির কাছে বিদ্যুতের চাহিদাপত্র পাঠাতে হবে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে যদি পিডিবির চেয়ে কম বিদ্যুৎ কেনে তবুও চাহিদাপত্রে উল্লিখিত পরিমাণের পুরো দাম বাংলাদেশকে পরিশোধ করতে হবে। তৃতীয়ত বাংলাদেশকে আদানি বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদিত ক্ষমতার এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণের বিদ্যুৎ কিনতেই হবে; নাহলে জরিমানা দিতে হবে।

চতুর্থত যদি পিডিবির চাহিদা-স্বল্পতার কারণে আদানি বিদ্যুৎকেন্দ্রের বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়া বিলম্বিত হয় তবে বাংলাদেশকে পুরো ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধ করতে হবে। পঞ্চমত আদানি বিদ্যুৎকেন্দ্রে কয়লা ব্যবহার সিস্টেম লসের দায়ভার বাংলাদেশকে বহন করতে হবে। ষষ্ঠত আদানি বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য বিদেশ থেকে যে কয়লা আমদানি করা হবে তার দাম নির্ভর করবে আদানির নিজের ওপর, কারণ এই কোম্পানি বিদেশে কয়লা খনিতে উত্তোলন থেকে শুরু করে পরিবহন, সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। সপ্তমত আদানির সাথে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ ক্রয়চুক্তি সই করেছে ২০১৭ সালের নভেম্বরে।

কিন্তু ভারত সরকার কর্তৃক ২০১৯ সালে ঝাড়খণ্ডকে “বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বলে ঘোষণা করার ফলে আদানি কোম্পানি বহু ধরনের কর সুবিধা পাচ্ছে। অথচ আদানি কোম্পানি এ বিষয়ে কোনো তথ্য পিডিবিকে জানায়নি এবং বাংলাদেশকে এসব কর সুবিধার অংশীদার করায় প্রয়াসী নয়। অষ্টমত এই প্রকল্পের সকল ঝুঁকি বাংলাদেশের উপর চাপানো হয়েছে এবং বহু বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। আদানির কাছ থেকে বিদ্যুৎ ক্রয়চুক্তির উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশের ভোক্তা সমিতি ‘এই চুক্তির জালিয়াতি সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে’ বলে অভিমত প্রকাশ করেছে। বাপা ও বেন এই চুক্তি বাতিলের দাবি সমর্থন করছে।

বাপা ও বেন আরও জানায়, বাংলাদেশ সরকার প্রথমে টোকিও ইলেকট্রিক কোম্পানি এবং পরে ইনস্টিটিউট অব এনার্জি ইকোনোমিকস, জাপান প্রণীত এমন একটি বিদ্যুৎ পরিকল্পনা অনুসরণ করছে যা শুধু কয়লানির্ভর নয়, বিদেশনির্ভরও বটে! এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট বিদ্যুৎ সরবরাহে আমদানিকৃত বিদ্যুতের অংশ ২০২১ সালের ৫ শতাংশ থেকে ২০৫০ সালে ১৫ শতাংশে বৃদ্ধি পাবে।

এতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশের বিদ্যুৎ আমদানির বর্তমান হার আফগানিস্তান ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য সব দেশের চেয়ে বেশি। ২০২২ সালের জানুয়ারিতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাপা ও বেন আয়োজিত ‘জ্বালানি, জলবায়ু পরিবর্তন ও স্থিতিশীল উন্নয়ন’ বিষয়ক সম্মেলনে এ পরিকল্পনার সমালোচনা করা হয় এবং কয়লার ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ভূমিকা বাড়িয়ে এবং আমদানিকৃত বিদ্যুৎ পরিহার করে নতুন বিদ্যুৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অনুসরণের দাবি জানানো হয়।এই দাবির প্রতি মনোযোগী হতে সরকারকে আহ্বান জানায় সংগঠন দুটি।

পশ্চিমবঙ্গের তিস্তা পাড়ে আরও দুই খাল খনন, পানি সংকট বাড়বে বাংলাদেশে

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ০৪।। পশ্চিমবঙ্গের সেচ বিভাগ তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের অধীনে আরও দুটি খাল খননের কাজ শুরু করতে চলেছে। এর জন্য প্রায় এক হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই পদক্ষেপ জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় আরও বেশি জমিকে সেচের আওতায় আনতে সাহায্য করবে কিন্তু বিপর্যস্ত করতে পারে বাংলাদেশকে। উত্তরাঞ্চলে পানি সংকট নিরসনে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতের সঙ্গে তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে বাংলাদেশ।

শুক্রবার (২ মার্চ) পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন রাজ্যটির সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের উপস্থিতিতে প্রায় এক হাজার একর জমি সেচ দপ্তরকে হস্তান্তর করেছে। এই জমি তিস্তার বাম তীরে দুটি খাল তৈরি করতে প্রশাসনকে সহায়তা করবে। অপরদিকে তিস্তা ছাড়াও জলপাইগুড়ি জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত জলঢাকা নদীর পানিও সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য খালের দিকে সরানো হবে।

মমতার সরকারের এই খাল খননের সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ রুষ্ট হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। দীর্ঘ ২০ বছরেরও বেশি সময় পর মমতার সরকারের খাল খননের সিদ্ধান্তে সমস্যায় পড়বে ঢাকা। ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের ক্ষমতায় বসার পর তার আপত্তির কারণেই নয়াদিল্লি ও ঢাকার মধ্যে তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি নিয়ে তৈরি সংকটের সমাধান হয়নি।নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের একজন ফ্যাকাল্টি বলেছেন, তিস্তা থেকে আরও বেশি পানি নতুন খালের মাধ্যমে প্রবাহিত হলে উষ্ণ মৌসুমে আরও কম পরিমাণে পানি যাবে বাংলাদেশে। মূলত, গ্রীষ্মের মাসগুলিতে তিস্তায় প্রায় একশ কিউমেক (সেকেন্ডে প্রতি কিউবিক মিটার) পানি পাওয়া যায়। যেখানে ভারত এবং বাংলাদেশে কৃষি জমিতে সেচের জন্য প্রয়োজন প্রায় ১৬০০ কিউমেক পানি।

সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, প্রকল্প অনুসারে, তিস্তা এবং জলঢাকা থেকে পানি তোলার জন্য কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা পর্যন্ত ৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ খাল খনন করা হবে। অপর খালটির দৈর্ঘ্য ১৫ কিলোমিটার। যেটি তিস্তার বাম তীরে নির্মিত হবে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, খাল দুটি খনন হলে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় এক লাখ কৃষক সেচের সুবিধা পাবে। তিস্তা ব্যারেজ জলপাইগুড়ি জেলার গাজলডোবায় অবস্থিত। উত্তরবঙ্গের ৯ দশমিক ২২ লাখ হেক্টর কৃষি জমিতে সেচ কাজের সুবিধার জন্য ১৯৭৫ সালে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পটি চালু হয়েছিল। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল, তিস্তা নদীর পানি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রবাহমান অন্য নদী পানিও যাতে খালের মধ্য দিয়ে দুইপারে চাষ অঞ্চলে সেচের মাধ্যমে পাঠানো।

১৯৭৫ সালে উত্তরবঙ্গের ৯ দশমিক ২২ লাখ হেক্টর কৃষি জমিতে সেচ সুবিধার উদ্দেশ্য নিয়ে চালু করা হয়েছিল তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প। পরিকল্পনা ছিল তিস্তা নদীর দুই পাড়ের কৃষি জমিতে খালের মাধ্যমে সেচের পানি সরবরাহ। একই সঙ্গে ওই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অন্যান্য নদীর পানিও খালগুলিতে প্রবাহিত করা। যদিও প্রকল্পটি কয়েক দশক ধরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কেবল ১ দশমিক ৪ লাখ হেক্টর জমিতে বর্তমানে পানি ব্যবহৃত হচ্ছে।

নতুন করে দুটি খাল খননের বিষয়ে শনিবার পশ্চিমবঙ্গের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক বলেন, জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন খাল খননের জন্য আমাদের এক হাজার একর জায়গা হস্তান্তর করেছে। ২০০৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার এটিকে একটি জাতীয় প্রকল্প হিসাবে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেনি। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারে তহবিল না পেলেও, পর্যায়ক্রমে এই প্রকল্পের কাজ শেষ করার চেষ্টা করব। সংশ্লিট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জানা গেছে, জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি ব্লকের আরেকটি খাল মেরামত করবে সেচ বিভাগ। এই খালটি চালু হয়ে গেলে ব্লকের ৩২ হাজার একর জমিতে সেচ সুবিধা পাবে কৃষকরা।

৮-১১ মার্চ ভারত সফরে আসছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী, অ্যান্থনির রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ (হি.স.): আগামী ৮-১১ মার্চ ভারত সফরে আসছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবেনিজ। ভারতে একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর। অ্যান্থনির সঙ্গে ভারতে আসছেন সে দেশের বাণিজ্য ও পর্যটন মন্ত্রী ডন ফারেল এবং সম্পদ ও উত্তর অস্ট্রেলিয়ার মন্ত্রী ম্যাডেলিন কিং। আসছে উচ্চ পর্যায়ের একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলও।

ভারতের বিদেশমন্ত্রক সূত্রের খবর, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী আলবেনিজ হোলির দিন ৮ মার্চ আহমেদাবাদে পৌঁছবেন। তিনি ৯ মার্চ মুম্বই সফর করবেন, ওই দিনই দিল্লি পৌঁছনোর কথা রয়েছে তাঁর। প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং প্রধানমন্ত্রী আলবেনিজ পারস্পরিক স্বার্থের আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক বিষয়গুলি ছাড়াও ভারত-অস্ট্রেলিয়া ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বের অধীনে সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করতে বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন করবেন। প্রধানমন্ত্রী আলবানিজ দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন।

তিলোত্তমায় পারদের ওঠানামা চলছেই, জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকায় মিলছে স্বস্তি

কলকাতা, ৪ মার্চ (হি.স.): তাপমাত্রার পারদের ওঠানামা লেগেই রয়েছে তিলোত্তমায়, শনিবারও আবহাওয়ার সেই খামখেয়ালিপনা জারি থাকল। শনিবার ফের সামান্য কমল কলকাতার তাপমাত্রার পারদ, এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। এদিন কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

শীত বিদায় নিলেও, ভোরের দিকে জেলায় জেলায় এখনও অনুভূত হচ্ছে হালকা ঠান্ডা। তবে বেলা গড়াতেই সেই ঠান্ডা উধাও হয়ে যাচ্ছে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকায় মারাত্মক গরমও অনুভূত হচ্ছে না। তবে দুপুরে প্রখর রোদ থাকছে, শনিবার সকালেও ঝলমলে আকাশ ছিল কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে। ভোরের দিকে অনুভূত হয়েছে হালকা ঠান্ডা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আপাতত মহানগরীর তাপমাত্রার পারদ এভাবেই ওঠানামা করবে।

ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় তেল স্টোরেজ ডিপোতে অগ্নিকাণ্ড, প্রাণ হারালেন ১৭ জন

জাকার্তা, ৪ মার্চ (হি.স.): ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় তেল স্টোরেজ ডিপোতে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ১৭ জন। আহত হয়েছেন অনেকেই। অগ্নিকাণ্ডের জেরে হাজার হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শুক্রবার রাতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে। উত্তর জাকার্তায় অবস্থিত সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন এনার্জি কোম্পানি পার্টামিনার একটি তেলের ডিপোতে আগুন লাগে।

শুক্রবার রাতে আচমকা আগুন লেগে যায় ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তার উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত সরকারি এনার্জি কোম্পানি পার্টামিনার একটি তেলের গোডাউনে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে পৌঁছন দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা। তবে তাঁরা সেখানে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার আগেই কমপক্ষে ১৭ জনের মৃত্যু হয়, জখম হন বহু মানুষ। দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে ওই তেলের গোডাউনে। আর তার জেরে আতঙ্কে এদিক-ওদিক দৌঁড়তে থাকেন প্রচুর মানুষ।

পার্শবর্তী এলাকাতেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আশেপাশের মানুষ জনকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। ইন্দোনেশিয়ার মন্ত্রী এরিক থোহির বিধ্বংসী এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। দুর্ঘটনার তদন্তেরও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক মজবুত, কিন্তু আরও শক্তিশালী হতে পারে : অ্যান্থনি আলবেনিজ

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ (হি.স.): ভারত সফরে আসার জন্য তিনি মুখিয়ে রয়েছেন বলে জানালেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবেনিজ। শনিবার এক বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এটি আমার প্রথম ভারত সফর, আমি অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের মধ্যে শক্তিশালী বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি আরও জানান, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক মজবুত, কিন্তু আরও শক্তিশালী হতে পারে। প্রসঙ্গত, আগামী ৮-১১ মার্চ ভারত সফরে আসছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবেনিজ। ভারতে একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর।

শনিবার অ্যান্থনি আলবেনিজ জানিয়েছেন, শক্তিশালী ভারত-অস্ট্রেলিয়া অংশীদারিত্ব আমাদের অঞ্চলের স্থিতিশীলতার জন্য খুবই প্রয়োজন। এর অর্থ আরও বেশি সুযোগ এবং আরও বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, আমাদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং আমাদের জনগণকে সরাসরি উপকৃত করা। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, ভারত সর্বদাই অস্ট্রেলিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে থাকবে। আমি এ বছরের মাঝামাঝিতে অস্ট্রেলিয়ায় কোয়াড লিডারস সামিটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভ্যর্থনা এবং সেপ্টেম্বরে জি-২০ নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনের জন্য আবার ভারত সফরের জন্য অপেক্ষা করছি।

জেল থেকে মুক্তি পেলেন নওশাদ, বেরিয়েই বললেন কৌস্তভের পাশে রয়েছি

কলকাতা, ৪ মার্চ (হি.স.): টানা ৪২ দিন পর প্রেসিডেন্সি জেল থেকে মুক্তি পেলেন ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)-এর বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। শনিবার সকাল ১১টা নাগাদ নওশাদকে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার থেকে মুক্ত করা হয়েছে। জেল থেকে বেরিয়েই তাঁর হুংকার, “কেউ যদি ভেবে থাকে যে আমি ভয় করেছি, তা হলে ভুল করছে। আমি মানুষের সঙ্গে লড়াইয়ে ছিলাম, আছি আর থাকব।’ জেল থেকে বেরিয়ে সরকারের উদ্দেশে সংশোধনাগারের মান উন্নয়নের দাবিও করেন আইএসএফ বিধায়ক।

পাশাপাশি জেল থেকে বেরিয়ে প্রেসিডেন্সি জেল চত্বর থেকেই কংগ্রেস নেতা কৌস্তুভ বাগচির গ্রেফতারির বিরোধিতা করেন ভাঙড়ের বিধায়ক। তিনি বলেন, “কৌস্তুভের পাশে আছি। লড়াই চলবে।” উল্লেখ্য, জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতার হয়েছেন কংগ্রেস নেতা কৌস্তুভ। পুলিশ জানিয়েছে, হুমকি এবং অশান্তি ছড়ানোর দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছে কৌস্তুভকে।

৯৭ দিন পর ৩০০-র ঊর্ধে দৈনিক সংক্রমণ, ভারতে সক্রিয় কোভিড রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২,৬৮৬

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ (হি.স.): ভারতে কোভিডের প্রকোপ ক্রমশ বেড়েই চলেছে, ৯৭ দিন পর ৩০০-র গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল দৈনিক করোনা-সংক্রমণ।বাড়ছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৩৩৪ জন। এই সময়ে আবার ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩৩৪ জন, দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,৪৬,৮৭,৪৯৬-তে পৌঁছেছে। ৩ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৭৭৫-এ পৌঁছেছে। দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২,৬৮৬-এ পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫৪,০৩৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০৬ হাজার ৯৭৭ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৪,১৫,৪৮৪। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩ মার্চ সারা দিনে ভারতে ১,০৩,১৭০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়লেন বিজেপি বিধায়কের ছেলে, সিদ্দারামাইয়া বললেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যে বলছেন

বেঙ্গালুরু, ৪ মার্চ (হি.স.): ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলেন কর্ণাটকের বিজেপি বিধায়ক মাদল বিরুপাক্ষর ছেলে। বিজেপি বিধায়কের ছেলে ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়ে যাওয়ার ঘটনায় শনিবার বেঙ্গালুরুতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল কংগ্রেস। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাসভরাজ বোম্মাইয়ের ওপর ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারমাইয়া বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যে কথা বলেছেন। বিজেপি বিধায়কের ছেলে ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়েছেন, তার অভিযুক্তের বাবাকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস। সিদ্দারমাইয়া এদিন বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যে বলেছেন যে তাঁদের সরকার দুর্নীতিমুক্ত। তাহলে এসব কী হচ্ছে... আমরা কখনই সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করিনি। কংগ্রেস কেন সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করবে? অমিত শাহও বড় মিথ্যাবাদী।

মেয়েদের কটূক্তি, তারপর ব্যাগ ছিনতাই! বারুইপুরে পুলিশের জালে ৬ অভিযুক্ত

বারুইপুর, ৪ মার্চ (হি.স.): কোনও মেয়েকে এক দেখলেই পিছু ধাওয়া, কটূক্তি, তারপর সুযোগ বুঝে ব্যাগ নিয়ে চম্পট। এই চক্রের ৬ অভিযুক্তকে পাকড়াও করল বারুইপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৪টি মোবাইল ফোন এবং ৫টি চোরাই মোটর বাইক। গড়িয়া, মহামায়াতলা, রাজপুর, সোনারপুর, বারুইপুর এই সমস্ত এলাকা জুড়ে অপরাধ চালাত এই ৬ জন। অবশেষে তাদের ৬ জনকে গ্রেফতার করল বারুইপুর পুলিশ। শুরু হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদ। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই ছিনতাইবাজরা মূলত অল্পবয়সিদের টার্গেট করত। রাস্তায় কোনও তরুণী হাঁটছেন। আচমকা তাঁর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ত মোটর বাইক। অশালীন আচরণ করা হত ওই তরুণীর সঙ্গে। তিনি যখনই এর প্রতিবাদ করতে যেতেন, পিছন থেকে কেউ তরুণীর সঙ্গে থাকা ব্যাগ বা অন্যান্য জিনিস নিয়ে পালাত। এই ভাবে দিনের পর দিন ছিনতাইয়ের কাজ করত এক দল যুবক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার ভোরে পোলঘাট অঞ্চলের একটি কারখানার সামনে থেকে ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে মোবাইল, মোটর বাইক ছাড়াও ছিনতাইয়ের সরঞ্জামও উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম আসিফ খান, সাহিল মন্ডল, বিলুয়ার হোসেন গাজি, সাগির গাজি, জাহাঙ্গীর গাজি এবং রূপ নস্কর। তাদের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, তা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৪টি মোবাইল ফোন এবং ৫টি চোরাই মোটর বাইক।

জল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ভারতের জন্য অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ (হি.স.): 'জল শক্তি অভিযান-ক্যাচ দ্য রেইন ২০২৩' অভিযানের সূচনা করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শনিবার নতুন দিল্লিতে 'জল শক্তি অভিযান-ক্যাচ দ্য রেইন ২০২৩' অভিযানের সূচনা করার পর রাষ্ট্রপতি বলেছেন, জল সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা ভারতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেহেতু দেশে মাত্র চার শতাংশ জলসম্পদ রয়েছে। তিনি বলেন, অপরিকল্পিত নগরায়নের কারণে দেশে জল সংরক্ষণের ঐতিহ্যবাহী উপায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। রাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বলেছেন, এই কারণেই জলের ঘাটতি এবং বৈশ্বিক উষ্ণতার সমস্যাগুলির মুখোমুখি হচ্ছে বিশ্ব। তিনি যোগ করেন, নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জল সংরক্ষণের চিরাচরিত পদ্ধতিগুলি পুনরুদ্ধার এবং পরিচালনা করা সময়ের প্রয়োজন। জল সংরক্ষণ এবং স্যানিটেশনে মহিলাদের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রপতি স্বচ্ছ ভারত মিশন - গ্রামীণ, জল জীবন মিশন এবং জাতীয় জল মিশনের বিভিন্ন বিভাগের অধীনে """"স্বচ্ছ সুজল শক্তি সম্মান ২০২৩"""" প্রদান করেছেন। স্বচ্ছ সুজল ভারত গড়ার যাত্রায় তৃণমূল স্তরের মহিলাদের নেতৃত্ব ও অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

এই উপলক্ষে """"জল শক্তি সে নারী শক্তি"""" এবং একটি স্মারক ডাকটিকিট নিয়ে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি """"স্বচ্ছ সুজল শক্তি কি অভিব্যক্তি"""" প্রকাশ করেছেন, যা স্বচ্ছ ভারত মিশন - গ্রামীণ, জল জীবন মিশন এবং জাতীয় জল মিশনের কেস স্টোরিগুলির একটি সংকলন।

চিনে এবার মানুষের দেহে মিলল বার্ড ফ্লুর ভাইরাস

বেজিং, ৪ মার্চ (হি.স.): বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আশঙ্কা সত্যি করে চিনে এক পুরুষ এবং এক মহিলার দেহে বার্ড ফ্লু ধরা পড়েছে। তবে দুই আক্রান্তের মধ্যে ৮০০ মাইলেরও বেশি ব্যবধান রয়েছে, তাই এখনই মানুষ খেকে মানুষে ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ছে, এটা বলার মতো অবস্থা তৈরি হয়নি। তবে, পাখি থেকে মানুষের দেহে ছড়িয়ে পড়ার মত জায়গায় যে পৌঁছে গিয়েছে ভাইরাসটি, সেই কথা বলাই বাহুল্য। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হাইলি প্যাথোজেনিক এভিয়ান ইফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস বা বার্ড ফ্লু ভাইরাস কোটি কোটি পক্ষিকূলকে ধ্বংস করছে। এবার সেই ভাইরাস মানুষের দেহেও প্রবেশ করতে পারে বলে ক্রমে উদ্বেগ বাড়ছে। এরইমধ্যে খবর পাওয়া গিয়েছে, পূর্ব চিনের জিয়াংসু প্রদেশের এক ৫৩ বছর বয়সী মহিলা গত মাসে বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছেন। অন্যদিকে, দক্ষিণ চিনের গুয়াংডং প্রদেশের আরও এক ৪৯ বছর বয়সী পুরুষও কিছু পাখির সংস্পর্শে আসার পরই বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছেন। তবে, এই দুই আক্রান্তের দেহে বার্ড ফ্লু-এর স্ট্রেন মানুষ থেকে মানুষে ছড়িয়েছে কিনা তা বোঝার কোনও উপায় নেই। এর কয়েক সপ্তাহ আগেই কম্বোডিয়ায় বার্ড ফ্লু-তে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক কিশোরীর। তার বাবার দেহেও এই ভাইরাস পাওয়া গিয়েছিল। তারপর থেকেই বার্ড ফ্লু-এর ভাইরাস পাখি থেকে মানুষের দেহে ছড়িয়ে পড়া নিয়ে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তবে, এখনও এই ভাইরাস মানুষ থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ার মতো জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে কিনা, সেই বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞানীরা অবশ্য জানিয়েছেন তারা বার্ড ফ্লু ভাইরাসের যে স্ট্রেনে আক্রান্ত হয়েছিল, সেটি ছিল অভিযোজিত স্ট্রেন। যে স্ট্রেন আগের স্ট্রেনগুলির তুলনায় মানুষকে সংক্রামিত করতে অনেক বেশি সক্ষম। তবে, কম্বোডিয়ার ক্ষেত্রে ভাইরাসটি মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়নি তা নিশ্চিত করা গিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য সতর্ক করেছেন যে, কম্বোডিয়ার এই ঘটনা ভাইরাসটির সম্ভাব্য মিউটেশনের প্রমাণ দিয়েছে।বার্ড ফ্লু ভাইরাসে মানুষের মৃত্যুর হার প্রায় ৫০ শতাংশ। সাধারণত, মানুষের মধ্যে বার্ড ফ্লু সংক্রমণ বিরল। এখনও পর্যন্ত সারা বিশ্বে মাত্র ৮৭০টি ক্ষেত্রে মানুষের দেহে বার্ড ফ্লু ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে। তবে, একবার যদি এটি মানুষের দেহের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নিতে পারে, কোভিড-১৯-এর মতো আরও একবার থমকে যেতে পারে গোটা বিশ্ব। মানুষের চোখ, নাক, মুখে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভাইরাস প্রবেশ করলে মানুষ শ্বাসযন্ত্রের গুরুতর অসুস্থতায় ভুগতে পারে। আপাতত, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে চিনে জনসাধারণকে ভেজা বাজার এবং খামারগুলিতে যাওয়া এড়িয়ে চলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বছরের শুরুতেই বার্ড ফ্লু নিয়ে সতর্ক করেছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। তারা সাফ জানিয়েছিল, এখনও পর্যন্ত বার্ড ফ্লু-এর ভাইরাস পাখির দেহেই পাওয়া গেলেও, শিগগিরই এই ভাইরাস বিবর্তিত হয়ে, করোনাভাইরাসের মতো মানুষ থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ার মতো জায়গায় পৌঁছে যেতে পারে। আর সেই ক্ষেত্রে আরও এক বিশ্ব জোড়া মহামারি দেখা যেতে পারে। সেই আশঙ্কাই সত্যি হওয়ার উপক্রম হয়েছে। চিনে এক পুরুষ এবং এক মহিলার দেহে বার্ড ফ্লু ধরা পড়েছে। তবে দুই আক্রান্তের মধ্যে ৮০০ মাইলেরও বেশি ব্যবধান রয়েছে, তাই এখনই মানুষ খেকে মানুষে ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ছে, এটা বলার মতো অবস্থা তৈরি হয়নি। তবে, পাখি থেকে মানুষের দেহে ছড়িয়ে পড়ার মতো জায়গায় যে পৌঁছে গিয়েছে ভাইরাসটি, সেই কথা বলাই বাহুল্য।

বি সি রায় হাসপাতালে ফের মৃত্যু ৬ মাসের শিশুর

কলকাতা, ৪ মার্চ (হি. স.) : গোটা রাজ্যজুড়ে প্রতিদিন একের পর এক শিশুর মৃত্যুর ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। শনিবার বি সি রায় হাসপাতাল থেকে ফের এক ৬ মাসের শিশুর মৃত্যুর খবর সামনে এল।

হাসপাতাল সূ খবর, মৃত শিশুটির বয়স ছ'মাস। সে কল্যাণীর বাসিন্দা। গত কয়েকদিন ধরেই জ্বর, সর্দি, কাশি নিয়ে ভুগছিল। এরপর কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় শিশুটিকে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি বি সি রায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এরপর এদিন ভোর চারটে নাগাদ মৃত্যু হয় শিশুটির।

লাগাতার শিশুমৃত্যু রুখতে সর্বক্ষণ খোলা রাখা কন্টোল রুম। একটি ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখা হেল্পলাইন নম্বরও চালু করা হয়েছে। টোল ফ্রি নম্বরটি হল ১৮০০-৩১৩-৪৪৪-২২২। সাধারণ মানুষরা এই হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে এই সংক্রান্ত উদ্বেগের কথা জানাতে পারবেন এবং হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজন কি না, তাও জানাতে পারবেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ভাজা মাছও হতে পারে হার্ট আট্যাক

আমরা বাঙালি জাতি মাছ অনেক পছন্দ করি। নিজের অজান্তেই আমরা ভাজা মাছ খেয়ে আমাদের শরীরকে বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছি।তবে বাঙালি হিসাবে মাছ না খেলে নয়। তাই কী মাছ কতটা খাবেন তার উপরেই নির্ভর করছে আপনার শরীরের ভাল মন্দ।বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, সপ্তাহে একাধিক বার বা ঘন ঘন ভাজা মাছ খেলে হৃদযন্ত্র বিকল হওয়ার আশঙ্কা থাকে ৪৫-৪৮ শতাংশমাঝেমধ্যে খেলে স্টকের আশঙ্কা বাড়ে ৪৪ শতাংশ।

উচ্চতাপে তেল ফেটে রাসায়নিক তৈরি হয়।ব্যবহার করা তেল দিয়ে ভাজলে আরও বিপদ। বনস্পতি দিয়ে ভাজলে তো কথাই নেই। এতে কোলেস্টরেল বাড়ে আরও বেশি পরিমানে।

তাহলে কি মাছ খাওয়া বন্ধঃ না মাছ খাওয়া বন্ধ নয় তবে ভাজা মাছ খাওয়া বন্ধ। তবে আমরা মাছকে গ্রিল, আগুনে সেকে খেতে পারি।

সপ্তাহ পাঁচেক এভাবে খেলে বিপদের আশঙ্কা ৩০ শতাংশ কমে যাবে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন।ভাজা মাছ খেতে হলে অল্প করে তেল দিয়ে খেতে পারেন। তবে সাবধান ডুব তেলে ভাজবেন না।তাহলে বিপদ নিকটে চলে আসবে। মাছের পুষ্টিগুণ বজায় রাখতে হলে মাছ ভাজা বাদ দিতে হবে। বিশেষ করে সামুদ্রিক মাছ সঠিক ভাবে রান্না করে খেলে সুগার, কোলেস্ট্রেল, ওজন, রক্তচাপ, সবকিছু ঠিক থাকে। হার্টআট্যাক ও স্টকের ঝুঁকি অনেক কমে যায়।

৪৯ হাজার মহিলার উপর গবেষণার উপর "আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন" এর "হাইপারটেনশন" নামের জার্নালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, যে সমস্ত মহিলারা সপ্তাহে কিংবা মাসে অন্তত একবার মাছ খান, তাদের তুলনায় যারা খান না তারা ৫০ শতাংশ হৃদ রোগ হওয়ার আশঙ্কা বেশি।সুতরাং কোন ভাবেই খাদ্য তালিকা থেকে মাছ বাদ দেওয়া যাবে না।

কোন মাছ কতখানি, কিভাবে: মাছ থেকে এ চাহিদা পূরণ করতে চাইলে দেখে নিন "আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন" এর গাইড লাইন কী বলছে। "ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ" এর বিজ্ঞানীদের মতে, সারা দিনে যত ক্যালোরি খাওয়া হয়, তার অন্তত দু'শতাংশ আসা উচিত ওমেগা থ্রি থেকে।

মোটামুটি হিসাবে দিনে ৪ গ্রামের মতো। হৃদরোগ ঠেকাতে খান কালচে রঙের মাছ। যেমন, স্যামন, ম্যাকারেল, ব্লু ফিশ। রুই-কাতলা, মৃগেলেও উপকার আছে।তবে খুব পাকা বা দীর্ঘ দিনের বরফ দেওয়া চালানি মাছ হলে সে মাছ এড়িয়ে চলুন। হার্টের সুরক্ষার খাতিরে সপ্তাহে অন্তত দু'-তিন বার ৩.৫ আউন্সের মতো তৈলাক্ত মাছ খান।কোন ক্রমেই ভাজা মাছ খাবেন না। তবে অসুখ বিশুখ না থাকলে মাঝেমধ্যে ভাজা মাছ খেতে পারেন।কিভাবে মাছ রান্না করছেন সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ব্রয়েল অথবা মাছ গ্রিল করে খেতে পারেন। ইসকিমিয়া, হার্ট অ্যাটাক বা হৃদ রোগ থেকে বাঁচতে ভাজা মাছ এড়িয়ে চলুন।

শরীর দুর্বল লাগছে,ভিটামিন ট্যাবলেটেই ভরসা ?

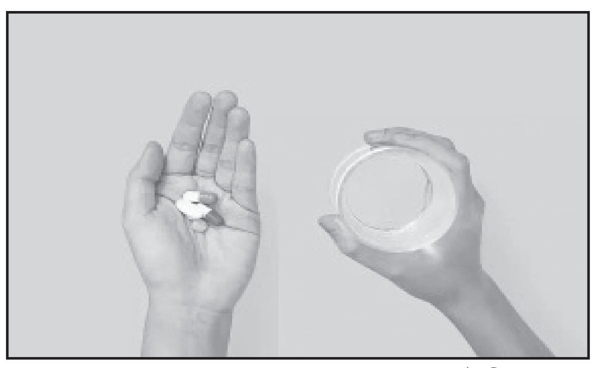

শরীর দুর্বল লাগছে, একটা ভিটামিন ট্যাবলেট লিখে দেবেন? প্রায়ই ডাক্তারের কাছে বায়না করেন অনেকে। অনেক সময় আবার নিজেরাই ওষুধের দোকান থেকে সরাসরি কিনে দু'-একটা ট্যাবলেট খেয়ে নেন। পরিণতি? ফ্যাট দ্রবীভূত ভিটামিনের আধিক্যে শরীরে নানা সমস্যা হয়। শুধু বড়রাই নন, সমস্যা হয় শিশুদেরও।

ভিটামিন ট্যাবলেট খাওয়ালে শিশুর মোটা হওয়ার ধাত বাড়ে, হার্টের উপর চাপ সৃষ্টি হয়।

ভিটামিন ট্যাবলেট খেলেই সুস্থ থাকা যায়, এটা আদতে একটা ভ্রান্ত ধারণা। প্রয়োজনীয় ভিটামিন দৈনন্দিন খাবারের মধ্য দিয়ে শরীরে পৌঁছলে তবেই উপকার মেলে।আর, ভিটামিনের সব উত রয়েছে বাঙালির প্রতিদিনের খাবারেই। সে কথায় আসার আগে একটু জেনে নেওয়া যাক ভিটামিন কী এবং ওষুধের চেয়ে খাবার কেন উপকারী!

ভিটামিন কী?

ভিটামিন এক রকমের অরগানিক যৌগ, যার স্বল্প পরিমাণই মানবদেহের সাধারণ মেটাবলিজম অব্যাহত রাখে। দৈনন্দিন খাদ্যদ্রব্য ও সূর্যরশ্মি থেকে আমরা এই যৌগ পাই। ভিটামিন সাধারণত দু'রকমের। ফ্যাটে দ্রবণীয় ভিটামিন: এই ভিটামিন মানবদেহের ফ্যাট টিস্যুর মধ্যে বা লিভারেও থাকতে পারে। ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে হল ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন। জলে দ্রবণীয় ভিটামিন: এই ভিটামিন মানবদেহে জমা থাকে না। এগুলি প্রস্রাবের মাধ্যমে দেহের বাইরে নির্গত হয়ে যায়। যেমন- ভিটামিন বি এবং সি।

ট্যাবলেট না খাবার- কোনটা ভাল?

প্রস্রাবের সঙ্গে দেহের বাইরে নির্গত হয়ে যায় বলে ভিটামিন বি এবং সি-এর অতিরিক্ত মাত্রা তেমন সমস্যা সৃষ্টি করে না। কিন্তু ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে ফ্যাট সলিউবল হওয়ায় এর আধিক্যে বিভিন্ন সমস্যা দেখা যায়। যেমন,

প্রচুর বমি হওয়া (ভিটামিন ডি-এর আধিক্য) অসহ্য মাথা যন্ত্রণা (ভিটামিন এ-এর আধিক্য)

ডিহাইড্রেশন অর্থাতশরীরে জলের পরিমাণ কমে যাওয়া (ভিটামিন ডি-এর আধিক্য)

রক্ত জমাট বাঁধা (ভিটামিন কে-এর আধিক্য)

শরীরে ভিটামিনের মাত্রা:

ব্যক্তিবিশেষে ভিটামিনের চাহিদা আলাদা হয়। সেটা মাথায় রেখে প্রাকৃতিক উৎস থেকেই ভিটামিন গ্রহণ করা উচিত। তবে, যাঁদের সেই সুযোগ কম থাকে, তাঁদের ক্ষেত্রে চিকিতকের পরামর্শ নিয়ে ভিটামিন ট্যাবলেট কিংবা টনিক ব্যবহার করা উচিত। যদিও কোনও কিছুরই বেশি ব্যবহার শরীরের পক্ষে ভাল নয়- সেদিকে যেন খেয়াল থাকে!

ভিটামিনের ধরন, উত এবং অভাবে অসুখ:

ভিটামিন এ:

ফ্যাট সলিউবল। কাজ দৃষ্টিশক্তি ভাল রাখা। উত- লিভার, কর্ড লিভার অয়েল, গাজর, ব্রকোলি, রাঙা আলু, মাখন, চিজ, কুমড়ো, ডিম, দুধ। অসুখ- ভিটামিন A-র অভাবে রাত কানা রোগ, ক্যারাটো ম্যালেশিয়া এবং ড্রাই কর্নিয়া হয়।

ভিটামিন বি:

ওয়াটার সলিউবল। ভিটামিন বি সাধারণত বি১, বি২, বি৩, বি৬, বি৯ এবং বি১২- এই কটি ভাগে বিভক্ত। যা নার্ভ ঠিক রাখে ও রক্ত উতাদনে সহায়তা করে। উত- মাছ (টুনা, স্যালমন), মুরগি, গরু, কলা, ব্রকোলি, দুধ, দই, বিনস, বাদাম, হোল গ্রেইন মাশরুম, সূর্যমুখী দানা, শাকপাতা, গাজর।

অসুখ- ভিটামিন বি-র অভাবে মূলত বেরি বেরি রোগ, স্নায়ুর অসুখ, অ্যানিমিয়া এবং হার্টের সমস্যা হতে পারে।

ভিটামিন সি: জলে দ্রবণীয়। মানবদেহের দাঁত ও রক্তে কাজে লাগে। লেবু, সবুজ শাক-সবজি, গোলমরিচ, ব্রকোলি, বেরি, টক জাতীয় ফল, টমেটো, শুঁটি জাতীয় সবজি। অসুখ- এর অভাবে অ্যানিমিয়া ও দাঁতে স্কার্ভি রোগ হয়।

ভিটামিন ডি:

ফ্যাট সলিউবল। মানবদেহের হাড় তৈরিতে সাহায্য করে। উত- তৈলাক্ত মাছ, ডিম, গরুর যকৃত মাশরুম, দুধ, কর্ড লিভার তেল, মার্জারিন, কমলালেবু। এছাড়া ভিটামিন ডি-র মূল উত হল সূর্যরশ্মি। অসুখ- এর অভাবে বাচ্চাদের রিকেট রোগ হয়। এছাড়া প্রেগন্যান্সির সময় হবু মা অস্টিও ম্যালেশিয়া বা হাড় ভঙ্গুর হওয়ার রোগে ভোগেন।

ভিটামিন ই:

ফ্যাটে দ্রবণীয়। রক্ত তৈরিতে কাজে লাগে।

উৎস- আমন্ড, দুধ, ডিম, অ্যাভোগাডো, বাদাম, সবুজ শাকপাতা, গম, ভেজিটেবিল অয়েল।

অসুখ- এর অভাবে সদ্যোজাত শিশুদের হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হতে পারে।

ভিটামিন কে:

ফ্যাট সলিউবল। রক্তে এটি বিশেষ কার্যকর ভূমিকা নেয়।

উৎস - সবুজ শাক-সবজি, অ্যাভোগাডো, পার্সলে পাতা।

অসুখ- এর অভাবে ব্লিডিং ডাইথেসিস হতে পারে।

চোখ বাঁচিয়ে কীভাবে দোল খেলবেন?

দোল দোরগোড়ায়। রঙের উৎসবে মেতে উঠবে ছোট থেকে বড় সকলে। কিন্তু নিজের খেয়াল রাখবেন তো? দোলের সময় এমন অনেক দুর্ঘটনা ঘটে যায়, যা আমরা কেউ ভাবতে পারিনা। তাই রঙের উৎসব সতর্কতার সঙ্গে পালন করা উচিত। সাধারণত দোলের সময় আমরা ত্বক ও চুল নিয়ে বেশি সচেতন হই। কিন্তু দোলের মরশুমে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমাদের চোখ।

প্রথমত, বসন্তের আবহে রোগের ঝুঁকি বাড়ে। তার মধ্যে চোখের সংক্রমণও রয়েছে। তার উপর দোলে রং খেলার জন্যও চোখের নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়।

রঙের গুণগত মান খারাপ হওয়ার কারণে ত্বক ও চোখের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। দোল খেলতে খেলতে অনেক সময় চোখের মধ্যে রং ঢুকে যায়। অনেক সময় কপালে বা মাথায় আবির দেওয়ার সময় রঙের গুঁড়ো চোখের পাতায় এসে পড়ে। আবার রং মাখতে মাখতে মনের ভুলে চোখে হাত দিয়ে দেন অনেকে। প্রাথমিক অবস্থায় চোখে জ্বালাভাব দেখা দেয়। ওই সময় ভুলেও চোখ রগরানোর চেষ্টা করবেন না। এখান থেকেই চোখে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। বরং, দোল খেলার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

রং খেলার সময় সানগ্লাস ব্যবহার করুন। যাঁদের চোখের সমস্যা বা পাওয়ার রয়েছে, তাঁরা অবশ্যই চশমা পরুন। চোখকে রঙের হাত থেকে বাঁচাতে এই প্রাথমিক কাজটা আপনাকে করতেই হবে। চশমা ব্যবহার করলে আপনি সহজেই চোখকে রঙের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন।

জল রঙের চেয়ে শুকনো রং, আবির চোখের জন্য বেশি ক্ষতিকর। তাই রং বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। যেহেতু এখন বেশিরভাগ রঙে ভেজাল মেশানো থাকে, তাই রং কেনার সময় যাচাই করে নিন। অর্গানিক রং ব্যবহার করুন। এতে চোখের পাশাপাশি আপনি ত্বকেও ক্ষতিকারক রঙের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন।

জল ভরা বেলুন ছোঁড়ার সময় সতর্ক থাকুন। কারও মুখের দিকে তাক করে বেলুন ছুঁড়বেন না। এই ধরনের কর্মকাণ্ডে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। একইভাবে, কাউকে পিছন থেকে রং মাখাবেন না। এতে চোখের মধ্যে রং ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

দোল খেলতে খেলতে চোখের মধ্যে রং ঢুকে গেলে ভয় পাবেন না। ভুলেও রং হাতে চোখ রগরাবেন না। প্রথমে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিন। তারপর পরিষ্কার জল দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলুন। প্রয়োজনে তুলোর বল জলে ভিজিয়ে তারপর চোখ পরিষ্কার করে নিন। তাতেও যদি চোখের জ্বালাভাব কিংবা অস্বস্তি না কমে, তাহলে দ্রুত চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ত্বকের সমস্যা রসুনের তেলেই জব্দ হবে সব শত্রু

ভারতীয় রান্নায় বিভিন্ন মশলা ব্যবহার করা হয়। আর এই মশলার গুণেই আমাদের রান্না খেতে এত ভাল হয়। এছাড়াও ভারতীয় রান্নার কদর রয়েছে দেশজুড়ে। প্রতিটি খাবারেরই আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। রসুনও এমনই একটি মশলা, যা স্বাদে গন্ধে যেমন অতুলনীয় তেমনই রোগ সারাতেও সাহায্য করে। সেই সঙ্গে ঔষধি গুণের জন্যই রসুন স্বাস্থ্যের সমস্যা দূর করে। যে কারণে গরম তেলের মধ্যে রসুন ফোড়ন ব্যবহার করা হয়। সামান্য মাখনের মধ্যে একটু রসুন নেড়ে নিলে তার স্বাদও অপূর্ব থাকে। এছাড়াও মাছ, মাংসের মশলা হিসেবেও রসুন ব্যবহার করা হয়। রসুন তো খানই তবে রসুনের তেলও কিন্তু খুব উপকারী। ডায়েটেশিয়ান শিখী আগরওয়াল তাই দিলেন বিশেষ টিপস। রসুনের তেলের মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিপ্যারাসাইটিক এবং অ্যান্টিফাঙ্গাল বৈশিষ্ট্য যা ত্বক, চুলের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। রসুনের মধ্যে অ্যান্টিফাঙ্গাল বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ক্যান্ডিডা, ম্যালাসেজিয়া এবং ডার্মাটোফাইটের মতো চর্মরোগের চিকিৎসায় সাহায্য করে। দিনের মধ্যে একবার এই তেল বুলিয়ে দিলেই চলবে। রসুনের মধ্যে থাকে অ্যালাইন। যা শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। যে কারণে ঠান্ডা লাগলে প্রতিকার হিসেবে খুবই ভাল হল রসুন। আর তাই স্নানের আগে ভাল করে তেল মালিশ করে স্নানের জলে কয়েক ফোঁটা রসুন তেল ফেলে দিন। এতে ঠান্ডা সহজেই প্রতিরোধ করতে পারবেন। কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড, রক্তচাপ কমাতেও কিন্তু ভূমিকা রয়েছে এই রসুন তেলের। সেই সঙ্গে হৃতিণ্ডকেও ঠিক রাখে। যাদের কোলেস্টেরলের সমস্যা রয়েছে তারা যদি নিয়মিত ভাবে রসুন তেল খান তাহলে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে। দাঁতের ব্যথা কমাতেও কিন্তু কার্যকরী হল এই রসুন তেল। রসুনের মধ্যে থাকা অ্যালিসিন যৌগ দাঁতের ব্যথা কমিয়ে দিতেও সাহায্য করে। সেই সঙ্গে দাঁতের ক্ষয় রোধ করে। এই তেল তুলোয় ভিজিয়ে দাঁতের গোড়ায় দিয়ে রাখলে উপকার পাবেন। তবে রসুনের তেল বাইরে থেকে না কিনে তা কিন্তু বানিয়ে নিতে পারেন বাড়িতেই। রসুন থেঁতো করে নিন। এবার প্যানে অলিভ অয়েল দিয়ে তার মধ্যে রসুন কুচি ফেলে ভেজে নিতে হবে। এবার মাঝারি আঁচে মিশ্রণটি ৫ মিনিটের জন্য গরম করুন। এবার প্যান নামিয়ে একটি এয়ার টাইট কন্টেনারে রসুনের তেলটি ভরে রাখুন। এভাবেই তৈরি করে নিন রসুনের তেল। ব্রকোলি, ফুলকপি, মটরশুঁটি সিদ্ধর মধ্যে মিশিয়ে নিতে পারেন রসুনের তেল। তবে এই তেল প্রতিদিন খেলে ৫ মিলি-এর বেশি খাওয়া কিন্তু ঠিক নয়।

শুধু জল নয়, অরক্ষিত এই সম্পর্ক থেকেও হতে পারে জন্ডিস

জন্ডিস আসলে কী? জন্ডিস প্রচলিত অর্থে কোনও রোগ নয়। জন্ডিস মানে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে যাওয়া। বিভিন্ন কারণে রক্তে বিলিরুবিন বাড়তে পারে। সংক্রমণের কারণে বাড়তে পারে। শরীরে অন্য কোনও সমস্যার থেকে বাড়তে পারে।

কিন্তু মূল কথা হচ্ছে, লিভার যতটা বিলিরুবিন তৈরি করছে ততটা শরীর থেকে বের না হলে রক্তে তার মাত্রা বেড়ে যায়।

তখন বিলিরুবিন শরীরের অন্য কোষগুলির মধ্যে জমতে থাকে। এর ফলে গায়ের রং হলুদ হয়ে যায়। চোখের সাদা অংশটি দেখতে হলুদ লাগতে থাকে। প্রস্রাবের রং হলুদ হতে পারে। তখন রক্ত পরীক্ষা করা হলে দেখা যাবে বিলিরুবিনের মাত্রা বেশি। এই অবস্থাকেই আমরা জন্ডিস বলি।

খাবার অথবা জলের মাধ্যমে জন্ডিস হতে পারে? জন্ডিসকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। জন্ডিস খাবার থেকে হয় না, তবে জল থেকে হয়। অর্থাৎ জলবাহিত রোগ জন্ডিস। জল থেকে যে জন্ডিস ছড়ায় তা ভাইরাস বাহিত। জল থেকে যে জন্ডিস হয় তা মূলত দুই ধরনের - হেপাটাইটিস এ এবং হেপাটাইটিস ই।

এ ছাড়া আরও এক ধরনের জন্ডিস হয় যেটা রক্তের মাধ্যমে ছড়ায়। অসুরক্ষিত যৌন সংসর্গ, দূষিত রক্ত থেকে হতে পারে এই জন্ডিস। এই ধরনের জন্ডিসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হেপাটাইটিস বি। এ ছাড়া হেপাটাইটিস সি এবং হেপাটাইটিস ডি রয়েছে। আরও এক ধরনের জন্ডিস আছে যা নবজাতকদের হয়। তবে, এই জন্ডিস সংক্রামক নয়। শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার কারণে এই জন্ডিস হয়।

কোন ধরনের জন্ডিস বেশি দেখা যায়? হেপাটাইটিস এ হলো কমন জন্ডিস। তবে, হেপাটাইটিস বি-ও এখন অনেক দেখা যায়। সাধারণ মানুষ কীভাবে বুঝবেন কেউ জন্ডিসে আক্রান্ত কি না? শরীরে প্রথমে কিছু উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যেমন খিদে না হওয়া। বমি বমি ভাব। বমি হওয়া। এর সঙ্গে জ্বর থাকতে পারে। গায়ের রং হলুদ হয়ে যাবে। চোখের সাদা অংশ হলুদ দেখতে লাগবে। প্রস্রাব হলুদ হতে পারে। যদি জল বাহিত জন্ডিস হয় তাহলে দেখা যাবে একই এলাকায় বেশ কয়েকজন এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

চিকিতা কী রয়েছে?

জন্ডিসের টিকা আছে। হেপাটাইটিস এ এবং হেপাটাইটিস বি'র টিকা আছে। হেপাটাইটিস বি'র জন্মের সময় প্রতিটি শিশুকে দেওয়া হয়। বড়রাও টিকা নিতে পারেন। বিশেষ করে যাঁরা স্বাস্থ্যকর্মী, যাঁদের ক্ষেত্রে সুচ ফুটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাঁদের অবশ্যই হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন নিতে হবে। হেপাটাইটিস এ'র ভ্যাকসিনও পাওয়া যায়।

টিকা রয়েছে কিন্তু চিকিৎসার যদি প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে?

হেপাটাইটিস এ'র ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা জরুরি। জল ফুটিয়ে খেতে হবে। খাবার আগে, পরে এবং শৌচাগারে যাওয়ার আগে ও পরে হাত ধুয়ে নিতে হবে। বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করতে হবে। জন্ডিসের কোনও ওষুধ হয় না। শরীরকে সময় দিতে হবে, যাতে নিজের থেকেই রোগটি সারিয়ে তুলতে পারে। ততদিন নিয়ম মেনে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে। যেমন, হালকা খাবার খেতে হবে। বেশি পরিমাণে জল খেতে হবে। বিশ্রামে থাকতে হবে। যদি প্রয়োজন দেখা দেয়, চিকিতক মনে করলে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তিও রাখতে পারেন। হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি, হেপাটাইটিস ডি জন্ডিস ওলের মাধ্যমে ছড়ায় না। অসুরক্ষিত যৌন সংসর্গ বা রক্তের মাধ্যমে ছড়ায়। এ ক্ষেত্রে রক্ত পরীক্ষা করা হয়। রক্তের মাধ্যমে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে। সেফ সেক্স যেমন এইচআইভি প্রতিরোধ করে, তেমনই হেপাটাইটিস বি এবং হেপাটাইটিস সি-ও ঠেকায়।

জন্ডিসে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কাদের?

যে কোনও মানুষ-ই আক্রান্ত হতে পারেন। কিন্তু আক্রান্ত হলে বেশি অসুস্থ হওয়া কিংবা মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে এক বছরের কম বয়সের শিশুদের, খুব বয়স্কদের এবং গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে।

হেপাটাইটিস বি এবং হেপাটাইটিস সি সংক্রমণ থেকে পরবর্তীকালে ক্যান্সার হতে পারে। লিভারের ক্রনিক অসুখও হতে পারে। তার ফলে মৃত্যু হতে পারে। হেপাটাইটিস এ এবং হেপাটাইটিস ই-র সংক্রমণেও মৃত্যুর আশঙ্কা থেকে যায়। কোনও কোনও মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে। তাদের ক্ষেত্রে গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে জন্ডিস।

বেশি হৃতস্পন স্ট্রোক ছাড়াও অনেক বিপদের কারণ হতে পারে

অ্যাট্রায়াল ফিব্রিলেশন, এটি একটি অনিয়মিত হৃতস্পনজনিত রোগের নাম। এর ফলে স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায় কয়েকগুণ। তবে নতুন গবেষণায় দেখা গেছে, শুধু স্ট্রোক নয় বরং হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেইলিওর, কিডনি রোগ এবং হঠাতমৃত্যুর পেছনেও এর ভুমিকা রয়েছে।

ব্রিটেনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রি প্রার্থী আয়োডেলে ওদুতায়ো বলেন, 'বিশেষ করে এর ফলে হার্ট ফিইলিওর বা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে সবচেয়ে বেশি হারে।' এই রোগের প্রধান লক্ষণ হলো, হৃতিণ্ডের ওপরের চেম্বারের কম্পন অনিয়মিত হয়ে পড়া। গবেষকরা অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন এবং হৃদরোগ, কিডনি রোগ বা মৃত্যুর ওপর পরিচালিত ১০৪টি গবেষণার পর্যালোচনা করেছেন। ওই গবেষণায় অংশগ্রহণ করেন ৯ মিলিয়ন লোক। গবেষকরা দেখতে পান, এই সমস্যার ফলে যেকোনো কারণে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৬ শতাংশ । হৃদরোগে মৃত্যুর ঝুঁকি ৬১শতাংশ। হঠাৎ হৃতিণ্ডঘটিত মৃত্যুর ঝুঁকি ৮৮ শতাংশ । আর দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগে মৃত্যুর ঝুঁকি ৬৪ শতাংশ । এই সমস্যায় আক্রান্তদের মধ্যে স্ট্রোকের ঝুঁকিও সাধারণদের তুলনায় দুই থেকে তিনগুণ বেশি। এ ছাড়া এ সমস্যায় আক্রান্তদের ৯০ শতাংশেরই উচ্চরক্তচাপ থাকে।

শরীরের একটি বিশেষ বিন্দুতে একটুকরো বরফ রাখলেই দূর হবে জটিল রোগ

সুস্থ শরীরে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে কে না চায়? তার জন্য ভাল খাওয়া-দাওয়া, নিয়মিত শরীরচর্চা, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস প্রভৃতির প্রয়োজন তো রয়েছেই। কিন্তু আরও সহজতর উপায়ও রয়েছে শারীরিক সুস্থতা অর্জনের ক্ষেত্রে। ডাক্তারি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, মাথার ঠিক নীচে আর কাঁধের একটু উপরের,

অংশে যদি কিছুক্ষণ ধরে রাখা যায় একটি বরফের টুকরো, তা হলেই মিলবে হাজারো শারীরিক ও মানসিক সমস্যা থেকে মুক্তি।

মাথার খুলি আর ঘাড়ের মাঝামাঝি গলার পেছনের এই অংশটিকে বলা হয় "ফেং ফু"। শরীরের এই অংশটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেশার পয়েন্ট বলে চিহ্নিত। এই অংশে যদি প্রতিদিন কিছুক্ষণ করে একটি বরফের টুকরো ধরে রাখা যায় তাহলে শরীর একেবারে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। শরীরে নতুন কর্মক্ষমতা সঞ্চারিত হয়, মানসিক প্রশান্তিও অর্জিত হয়। এবার জেনে নিন, ঠিক কী করতে হবে? উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। তারপর একটি বরফের কিউব ওই ফেং ফু অংশে রেখে দিন কুড়ি মিনিট। বরফের টুকরোটি জায়গামতো রাখতে দরকার হলে ব্যবহার করুন একটি ব্যান্ডেজ জাতীয় কাপড়ের টুকরো। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে একবার এই কাজটি করুন, আর রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে একবার করুন। ব্যস তাহলেই সুফল পাবেন শরীরে। কিন্তু কী ধরনের প্রভাব পড়বে এতে শরীরে? জেনে নেওয়া যাক-. ঘুমের উন্নতি হয়। মানসিক প্রশান্তি আসে। পেট পরিস্কার থাকে। সর্দি থেকে মুক্তি মেলে। দাঁত ব্যথা ও মাথা ব্যথা কমে। ফুসফুস, হার্ট ও থাইরয়েডের স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

বাংলাদেশের চট্টগ্রামে অক্সিজেন প্ল্যান্টে বিস্ফোরণে ৬ জনের মৃত্যু

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ০৪।। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের কদমরসুল এলাকায় সীমা রি-রোলিং মিলের অক্সিজেন প্ল্যান্টে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বিস্ফোরণের এখন পর্যন্ত ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া দগ্ধ ১৭ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

শনিবার বিকাল ৫ টার দিকে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ সদস্যরা উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। চট্টগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের ফায়ার ফাইটার ফজলে রাব্বি এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শাহাদৎ হোসেন বলেন, এ ঘটনায় ছয় জন মারা গেছে। ১৭ জনকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

চট্টগ্রাম আগ্রাবাদ বিভাগীয় ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক আবদুল হামিদ মিয়া বলেন, 'সীতাকুন্ডে অক্সিজেন প্ল্যান্টে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এরপর সেখানে আগুন ধরেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আগ্রাবাদ, সীতাকুন্ড ও কুমিরা ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের আটটি ইউনিট কাজ করছে।

তবে আগুন কীভাবে লেগেছে, তা এখনও জানা যায়নি। তিনি বলেন, বিকাল ৪টা ৪০ মিনিটে অক্সিজেন প্ল্যান্টে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আগুন লেগে যায়। সন্ধ্যা ৬টার দিকে কুমিরা ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা সুলতান মাহমুদ জানান, এখন পর্যন্ত ছয় জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বিকালে বিকট শব্দে ওই অক্সিজেন প্ল্যান্টে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এরপর আগুন লেগে যায়।

এতে কয়েকজন অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। সন্ধ্যা ৬টায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির এসআই নুরুল আলম আশিক বলন, ছয় জনের লাশ এসে হাসপাতালে। তাদের লাশ মর্গে রাখা হয়েছে। দগ্ধ কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সীতাকুন্ড থানার ওসি তোফায়েল আহমেদ বলেন, অক্সিজেন প্ল্যান্টে বিস্ফোরণের খবর শুনে ঘটনাস্থলে এসেছি। উদ্ধারকাজ চলছে।

ঢাকা-দিল্লি আলোচনা: ডলার নয়, লেনদেন হবে টাকা-রুপিতে

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ০৪।। বাংলাদেশ ও ভারত নিজেদের মধ্যে লেনদেনের জন্য বিনিময় মুদ্রা হিসেবে ডলারকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করছে। গত ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ভারতের শহর বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত জি-২০ অর্থমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক গভর্নরদের বৈঠকের ফাঁকে এই আলোচনা হয়। সরকারের হিসেব অনুযায়ী প্রতি বছর বাংলাদেশি নাগরিকরা ভারতে চিকিৎসা, পর্যটন ও শিক্ষাখাতে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেন। একই সঙ্গে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ আমদানি যে ৩ দেশ থেকে করে তার মধ্যে ভারত অন্যতম। এই ২ দেশের মধ্যে লেনদেন হয় মার্কিন ডলারে এবং তারপরে তা রুপি বা টাকায় হিসাব করা হয়। এর ফলে উভয়পক্ষকেই বিনিময় হারে কিছু ছাড় দিতে হয়। যেমন একজন বাংলাদেশি ক্রেডিট কার্ডধারী ভারতে কেনাকাটা করলে রুপির পরিমাণ প্রথমে ডলারে এবং এরপর ডলার থেকে টাকায় রূপান্তরিত হয়। শুধুমাত্র একটি লেনদেনের জন্য ২ বার ডলার রূপান্তরের কারণে কার্ডধারীকে প্রকৃত রুপি-টাকার বিনিময় হারের চেয়ে বেশি অর্থ প্রদান করতে হয়। ভারত থেকে পণ্য ও পরিষেবা আমদানির ক্ষেত্রের একই হিসাব প্রযোজ্য হয়।

এর ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদার এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস এমন একটি ব্যবস্থার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন, যেখানে লেনদেনের ক্ষেত্রে ডলারে রূপান্তর করতে হবে না। ভারতে যাওয়া বাংলাদেশিদের কাছে একটি দ্বৈত মুদ্রা কার্ড থাকবে, যেখানে তারা ভ্রমণের আগে ভারতীয় রুপি যোগ করে নিতে পারবেন। একইভাবে কোনো ভারতীয় বাংলাদেশে ভ্রমণের সময় একইভাবে তাদের কার্ডে টাকা যোগ করে নিতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে বিনিময় হার হবে সরাসরি টাকা থেকে রুপি বা রুপি থেকে টাকায়। ভারতের সঙ্গে ব্যবসার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে দ্রুততম সময়ের মধ্যেই ব্যবসায়ীরা তাদের মধ্যে লেনদেন সম্পন্ন করতে পারবেন।

গত বুধবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের বৈঠকে এই বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। বৈঠকে আবদুর রউফ তালুকদার জানান, এই পদ্ধতি চালু করা গেছে ভারতকে যে পরিমাণ অর্থপ্রদান করতে হয়, তা আর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে দিতে হবে না এবং এর ফলে রিজার্ভের ওপর চাপও কমবে। তিনি বলেন, "রিজার্ভের ওপর চাপ অনেক কমেছে। ব্যবস্থা নেওয়ার কারণে আমদানি বিল কমেছে। এখন রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স যা আসছে তা দিয়েই আমদানি বিল মেটানো সম্ভব। তবে অন্যান্য খাত থেকেও ডলার আসা দরকার। সেক্ষেত্রে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের সঙ্গে এই ব্যবস্থা সাহায্য করতে পারে। শক্তিকান্ত দাস দ্বৈত মুদ্রার বিষয়ে আগ্রহী এবং ২ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই বিষয়ে করণীয় ঠিক করতে কাজ করবে। এটি প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হবে। ব্যবসায়ীদের এই পদ্ধতিতে বিল পরিশোধের জন্য আরও অপেক্ষা করতে হবে। কারণ এর জন্য এই পদ্ধতিতে বেসরকারি ব্যাংকগুলোকেও যুক্ত করতে হবে। গভর্নর শিগগির বিষয়টি নিয়ে ব্যাংকগুলোর সঙ্গে আলোচনা করবেন।

মুর্শিদাবাদের ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে ড্রাম ভর্তি বোমা উদ্ধার

বহরমপুর, ৪ মার্চ (হি.স.) : মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানার ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে পরিত্যক্ত জায়গা থেকে ড্রাম ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার হল। শুক্রবার রাতের এই বোমা উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।ঘটনাস্থলে পুলিশ ও বোম্ব ডিস্পোজাল স্কোয়ার্ড পৌঁছে যায়।এলাকায় চাঞ্চল্য এড়াতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

জানা গিয়েছে, স্থানীয়রা নদীর ধারে বোমাগুলি দেখতে পান। তারপর তাঁরা পুলিশে খবর দেয়। বড়ঞা থানার পুলিশ জানিয়েছে, কে বা কারা কি উদ্যেশ্যে বোমা মজুত করেছিল ইতিমধ্যে তাঁরা তার তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

উল্লেক্ষ্য, শুক্রবার সকালে মুর্শিদাবাদ থানার ডাঙ্গাপাড়ায় হাসানপুর রাজেশ্বরী বিদ্যাপীঠে সকালে একাধিক সকেট বোমার সন্ধান মেলে। স্কুলের সাফাইকর্মীরা ঝাঁট দেওয়ার সময় ছাদে এবং ফুলের বাগানে ওই বোমাগুলি দেখতে পান।পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে একেরপর এক বমা উদ্ধারের ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন স্থানীয়রা। তবে শনিবার সকাল পর্যন্ত কারও গেফতারের খবর নেই।

আজ দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি সম্মানিত করবেন মধ্যপ্রদেশের জলসখী অনিতা চৌধুরিকে

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ (হি.স.) : শনিবার নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু স্বচ্ছ জল শক্তি সম্মান-২০২৩ সম্মানিত করবেন ছিন্দওয়ারার গড়মাউ-এর অনিতা চৌধুরী। তিনি জল সংরক্ষণ এবং এর সঠিক ব্যবহারের বার্তা দিয়ে মহিলাদের সচেতন করছেন। জলজীবন মিশনে অনুকরণীয় পারফরম্যান্স এবং অসামান্য অবদানের জন্য অনিতাকে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।

তিনি মধ্যপ্রদেশের একমাত্র মহিলা যিনি এই সম্মান পাবেন। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান স্বচ্ছ জল শক্তি সম্মান-২০২৩-এর জন্য জল সখী অনিতা চৌধুরীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। গ্রামে গোষ্ঠী জল সরবরাহ প্রকল্পের সূচনা থেকেই অনিতা চৌধুরী গ্রামের জল ও স্যানিটেশন অ্যাডহক কমিটির সদস্য। অনিতা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যও। জল সখী হিসাবেও কাজ করার সময় তিনি রাজস্ব সংগ্রহের চ্যালেঞ্জিং কাজটি খুব ভালভাবে সম্পাদন করেছিলেন এবং গ্রামে ১০০ শতাংশ জল কর আদায় অর্জন করেছিলেন। তিনি গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে কল সংযোগের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তার প্রচেষ্টায় গড়মাউ গ্রামকে প্রতিটি ঘরে ঘরে জলের গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

বিধিভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত অ্যামাজন পে ইন্ডিয়া, বড়সড় জরিমানা করল আরবিআই

মুম্বই, ৪ মার্চ (হি.স.): অ্যামাজন পে ইন্ডিয়া লিমিটেডকে ৩ কোটি ৬ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা জরিমানা করেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। প্রিপেড পেমেন্ট ও কেওয়াইসি সম্পর্কিত বিধিভঙ্গের জন এই জরিমানা করেছে আরবিআই। শীর্ষ ব্যাঙ্কের জারি করা এক নোটিশে বলা হয়েছে, অ্যামাজন পে-র বক্তব্যে অসঙ্গতি রয়েছে।

বেশ কিছু দিন ধরে প্রিপেড লেনদেন ও কেওয়াইসি উপভোক্তাদের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে নানা অনিয়ম লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। একটি প্রেস রিলিজে আরবিআই জানিয়েছে, এই পদক্ষেপটি নিয়ন্ত্রক সম্মতির ঘাটতিগুলির উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদে গাছ কাটার সময় ডাল পড়ে জখম ৫ ব্যক্তি

মুর্শিদাবাদ, ৪ মার্চ (হি. স.) : মুর্শিদাবাদের ডোমকলের শিবনগর এলাকায় গাছ কাটার সময় সেই গাছের ডাল পড়ে জখম হলেন ৫ জন ব্যক্তি। আহতদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। শনিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জখম ব্যক্তিদের নাম যথাক্রমে জলিল মণ্ডল, রেজাউল শেখ, মহিদুল মণ্ডল, আরমান হোসেন মণ্ডল ও জালাল মণ্ডল। জখমদের বাড়ি শিবনগর ও বাণীপুর এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয়রা জানান, এদিন সকালে ডোমকলের শিবনগর ঈদগাহ ময়দানের বড় কৃষ্ণচূড়া গাছ কাটা চলছিল। গাছের একাংশ কাটার পর হঠাৎ বিশাল ওই কৃষ্ণচূড়া গাছের একাংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। জখম হন ৫ জন। গাছটি আগেই বিক্রির জন্য নিলাম হয়েছিল। যিনি নিলামের মাধ্যমে গাছটি কিনেছিলেন তিনি লোকজন নিয়ে শনিবার সেটি কাটতে এসেছিলেন। আহতদের উদ্ধার করে এদিন তড়িঘড়ি ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা পাঁচজনকে স্থানান্তর করার পরামর্শ দেন। এরপর জখমদের নিয়ে যাওয়া হয় বহরমপুর মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ইতিমধ্যে হাসপাতালে পৌঁছেছে পুলিশ।

জনভাগীদারিতে যুবশক্তির কাছ থেকে অনেক আশা রয়েছে : অনুরাগ সিং ঠাকুর

রোপার, ৪ মার্চ (হি.স.): কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর পঞ্জাবের রোপার থেকে যুব উৎসব-ইন্ডিয়া @২০৪৭-এর সূচনা করেছেন। তিনি ইভেন্ট চলাকালীন যুব উৎসবের ড্যাশবোর্ডও চালু করেছেন। নিজের ভাষণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেন, প্রথম পর্যায়ে ৩১ মার্চ পর্যন্ত যুব শক্তিকে উন্নীত করার জন্য সমগ্র দেশে ১৫০টি জেলায় যুব উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। প্রথম পর্বে জেলার স্কুল-কলেজে কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, দেশ যখন আজাদি কা অমৃত মহাৎসব উদযাপন করছে, এটা গর্বের বিষয় যে পঞ্জাব থেকে যুব উৎসব শুরু হয়েছে যা স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যাপক অবদান রেখেছে। তিনি দেশের যুবসমাজকে দেশের উন্নয়ন, ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধকে উচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য অবদান রাখার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ভারত গণতন্ত্রের জননী এবং সবচেয়ে বড় যুবশক্তি রয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, জনভাগীদারিতে যুবশক্তির কাছে অনেক আশা রয়েছে। তিনি তরুণদের দেশ গঠনে কাজ করতে আহ্বান জানান।

অর্ধ দগ্ধ ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করল পুলিশ

কলকাতা, ৪ মার্চ (হি.স.) : শিয়ালদহ বজবজ শাখার নুঙ্গি স্টেশনের রেললাইনের পাশ থেকে অর্ধ দগ্ধ এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করল পুলিশ। বছর ৩৮ এর ওই ব্যক্তির নাম পল্টু মন্ডল। পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে বাঙুর হাসপাতালে ভর্তি করেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, স্থানীয়রা সকালে হাঁটতে গিয়ে ঐ ব্যক্তিকে রেললাইনের পাশে দগ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। পল্টু পুলিশকে জানিয়েছেন, তিনি নিউ আলিপুরের বাসিন্দা। সে আর তার মা একটি বাড়িতে থাকে। তাঁর বন্ধুরা ওই বাড়িটিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। এই ঘটনায় তাঁর শরীর পুড়ে গিয়ছে। পুলিশ তাঁর কাছে ঘটনার বিশদে ব্যক্ষা চাইলে সে যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে পারে না।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, পল্টু পরে তাঁর বয়ান বদল করে বলে, সে নিউ আলিপুর স্টেশন থেকে এক পণ্যবাহী ট্রেনের মাথায় চেপে বজবজের দিকে আসছিল, নুঙ্গি স্টেশনের কাছাকাছি ট্রেনের বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে এসে যায়, ফলে তার গায়ে থাকা পোশাকে আগুন লেগে যায়। তখন সে ট্রেনের উপর থেকে নিচে লাফ দেয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান পল্টু মাদকাসক্ত। তাঁর দেওয়া দ্বিতীয় বয়ানেও যথেষ্ট অসঙ্গতি রয়েছে বলে পুলিশ মনে করছে। পাশাপাশি হাই ভোল্টেজ বিদ্যুতের সংস্পর্শে এলে ওই ব্যক্তির ঘটনাস্থলেই মৃত্যু নিশ্চিত ছিল। ঘটনার সত্যতা সন্ধানে নেমেছে মহেশতলা থানার তদন্তকারী আধিকারিকরা।

আড়াই মাসেও পোস্টমোর্টেম রিপোর্ট মেলেনি, পাথারকান্দির দুই মৃতের পরিবারের পক্ষে জেলাশাসকের দ্বারস্থ এমএসএফ

পাথারকান্দি (অসম), ৪ মার্চ (হি.স.) : সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল গত প্রায় আড়াইমাস আগে। এত দিনে পোস্টমোর্টেমের রিপোর্ট পায়নি পাথারকান্দির দুই মৃত ব্যক্তির পরিবার। বিষয়টি নিয়ে অবশেষে জেলাশাসককে নালিশ জানিয়েছে ছাত্র সংগঠন মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশন (এমএসএফ)।

ফেডারেশনের বরাকভ্যালি জোনের ইনচার্জ বদরুল হকের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল করিমগঞ্জের জেলাশাসক মৃদুলকুমার যাদবের সাথে দেখা করে তাঁর হাতে একটি স্মারকপত্র তুলে দেয়। স্মারকপত্রে তাঁরা এ ঘটনায় করিমগঞ্জ জেলা অসামরিক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তীব্র সমালোচনা করে লিখেছেন, গত ২০২২ সালে ১৯ ডিসেম্বর অসম-ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক লাগোয়া পাথারকান্দি স্টেট ব্যাংকের সামনে ঈদগাহ সংলগ্ন স্থানে অটো রিকশা ও বলেরোর সংঘর্ষে সমীর আলি (৩২) এবং মহম্মদ ইয়াইয়া (২৮) নামের দুই যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হয়ে করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে উভয়ের মৃত্যু হয়।

পরে সরকারি নিয়মানুযায়ী তাদের মৃতদেহ মর্গে পাঠিয়ে ময়না তদন্ত করা হয়। ময়না তদন্ত শেষে দুজনের মৃতদেহ তাদের পরিবারের হাতে সমঝে দেয় পুলিশ। কিন্তু আজ পর্যন্ত মৃতের দুই পরিবারের হাতে ময়না তদন্তের রিপোর্ট না আসায় তাঁরা নানা অসুবিধার মুখে পড়েছেন। বিষয়টি তদন্তক্রমে মৃতদের পরিবারকে আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাইয়ে দিতে এমএসএফ-এর কর্মকর্তারা জেলাশাসকের কাছে দাবি জানান।

জেলাশাসককে প্রদত্ত স্মারকপত্রে সংগঠনের পক্ষ থেকে অন্যান্যদের মধ্যে স্বাক্ষর করেন পাথারকান্দি ব্লক কমিটির সভাপতি জয়নাল উদ্দিন, আব্দুল হালিম, সুয়েল আহমেদ, সামাদ উদ্দিন প্রমুখ।

ভর্তির প্রয়োজন নেই, অনুব্রতর স্বাস্থ্যপরীক্ষার পর জানালেন চিকিৎসকেরা

আসানসোল, ৪ মার্চ (হি. স.) : ভর্তির প্রয়োজন নেই অনুব্রতর মন্ডলের। শনিবার আসানসোল জেলা হাসপাতালে স্বাস্থ্যপরীক্ষার পর এমনটাই জানালেন চিকিৎসকেরা। পরীক্ষার পরে জানা যায়, তার বর্তমান ওজন ৯৫ কেজি। এতদিন ধরে ওজন কমছিল। এবার গত ২ সপ্তাহে ১ কেজি ওজন বাড়ল অনুব্রত মণ্ডলের। শনিবার কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার থেকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় গোরুপাচার মামলায় জেলবন্দি তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে। শুক্রবার আদালত শুনানি চলকালীন বিচারককে তিনি ফিসচুলার সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন। বিচারক পর্যাপ্ত চিকিৎসার আশ্বাস দেওয়ার পরই এদিন হাসপাতালে আনা হয় কেষ্টকে। জেলা হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষার পরে জানা যায়, তার বর্তমান ওজন ৯৫ কেজি। এর আগে গত ২০ ফেব্রুয়ারি শেষবার যখন আসানসোল জেলা হাসপাতালে আনা হয়েছিল, তখন অনুব্রতর ওজন ছিল ৯৪ কেজি। ২০২২ সালের ২০ নভেম্বর যখন জেলা হাসপাতালে অনুব্রতর শারীরিক পরীক্ষা করা হয়েছিল শেষবার তখন তাঁর ওজন ১০০ কেজি ছিল। গত নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিন মাসে তার ওজন কমেছিল ৯ কেজি। এদিন জেলা হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগ লাগোয়া অবজারভেশন ওয়ার্ডে কেষ্ট মণ্ডলের শারীরিক পরীক্ষা করার সময় উপস্থিত ছিলেন ইমার্জেন্সি বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ সঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়, সার্জেন ডাঃ মহঃ আহমেদ ও ফিজিশিয়ান ডাঃ অমিয়সিন্ধু দাস। সকাল পৌনে এগারোটা থেকে প্রায় ৩০ মিনিট ধরে অনুব্রতর শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। সোয়া এগারোটা নাগাদ পরীক্ষা শেষে পুলিশের গাড়িতে জেলা হাসপাতাল থেকে আবার জেলে নিয়ে যাওয়া অনুব্রতকে। পরীক্ষা শেষে সুপার ডাঃ নিখিল চন্দ্র দাস বলেন, 'চিকিৎসকেরা সবকিছু পরীক্ষা করেছেন। বড় কোনও সমস্যা পাওয়া যায়নি যারজন্য ভর্তি করা যেতে পারে। শুক্রবার ফিসচুলা ফেটে যাওয়ায় কিছু শারীরিক সমস্যা হয়েছিল। বাকি সব ঠিক আছে।' সুপার আরও বলেন, 'অনুব্রত মন্ডলের ওজন বর্তমানে ৯৫ কেজি, ব্লাড প্রেশার-১০৬/৮০, সুগার-১৩৬, অক্সিজেন স্যাচুরেশন-৯৬ ও পালস-৮২।'

উজ্জয়িনীর মন্দিরে পূজার্চনা অনুষ্কা ও বিরাটের, আধ্যাত্মিকতায় মন জনপ্রিয় দম্পতির

উজ্জয়িনী, ৪ মার্চ (হি.স.): আধ্যাত্মিকতায় মন বলিউড অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মা ও ভারতীয় ক্রিকেট তারকা বিরাট কোহলির। বছর শুরু করেছিলেন বৃন্দাবনে নিম কারোলি বাবার আশ্রমে প্রার্থনা করে। আর শনিবার উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে দেখা গেল দম্পতিকে। মহাদেবের উপাসনার রত হলেন দুই তারকা।

অনুষ্কা শর্মার পরনে ছিল হালকা গোলাপি রঙা শাড়ি। চোখেমুখে রূপটান প্রায় নেই বললেই চলে। বিরাটের পরনে ছিল ধুতি ও গলায় জড়ানো উত্তরীয়।

ক্যান্সার-মুক্ত জো বাইডেন, আপাতত চিকিৎসার আর প্রয়োজন নেই

ওয়াশিংটন, ৪ মার্চ (হি.স.): ত্বকের ক্যান্সারে ভুগছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বুকে ত্বকের উপর সেই ক্যান্সার বিশেষ অস্ত্রপোচারের মাধ্যমে বাদ দেওয়া গিয়েছে। আমেরিকার সময় অনুযায়ী শুক্রবার এই তথ্য দিয়েছেন হোয়াইট হাউসের চিকিৎসক কেভিন ও'কনর। বাইডেনের আপাতত আর কোনওরকম চিকিৎসার প্রয়োজন নেই বলেও জানিয়েছেন তিনি।ত্বকের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ফেব্রুয়ারিতে অস্ত্রোপচারের পর তিনি এখন সুস্থ। হোয়াইট হাউসের ফিজিশিয়ান কেভিন ওকনার জানান, ফেব্রুয়ারি মাসেই অস্ত্রোপচার হয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের। তাঁর বুকের চামড়ার একটি অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। ওই অংশে বাসা বেঁধেছিল বাসাল সেল কার্সিনোমা, যা একধরনের ত্বকের ক্যানসার। অস্ত্রোপচার করে ওই অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে। বাইডেনের আর কোনও চিকিৎসার প্রয়োজন নেই বলেও জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। হোয়াইট হাউসের তরফে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ত্বকে ক্যানসার ধরা পড়তেই অস্ত্রোপচার করা হয়। সমস্ত ক্যানসারাস টিস্যু বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে অস্ত্রোপচারের ক্ষতস্থান সম্পূর্ণ সেরে গিয়েছে।

অসমে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরিদের বিভিন্ন দাবি পূরণের ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীর

পাথারকান্দি (অসম), ৪ মার্চ (হি.স.) : অসমে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরিদের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন দাবি—দাওয়া পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এই জনগোষ্ঠীর দাবি-দাওয়া নিয়ে আগামী ক্যাবিনেট বৈঠকে আলোচনা করারও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। এ খবরে রাজ্যের বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি জনগোষ্ঠীয় জনতার মধ্যে খুশির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। দুদিন আগে পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরিদের বিভিন্ন দাবি সম্পর্কিত এক চিঠি দিয়েছিলেন। ওই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী বিধায়ককে আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছেন, আগামী ক্যাবিনেট বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেবেন। এই খবর পেয়ে খুশি ব্যক্ত করেছেন বিষ্ণুপ্রিয়া জনগোষ্ঠীয় জনগণ।

পাথারকান্দি বিজেপির নেতারা জানান, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি বৃহৎ জনগোষ্ঠীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিধায়কের হাত দিয়ে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। তাঁরা বলেন, বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল প্রদত্ত চিঠিতে একটি বানানে কিছুটা বিভ্রাট রয়েছে। প্রেরিত চিঠিতে মুদ্রণ বিভ্রাটের ফলে 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি'র জায়গায় 'বিষ্ণুপুড়িয়া মনিপুরি' বলে লেখা হয়ে গেছে। পরে অবশ্য বানান শুদ্ধ করে চিঠিটি ফের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়েছে। তাই এ ব্যাপারে সবধরনের বিভ্রান্তি থেকে সকলকে দূরে থাকার অনুরোধ জানান তাঁরা।

ভারত -বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য বাড়াতে কাজ করবে বিজিএমইএ এবং টেক্সপ্রসিল

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ০৪।। বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশের সরকারের মধ্যে সহযোগিতা এবং উভয় দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগের মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, বিশেষ করে তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল খাতে বানিজ্যের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান। তিনি বলেছেন, ভারতে মধ্যবিত্ত জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে, যে কারণে ভারত বাংলাদেশের পোশাক রফতানির জন্য একটি সম্ভাবনাময় বাজার হয়ে উঠেছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখেছি যে ভারতের বাজারে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি হয়েছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারতীয় তুলা, ম্যান-মেইড ফাইবার ডাইস, জামিকেলস এবং অন্যান্য কাঁচামালের জন্য একটি প্রতিশ্রুতিশীল বাজার। তিনি আরও বলেন, এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পোশাক এবং টেক্সটাইল একে অপরের পরিপূরক এবং দেশ দুটি পারস্পরিক সুবিধা পেতে পারে। শনিবার ঢাকায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে কটন টেক্সটাইলস এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিলের (টেক্সপ্রসিল) একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।

টেক্সপ্রসিল-এর চেয়ারম্যান সুনীল পাটোয়ারির নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে আরও বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ নিয়ে আলোচনা করতে বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসানের সঙ্গে দেখা করেন। বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএ স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ট্রেড ফেয়ারের চেয়াম্যান কামাল উদ্দিন বিজিএমইএ স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ব্যাশ ইনসেনটিভ এর চেয়ারম্যান হুমায়ূন কবির সেলিম, টেক্সপ্রসিল-এর নির্বাহী পরিচালক ড় সিদ্ধার্থ রাজাগোপাল ও যুগ্ম পরিচালক মুরালী বালকৃষণ। বৈঠকে বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান বাংলাদেশ ও ভারতের পোশাক ও টেক্সটাইল রপ্তানিকারকদের মধ্যে পারস্পরিক চাহিদা পুরণের সুযোগ অন্বেষণের জন্য ব্যবসায়িক যোগাযোগ আরও বাড়ানো ও সহজ করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতাগুলো অপসারণ এবং পরিবহনের অতিরিক্ত চাহিদা মোকাবিলায় স্থলবন্দরে পর্যাপ্ত অবকাঠামো তৈরি ও পরিবহন সুবিধা বাড়ানোর জন্য সরকারদের প্রতি অনুরোধ জানান। ফারুক হাসান বাংলাদেশের বেনাপোল, ভোমরা, সোনামসজিদ ও বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে পোশাক রফতানিকারকদের আংশিক চালানে ভারত থেকে সুতা আমদানির অনুমতি দেওয়ায় বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানান। উল্লেখ্য যে, এর আগে পোশাক রফতানিকারকরা বন্ডেড ওয়্যারহাউজের সুবিধার আওতায় বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে সুতা আমদানি করতে পারলেও তাদের আংশিক চালানের অনুমতি ছিল না। বৈঠকে বিজিএমইএ এবং টেক্সপ্রসিল বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আরও ব্যবসার পথ প্রশস্ত করার জন্য একসাথে কাজ করার বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করে।

আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত

কলকাতা, ৪ মার্চ (হি. স.) : মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় পৃথক ঘটনায় বিএসএফ কর্মীরা ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় অভিযানের সময় ১ লক্ষ ৪ হাজার ৯২ টাকা মূল্যের ৫০৭ বোতল নিষিদ্ধ ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করেছে।

শনিবার বিএসএফের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার প্রথম ঘটনাটি ঘটে বিএসএফের সীমান্ত ফাঁড়ি নদীকানা এলাকায়।প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিএসএফ সদস্যরা এলাকাটি ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান চালায়। তল্লাশির সময়, জওয়ানরা ঘটনাস্থল থেকে ৪০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে। অন্যান্য ঘটনায়, জওয়ানরা তেঁতুলবেড়িয়া সীমান্ত চৌকির চরমুরাশি সীমান্ত চৌকিতে এলাকা থেকে মোট ১০৭ বোতল ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করেছে।

বাম কংগ্রেস

● **প্রথম পাতার পর**

কথা বলেন। তখন বিধায়ক শান্তি বজায় রাখার পক্ষে এক লিখিত ডেপুটেশন তুলে দেন নর্দান ডিআইজির হাতে। সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎকারে ডিআইজি নর্দান রেঞ্জ বলেন এলাকায় রাজনৈতিক সন্ত্রাস বন্ধ করে শান্তিবজায় রাখতে জেলার পুলিশ প্রশাসন সক্রিয় রয়েছে। যারা অশান্তি ছাড়ানোর সাথে যুক্ত তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

যুক্তি তর্কের ঝড়

● **প্রথম পাতার পর**

বিজেপির জন্য সবচেয়ে কঠিন সময়েও প্রতীমা ভৌমিক দলের সঙ্গেই থেকেছেন। বাম দুর্গ ভাঙার জন্য পুরষ্কার পাওয়ার উপযুক্ত প্রতীমার। যদি এই সময় দল তাঁকে পুরস্কার না দেয় তাহলে দলের কর্মী সমর্থকদের কাছে ভুল বার্তা যাবে।

বিজেপির একজন শীর্ষ কর্মকর্তা স্বীকার করেছেন যে দলের বিধায়কদের একটি সিংহ ভাগ পরিষদীয় দলের সভার দিনে প্রতীমা ভৌমিককে তাদের সমর্থন দিতে পারে। এদিকে, ডাঃ সাহাও উপেক্ষা করার মতো ব্যক্তি নন। দল যখন তাকে দলের রাজ্য শাখার প্রধান নিযুক্ত করেছিল, তখন ডাঃ সাহা ভালো কাজ করেছিলেন। এমনকি রাজ্যসভায়, তিনি দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দৃষ্টি টানতে ব্যর্থ হননি যা অবশেষে তাকে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্জন করেছিল। তাঁর ছয় মাসেরও বেশি সময় একটি ঝাঁঝালো যাত্রার চেয়ে কম ছিল না। ডিএ এবং সামাজিক পেনশন বৃদ্ধি, ডেন্টাল কলেজ স্থাপন এবং আরও কয়েকটি বিষয় গুরুত্ব পয়েছে। কিন্তু, এর মানে এই নয় যে একজন ভালো প্রশাসক সবসময় একজন ভালো রাজনীতিবিদ তৈরি করে। সূত্র জানায়, দলের ভেতরে নতুন করে কোন্দলের ঢেউ সামলাতে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই সমস্যাগুলির সমাধান করতে রাজ্যে এসেছেন। রাম প্রসাদ পলের নাটকীয় আবেগঘন বিস্ফোরণ বিজেপি বিধায়ক দলের সভার পরে যেখানে ডঃ মানিক সাহাকে বিপ্লব কুমার দেবের উত্তরসূরি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল তা এখনও মানুষের মনে তাজা। কোনো মূল্যে এমন বিব্রতকর পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঘটানো উচিত নয়। এখন, শ্রী শর্মা এমন পরিস্থিতির সাথে মোকাবিলা করছেন যা কেবলমাত্র আগামী কয়েক দিনের মধ্যে রাজনীতির উদ্ঘাটন হিসাবে পরিচিত হতে পারে, নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে বিজেপির একটি শীর্ষ সূত্র এই তথ্য জানিয়েছে।

রামপ্রসাদ

● **প্রথম পাতার পর**

প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। তাঁর কথায়, রাজনীতি অনেকটাই জোয়ার-ভাটার মতোই। তাতে, উত্থান এবং পতন উভয় থাকবে। তাঁর দাবি, সরকারের কাজের ভিত্তিতে মানুষ ভোট দেন। চাওয়া-পাওয়া মিলিয়েই মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে থাকেন। ফলে, ভোটের হার বেড়ে যায়, আবার কখনো তা কমে যাওয়াও অস্বাভাবিক কিছুই নয়। তিনি জোর গলায় বলেন, গত পাঁচ বছরে বিজেপি সরকার মানুষের কল্যাণে প্রচুর কাজ করেছে। তবুও হয়তো কিছু মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। টঅঈ, আগামী পাঁচ বছর ঘাটতি কোথায় হয়েছে খুঁজে বের করে তা পূরণ করা হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

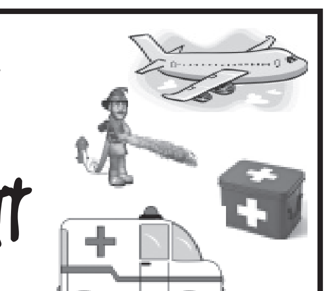

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করল পুলিশ প্রশাসন

● **প্রথম পাতার পর**

মেনে নিতে পারছেন না ফলে বিজেপি কর্মীদের উপর প্রতিনিয়ত আক্রমণ চালাচ্ছে তাঁরা।এদিকে, ফুলবাড়িকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গতকাল রাতে দুষ্কৃতীদের আক্রমণে গুরুতর আহত দুই বিজেপি কর্মী। উল্লেখ্য ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পুনরায় বিজেপি সরকার গড়তে চলেছে। তারই সুবাদে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেন বিজেপি দলের কর্মী সমর্থকরা। সংবাদে প্রকাশ গতকাল রাতে ফুলবাড়িকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা সুফান মিয়ার বাড়িতে বাজি পটকা ফাটিয়া আনন্দ উপভোগ করতে গিয়েছিলেন। অভিযোগ তখনোই একদল দুষ্কৃতীরা এসে মারপিট চালায়। তাতে সোফান মিয়া এবং উনার ভাই অলি মিয়ার উপরে হামলা চালায় এবং তাতে তারা গুরুতরভাবে আহত হয়। অলি মিয়া এবং সুফান মিয়া আহত হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে এলাকার জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এব্যাপারে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে স্থানীয়রা খবর পাঠায় কৈলাশহর থানায় ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কৈলাশহর থানার পুলিশ। সেখানে গিয়ে গুরুতর আহত দুই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কৈলাসহর উনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে আহতরা জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নাশকতার আগুনে পুড়ল বিজেপি পৃষ্ঠা প্রমুখের গো-শালা। দুষ্কৃতীরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় গো শালাটি। ঘটনা শুক্রবার রাতে উদয়পুর মহকুমার রাধাকিশোরপুর থানাধীন উদয়পুর পৌর পরিষদ এলাকার ভদ্রপাড়া এলাকায়। ভদ্রপাড়া এলাকার বাসিন্দা প্রসেনজিৎ সরকার- বাড়িতে গৃহপালিত পশু, গরু এবং ছাগল প্রতিপালন করে সংসার পরিচালনা করতেন। নিতান্তই গরিব পরিবারের একমাত্র উপার্জনের উৎসস্থল ছিল এই গৃহপালিত পশুগুলি। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর শুক্রবার রাতে দুষ্কৃতীরা গবাদি পশুর থাকা ঘরটিতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এতে ১১ টি ছাগল, দুটি গরু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে দীর্ঘ সময় পর দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। যদিও ততক্ষণে ঘর সহ গবাদি পশু গুলো আগুনে পুরে যায়। এদিকে শনিবার সকালে এই ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যায় উদয়পুর পৌর পরিষদের পৌরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, বিজেপি রাধাকিশোরপুর মন্ডল সভাপতি প্রবীর দাস, মাতাবাড়ি মন্ডল সভাপতি মিন্টু চক্রবর্তী, মাতাবাড়ি বিধানসভার বিজয়ী প্রার্থী অভিষেক দেবরায় সহ ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকতা।অ্যনদিকে, শুক্রবার গভীর রাতে বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অধীন পাতারবাজারে এক সিপিআইএম কর্মীর মুদির দোকানে অগ্নি সংযোগ করে দুষ্কৃতীরা। তরা মার্চ সন্ধ্যা ৬ টা থেকে ৪ঠা মার্চ ভোর ৬টা পর্যন্ত পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় জারি করা হয় ১৪৪ নং ধারা। ১৪৪ নং ধারা বলবৎ থাকা অবস্থায় আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত পাতারবাজারের মানিক দাসের মুদির দোকান। এই ঘটনায় মুহূর্তে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে আসে বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। ঘটনাস্থলে দমকল বাহিনীর একটি ইঞ্জিনে আগুন আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়। ঘটনার সূত্রপাত রাত আনুমানিক ১২ টা নাগাদ। এই ঘটনা বিস্তারিত তুলে ধরেন ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিক মানিক দাস। এটি একটি পরিকল্পিত নাশকতা মূলক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বলে দাবি করেছেন দোকানের মালিক। অগ্নিসংযোগে দোকানটি পড়ে ছারখার হয়ে যাওয়ায় পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়েছে।। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী পরিবারকে পর্যাপ্ত পরিমাণ আর্থিক সাহায্য প্রদানের দাবি উঠেছে। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে একদিকে যেমন রাজনৈতিক হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু হয়েছে ঠিক তেমনি গুজব রটানোর কাজেও একটি গোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাতে মানুষের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ কায়েম হচ্ছে।। পুলিশ প্রশাসন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও অনেক ক্ষেত্রেই সাফল্য পাচ্ছে না। পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রশাসনকে আরো কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। গুজব ছড়ানো থেকে বিরত থাকার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে সকল স্তরের জনগণের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে।। গুজব ছড়ানো ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলেও হুশিয়ারি দিয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি মোকাবেলা করা কষ্ট কর হয়ে উঠেছে। কোথাও কোথাও গুজব ছড়িয়ে কতিপয় স্বার্থান্বেষীব্যক্তি কিছু কিছু এলাকায় শান্তি বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে। পুলিশ প্রশাসন সক্রিয়ভাবে গুজব রটনাকারীদের চিহ্নিত করছে। শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রশাসন সচেষ্ট। এধরণের অপপ্রয়াসকে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। জানান পশ্চিম জেলার পুলিশ আধিকারিক শান্তিপূর্ণ নির্বাচন ও ভোট গণনা শেষ হওয়ার পর রাজ্যে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে একটা অংশ শান্তির পরিবেশ বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে। কোথাও কোথাও গুজব ছড়িয়ে কতিপয় স্বার্থান্বেষীব্যক্তি কিছু কিছু এলাকায় শান্তি বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে। পুলিশ প্রশাসন সক্রিয়ভাবে গুজব রটনাকারীদের চিহ্নিত করছে। শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রশাসন সচেষ্ট। এধরণের অপপ্রয়াসকে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। কঠোরভাবে এর মোকাবিলা করতে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলে আরক্ষা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে জনসাধারণকে অনুরোধ জানানো হয়েছে কোনও ধরনের গুজবে কান না দিতে। জরুরী কোন প্রয়োজনে নিকটবর্তী পুলিশ স্টেশনে যোগাযোগ করার জন্য জনসাধারণের প্রতি রাজ্য প্রশাসন থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

উদয়পুর সংযোজন।। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের মিথ্যা কল করে হয়রানির পাশাপাশি পাহাড়ি বাঙালির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে একদল সমাজদ্রোহী মিথ্যা রটনা করে আন্টির পরিবেশকে অশান্তির পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহন করেছে। এই ধরনের কিছু মিথ্যা রটনার ফলে আঠারো ভোলা,খুপিলং,পূর্ব গকুলপুর সহ তেপানিয়া ধ্বজনগর এলাকার মানুষের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরী হয়েছে। রাত দশটার পর একটা রিউমার ছড়ায় পাহাড়ের এলাকায় বাঙালির উপর নির্যাতন শুরু হয়েছে বিভিন্ন এলাকায়। মিশ্র এলাকায় বসবাস কিআরী উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে উৎকণ্ঠা ও আতঙ্কের খবর পেয়েই গোমতী জেলা পুলিশ প্রশাসন তড়িঘড়ি মিশ্র বসতিযুক্ত এলাকায় পুলিশী টইলের ব্যবস্থার করা হয়। কিছু লোক হাতে লাঠি সোটা ও দা নিয়ে উদয়পুর গোমতি জেলা হাসপাতালের সামনে জড়ো হলে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, পুলিশ প্রশাসন ও সাধারন প্রশাসন সহ সাংবাদিকরা গিয়ে উল্লেখিত এলাকায় এই ধরনের কোন ঘটনার সত্যতা প্রমাণ পাওয়া যায়নি। পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে জনগনকে গুজবে কান না দেওয়ার আবেদন করেছেন।

বললেন মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

সিপাহীজলা জেলায় যাতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকে সেই লক্ষ্যে আজ সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এক সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. সন্দীপ আর রাঠোরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিজয়ী প্রার্থী সুশান্ত দেব, জেলার পুলিশ সুপার বি জে রেড্ডি, অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা জে ভি দোয়াতি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র চৌধুরী, বিশালগড় মহকুমার মহকুমা শাসক বিনয়ভূষণ দাস এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় জেলাশাসক রাজ্যের অন্যান্য অংশের মত সিপাহীজলা জেলায়ও যাতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকে তার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে সবার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জেলায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সর্বদলীয় বৈঠক শেষে অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা জে ভি দোয়াতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে সর্বদলীয় বৈঠকের আলোচ্য বিষয় সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র চৌধুরী, বিশালগড় মহকুমার মহকুমা শাসক বিনয়ভূষণ দাস ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া ও বিশালগড় মহকুমায় শান্তি, সম্পীতি ও সুস্থিতি রক্ষায় সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক এক আদেশে আজ সন্ধ্যা ৬টা থেকে আগামীকাল ৫ মার্চ, ২০২৩ সকাল ৬টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করেছেন। সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক আদেশে জানিয়েছেন সোনামুড়া ও বিশালগড় মহকুমায় কোন জায়গায় পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি লাঠি, স্টিক, লোহার রড, বাঁশ, পাথরের টুকরো অথবা অ' হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এমন কোন বস্তু সহ সমবেত হতে পারবেন না। স্বরবর্ধক যন্ত্র সহ বা যন্ত্র ছাড়া কোন প্রকার মিছিল, সভা, জমায়েত করা যাবে না। দুটি মোটর সাইকেল বা গাড়ি একসঙ্গে চলাচল করতে পারবেনা। জেলাশাসক আদেশে জানিয়েছেন নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত সিএপিএফ এবং পুলিশ কর্মী এবং তাদের গাড়ি এবং বৈধ অনুমতিপ্রাপ্ত সংবাদমাধ্যমের কর্মী, নির্বাচনের কাজে ব্যবহৃত গাড়ির চালক এবং সহকারি, সরকারি কর্মচারি অথবা পুলিশ/সিএপিএফ স্বশ' নিরাপত্তা কর্মী, পণ্য, সব্জি, মাছ, দুধ, ঔষধ বহনকারী গাড়ি, অ্যাম্বলেন্স ও রোগী বহনকারী গাড়ি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এবং পরীক্ষার কাজে নিযুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকা ও কর্মী, পরীক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের আসা যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত গাড়ি, পরিচয়পত্র সহ পরীক্ষার জন্য নিযুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য ব্যবহৃত মোটর সাইকেল চলাচলের ক্ষেত্রে ছাড় রয়েছে। জেলাশাসক জানিয়েছেন আদেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কৌস্তুভ ইস্যুতে সরব হয়েও কংগ্রেসকে খোঁচা শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ৪ মার্চ (হি.স.) : কংগ্রেস নেতা তথা আইনজীবী কৌস্তুভের গ্রেফতারির প্রতিবাদে সরব হয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তবে কৌস্তুভের গ্রেফতারির বিরুদ্ধে সরব হয়েও কংগ্রেসকে খোঁচা দিতে ছাড়েননি তিনি। প্রদেশ এবং এআইসিসি নেতৃত্ব বার বার কী ভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলকে 'সহযোগিতা করছেন', ফেসবুক পোস্টে সেই অভিযোগ তুলে ধরেছেন শুভেন্দু।কংগ্রেস নেতা, আইনজীবী কৌস্তুভ বাগচীকে গ্রেফতারের ঘটনায় রীতিমতো উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। ভোর রাতে বাড়িতে অভিযান চালিয়ে শনিবার সকালে কংগ্রেস নেতা, আইনজীবী কৌস্তুভ বাগচীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বড়তলা থানার পুলিশ ভোররাতে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দীর্ঘ তল্লাশি চালায়। এরপর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দেওয়া হলেও বিকেলে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। কংগ্রেস নেতার গ্রেফতারির প্রতিবাদে সরব হয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।শনিবার একটি ফেসবুক পোস্টে শুভেন্দু লিখেছেন, "কলকাতা হাই কোর্টের সুপরিচিত আইনজীবী ভ্রাতৃপ্রতিম কৌস্তুভ বাগচীর বাড়িতে মাঝরাতে মমতার পুলিশের হানা দেওয়া ও বেআইনি গ্রেফতারির তীব্র নিন্দা জানাই।" তিনি আরও লিখেছেন, "কৌস্তুভ অবশ্যই এই স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এক প্রতিবাদী কণ্ঠ, তার গ্রেফতারি হল পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী কণ্ঠকে দমন করার এক অপচেষ্টা।"

সেইসঙ্গে শুভেন্দুর ফেসবুক পোস্টের ছত্রে ছত্রে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন। শুভেন্দু লিখেছেন, "মেট্রো ডেয়ারির মালিকানাধীন সংস্থা কেভেন্টারের হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে মামলা লড়তে মহামান্য কলকাতা হাই কোর্টে আসেন কংগ্রেসের বরিষ্ঠ কেন্দ্রীয় নেতা পি চিদাম্বরম।" ২০১৮ সালে রাজ্যসভায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে কংগ্রেসের পাশাপাশি তৃণমূল বিধায়কদের সমর্থনে জয়ী হয়েছিলেন অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি। সেই প্রসঙ্গ টেনে বিরোধী দলনেতার আক্রমণ, "ডিএ মামলায় রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারের পক্ষে সওয়াল করছেন কংগ্রেসের সাংসদ-আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি।" তিনি আরও বলেন, "হয়তো কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতা অভিষেক মনু সিঙ্ঘভিকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভার সদস্য করতে তৃণমূল বিধায়কেরা যে সমর্থন করেছিলেন তার প্রতিদান দিচ্ছেন।"

অনুব্রত মণ্ডলের তিহাড় জেল যাওয়া আটকাতেও কংগ্রেসের এক প্রাক্তন নেতার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন শুভেন্দু। তাঁর পোস্টে লেখা হয়েছে, "কেষ্ট মণ্ডলের দিল্লি যাত্রা রুখতে ও জামিন করাতে মহামান্য দিল্লি হাইকোর্টে বুক চিতিয়ে লড়ছেন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতা কপিল সিব্বল।" সর্বশেষ শুভেন্দু ভবানীপুর উপনির্বাচন প্রসঙ্গ টেনে এনে খোঁচা দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বকে। তিনি লিখেছেন, "সর্বশেষে, আমার কাছে নন্দীগ্রামে ১৯৫৬ ভোটে হেরে মাননীয়া যখন ভবানীপুরে নির্বাচনে লড়তে গেলেন তখন কংগ্রেস সমর্থনসূচক ভাবে প্রতিনিধি নামাল না নির্বাচনে।" কংগ্রেস নেতাদের তৃণমূল তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'সখ্য' থাকার অভিযোগে সরব হয়ে শুভেন্দু আরও লিখেছেন, "কংগ্রেসের এই রকম সিদ্ধান্তহীনতার ফল কৌস্তুভের মতো ব্যক্তিদের ওঠাতে হচ্ছে।"কৌস্তুভের গ্রেফতারির প্রতিবাদ জানিয়ে শুভেন্দুর দাবি, "যদি কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা গ্রেফতারির কারণ হয় তবে আগে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে অবিলম্বে গ্রেফতার করা উচিত দেশের সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে বারংবার তুইতোকারি করে ব্যক্তিগত কুরুচিকর শব্দবন্ধ প্রয়োগ করার জন্য।"

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বেনুধর গোস্বামীর জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ : রাজ্যের প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বেনুধর গোস্বামী প্রয়াত হয়েছেন। শুক্রবার দুপুরে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর জীবনাবসান হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। ত্রিপুরায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নিরলস কর্মী হিসেবে পরিচিত বেনুধর গোস্বামী বহু আগেই কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন ত্রিপুরা ছেড়ে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই কন্যা সহ বহু আত্মীয়স্বজন ও গুণমুগ্ধদের রেখে গেছেন।

৮ মার্চ শপথ

● **প্রথম পাতার পর**

তিনি বলেন, এই সফরে মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ প্রশাসন ও স্বরাষ্ট্র প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বৈঠকের মাধ্যমে তিনি আইন লঙ্ঘনকারী ও রাজ্যজুড়েঅশান্তিসৃষ্টি ও শান্তিপূর্ণপরিবেশ দুষিত করা থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোর হুঁশিয়ারি দেন। অন্যথায়, রাজনৈতিক বর্ণ নির্বিশেষে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেছেন যে প্রথমবারের মতো সহিংসতা ছাড়াই এত সুন্দর নির্বাচন হওয়ার পরে রাজ্যে ইতিহাস লেখা হয়েছে। তিনি বিজেপি শিবিরের কার্যকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে যারা রাজ্য জুড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে তাদের উপর তীক্ষ্ণনজর রাখতে এবং দলের নেতাকর্মীদের এই ধরনের প্ররোচনা থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন কারণ জনগণ আমাদের উপর আবার বিশ্বাস ধরে রেখেছে এবং আরও কাজ করার সুযোগ দিয়েছে। তাদের তাই জনগণের পাশে দাঁড়ানো এবং সাধারণ জনগণের সঙ্গে সুসম্পর্করাখার জন্য কর্মরতদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। আমরা সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্রে বিজয় মিছিল করব এবং তারিখটি এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি।

ইচাবাজারে

● **প্রথম পাতার পর**

নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন। কারণ তাঁদের বাড়ি আগরতলাস্থিত মিলন সংঘ এলাকায়। ফলে, পুলিশ ঘটনায় পূর্ণ তদন্ত করুক, চাইছেন তিনি।

ঘেরাও

● **প্রথম পাতার পর**

বিনা কারনে পুলিশ কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটাল তা নিয়ে প্রতীবাদ জানায়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

টালা ট্যাঙ্কের পাইপ ফেটে বিপত্তি, ব্যাহত জল সরবরাহ

কলকাতা, ৪ মার্চ (হি.স.) : টালা ট্যাঙ্কের পাইপ ভেঙে গিয়ে ব্যাহত হল কলকাতা পুরসভার একাধিক জায়গায় জল সরবরাহ। শনিবার সকাল ১০ টা ১৫ নাগাদ হঠাৎ টালা ট্যাংকের মূল যে পাইপ রয়েছে সেই পাইপে ফাটল দেখা যায় এবং তীব্র গতিতে জল বেরিয়ে আসতে শুরু করে। বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয় এলাকায়। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পাইপ মেরামতির কাজ শুরু করে পুরসভা। বিকেলের দিকে স্বাভাবিক হয় জল সরবরাহ।

শনিবার সকাল ১০ টা ১৫ নাগাদ আচমকা টালা পাম্পিং স্টেশন থেকে প্রায় ৪০ ফুট উঁচু থেকে জল উপচে পড়তে থাকে পার্শবর্তী রাস্তায়। বন্ধ হয়ে যায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জল সরবরাহ। ছুটে আসেন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা। বিষয়টি দেখার পরেই তড়িঘড়ি হাত দেওয়া হয় ভাল্ব মেরামতিতে। প্রায় সাড়ে তিনটে নাগাদ সম্ভব হয় মেরামতির কাজ সপন্ন হতে। তারপরেই শুরু হবে জল পরিষেবার কাজ।

পুরসভা সূত্রে খবর, শনিবার সকাল ১০ নাগাদ হঠাৎ টালা ট্যাঙ্কের নীচে লোহার বাইপাস লাইনে জয়েন্টের একাংশ ভেঙে যায়। পুরসভা সূত্রে খবর, পাইপ পুরোনো হয়ে যাওয়ায় জলের বেগ সামলাতে না পেরে ভেঙে পড়ে। যার জেরে হুহু করে জল বেরোতে থাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় মেরামতির কাজ।কলকাতা পুরসভার ১ নম্বর ও ২ নম্বর বরোর একাধিক ওয়ার্ডে বন্ধ করে দেওয়া হয় জল সরবরাহ। পুরসভা সূত্রে খবর, পাইপ পুরোনো হয়ে যাওয়ায় জলের বেগ সামলাতে না পেরে ভেঙে পড়ে। মেরামতির সময় ওই পাইপ বদল করে দেওয়া হয়েছে। বিকেলের দিকে স্বাভাবিক হয় জল সরবরাহ।

ডোমকলে রান্নাঘরের উনুন থেকে ভয়াবহ আগুন, চারটি ঘর পুড়ে ছাই

ডোমকল, ৪ মার্চ (হি. স.): মুর্শিদাবাদের ডোমকলের বর্তনাবাদ এলাকায় রান্নাঘরের উনুন থেকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে চারটি ঘর পুড়ে গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার বিকেলে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রান্নার সময় গাফিলতির কারণে আগুন লেগেছে। স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুস সামাদ বিশ্বাস জানান, ওই গৃহবধূ নওসাদ মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে খাবার রান্না করছিলেন। একইসঙ্গে অবহেলার কারণে পাটে আগুন ধরে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। আগুন লাগার পর বাড়ির মহিলাদের চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। তারা নলকূপ ও বাড়ির ট্যাঙ্কের পানি দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেও কাজ হয়নি। এদিকে ডোমকল থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এই অগ্নিকাণ্ডে মোট চারটি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দুটি বাড়ির ছাদ পড়ে গেছে। আগুনে নওসাদ মন্ডল, এজাদুল শেখ, আবদুস সালাম ও আলাউদ্দিন শেখের বাড়িসহ যাবতীয় মালামাল, নগদ টাকা, জমির কাগজপত্র, পরিচয়পত্র পুড়ে গেছে। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান তৃণমূলের ডোমকল ব্লক সহ-সভাপতি সালামতুল্লাহ শেখ। ক্ষতিগ্রস্তদের ব্যক্তিগতভাবে সাহায্যের আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। ঘটনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করে তৃণমূল নেতা বলেন, গ্যাসের দাম বৃদ্ধির কারণেই এমনটা হচ্ছে। দাম বাড়ায় গ্যাস সিলিন্ডার কিনতে পারছেন না সাধারণ মানুষ। পাট বা পাতা দিয়ে রান্না করতে গিয়ে এমন দুর্ঘটনা ঘটছে।

দেড় লাখ বাংলাদেশি মুদ্রাসহ ধরা পড়ে চোরাকারবারি

বারাসত, ৪ মার্চ (হি. স.): দেড় লাখ বাংলাদেশি মুদ্রাসহ এক পাচারকারীকে আটক করেছে বিএসএফ। ঘটনাটি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত সীমান্ত ফাঁড়ি আরশিকারির। ধৃত পাচারকারীর নাম মনছুর মোল্লা (৬৪)। তিনি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাসিন্দা।

শনিবার বিএসএফের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিথারি বাজার গ্রাম থেকে সাইকেল আরোহী এক ব্যক্তি খুব দ্রুত আরশিকারি গ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন। সন্দেহ হলে জওয়ানরা তাকে থামিয়ে তল্লাশি চালায়। চক্রটি তল্লাশি করে সিটের নিচে বাংলাদেশি মুদ্রার সাতটি রোল পাওয়া যায়। ব্যবস্থা নিয়ে জওয়ানরা পাচারকারী মনছুর মোল্লাকে হেফাজতে নেয়।জিজ্ঞাসাবাদে চোরাকারবারি জানায়, এই বাংলাদেশি মুদ্রা ভারত থেকে বাংলাদেশে পাঠানোর কথা থাকলেও তার আগেই বিএসএফ জওয়ানরা তাকে ধরে ফেলে।

'ঠিক হল না', কৌস্তুভের গ্রেফতারির বিরোধিতা কুণাল ঘোষের

কলকাতা, ৪ মার্চ (হি.স.) : পুলিশ দিয়ে আইনজীবী তথা প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র কৌস্তুভ বাগচীকে গ্রেফতার করা ঠিক হল না বলে মন্তব্য করলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। শনিবার সাত সকালে ব্যারাকপুরের বাড়ি থেকে কৌস্তুভকে গ্রেফতার করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যাকে আক্রমণ করার অভিযোগেই গ্রেফতার করা হয়েছে বলে দাবি করেন আইনজীবী। একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলাও রুজু হয়েছে। কৌস্তুভের গ্রেফতারির সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন একাধিক তৃণমূল নেতা। এরই মধ্যে তৃণমূলের মুখপাত্রের গলায় অন্য সুর! সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তাঁর আপত্তি কারণ জানালেন কুণাল ঘোষ।

তিনি ফেসবুকে লিখেছেন, "কৌস্তুভ বাগচীর গ্রেফতার সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত মতামত। ও অন্যায় করেছে। মাতৃসমা মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্কে ওই ধরনের চরম কুৎসা বরদাস্ত করা যায় না। আমাদের ছাত্র- যুবরা কৌস্তুভের অসভ্যতা বুঝে নিতে পারত। কিন্তু, পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার ঠিক হল না। এতে কৌস্তুভ প্রচার পাবে।'

তিনি আরও লেখেন, "বিরোধী শক্তির অশুভ অঁাতাত কুৎসিত রাজনীতির হাতিয়ার হবে। একাংশের মিডিয়ার পক্ষপাতদুষ্ট প্রচারের মুখ হবে। কিছু মানুষের সহানুভূতি পাবে।গ্রেফতারকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করবে তারা।"বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষের গ্রেফতার প্রসঙ্গেও উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেন কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, 'যেদিন পুলিশ সজলের বাড়ির দরজা ভেঙেছিল, আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। পরে প্রমাণিত হয়েছে আমার প্রতিবাদ সঠিক ছিল। লাভ হয়েছিল সজলের। মধ্য কলকাতায় একটি ওয়ার্ড জিতেছিল বিজেপি। সেদিন পুলিশি অভিযানের ধরন ছিল ভুল।'

কৌস্তুভের গ্রেফতারির বিরোধিতা করে কুণাল ঘোষ লিখেছেন, "এতে ওর এবং বিরোধীদের রাজনৈতিক লাভ হবে। কৌস্তুভ অন্যায় করেছে। ওর অপরিণত, অসৌজন্য কথা বলার প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু তার জবাব রাজনৈতিকভাবে আমাদের ছাত্রযুবরা দিতে পারত। পুলিশি অভিযান ঠিক হল না। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। সজলের দরজা ভাঙার ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত ছিল।'

শনিবার সকালে গ্রেফতার করা হয়েছে কংগ্রেস নেতা তথা আইনজীবী কৌস্তুভ বাগচীকে। তাঁর গ্রেফতারির পরেই সরগরম রাজ্য রাজনৈতিক মহল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন তিনি, এই দাবিতে সুর চড়িয়েছেন রাজ্য শাসক দলের নেতারা। যদিও পালটা সরব বিরোধীরা। কৌস্তুভের গ্রেফতারির পরেই বিরোধীরা দাবি করছেন, পুরো বিষয়টি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এরই মধ্যে দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের এই পোস্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

াঙ্গন

এমবিবি-তে আজ সংহতিকে হারানোর প্রয়াস জয়নগরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। প্রথম লীগে সংহতি এক উইকেটে রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছিল। ফিরতি লীগে দু”দল পুনরায় মুখোমুখি হচ্ছে আগামীকাল। পরিবর্তন শুধু একটাই। প্রথম লীগের খেলা হয়েছিল মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে, আর আগামীকাল জেসিসি ও সংহতি পরস্পরের মুখোমুখি হবে এমবিবি স্টেডিয়ামে। কোথায় ভুল হয়েছিল সেটা খুঁজে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব শুধরে নিয়ে আগামীকাল জয় পেতে চাইছে। অপরদিকে সংহতিরও ইচ্ছে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে। গত বুধবারে প্রথম লীগের শেষ দিনে সংহতি এক উইকেটে জেসিসি-কে পরাজিত করেছিল। টস জিতে জেসিসি প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ৩৯.৪ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১৭৭ রান সংগ্রহ করেছিল।

দলের পক্ষে তুষার সাহা সর্বাধিক ৫৪ রান পায়। সংহতির অমিত আলী চারটি এবং স্বরাব সাহানি তিনটি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে সংহতি ৩৭.৩ ওভার খেলে নয় উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে নিরুপম সেন চৌধুরীর ৭৪ রান এবং সঞ্জয় মজুমদারের ৪১ রান দলকে জয় এনে দেয়। জেসিসি-র প্রিন্স মৌর্য ১৭ রানে চারটি উইকেট পেয়েছিল। প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব এসেছিল নিরুপম সেন চৌধুরীর হাতে।

নরসিংগড়ের পুলিশ একাডেমী মাঠে স্ফুলিঙ্গ-ফ্রেন্ডসের ভাইটাল ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। টগবগ করে ফুটছে ফ্রেন্ডসের ক্রিকেটাররা। কতক্ষণে মাঠে নামবে আর সেই গত ম্যাচে হারের মোক্ষম জবাবটা দেবে। অপরদিকে স্ফুলিঙ্গও যেন ফুটন্ত কিছু। টানা জয়ের লক্ষ্যে তারাও সেরাটা মাঠে উজার করে দিতে বদ্ধপরিকর। শক্তিশালী দুই দল স্ফুলিঙ্গ ও ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস আগামীকাল পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। নরসিংগড়ের পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে ম্যাচ। শীর্ষ স্থানাধিকারী স্ফুলিঙ্গ লড়বে দ্বিতীয় শীর্ষে থাকা ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর বিরুদ্ধে। প্রথম লীগের শেষ দিনের খেলায় স্ফুলিঙ্গ ক্লাব ৭৩ রানের ব্যবধানে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে পরাজিত করেছিল। টস জিতে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আমন্ত্রণস্বরূপ ব্যাট হাতে স্ফুলিঙ্গ নির্ধারিত ৫০ ওভার ফুরিয়ে যাওয়ার দুই বল বাকি থাকতে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২৫১ রান সংগ্রহ করেছিল। বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। উদ্যোক্তা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। বুধবার সকালে স্ফুলিঙ্গের পক্ষে বিক্রম কুমার দাসের ৫৩ রান, শ্রীদাম পালের ৫১ রান এবং বিক্রম দেবনাথের ৪৪ রান উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আনন্দ ভৌমিকের ৩৪ রান এবং অভিজিৎ সরকারের ২৮ রানও উল্লেখ করার মতো। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর বোলার রজত দে দুর্দান্ত বোলিংয়ের পরিচয় দিয়ে ৩২ রানে পাঁচটি উইকেট দখলে নিয়েছিল। এছাড়া, প্রিয়াংশু গৌতম ও দীপক ক্ষৈত্রী দুটি করে এবং শুভম ঘোষ একটি উইকেট পেয়েছিল। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের ইনিংস ১৭৮ রানে শেষ হয়। দলের পক্ষে উদিয়ান বোস ৪৩, রজত দে-র ৩৮ এবং ওপেনার বিশাল ঘোষের ৩৩ রান উল্লেখ করার মতো। স্ফুলিঙ্গের অভিজিৎ সরকার ও জয়দীপ ভট্টাচার্য দুটি করে উইকেট পেয়েছিল।

NOTIFICATION

Notification is hereby issued for information of all concerned Institutions and ST students who are permanently residing in Tripura and pursuing studies inside and outside the State to apply for availing Pre-Matric (TX & X) & Post-Matric Scholarship for the academic/ financial year 2022-23 through the National Scholarship Portal (scholarships.gov.in), regarding extension of date as given below:-

Name of the Scheme	Application submission/ re-submission/ verification	Extended date / timeline
ST Pre-Matric Scholarship	Application submission/ registration by students	Up to 9th March, 2023
	Institute level (INO) verification/ re-submission of defective application	Up to 12th March, 2023
	District level (DNO) verification	Up to 18th March, 2023
	State level (SNO) verification	Up to 31st March, 2023
ST Post-Matric Scholarship	Defective application re-submission by students	Up to 7th March, 2023
	Institute level (INO) re-verification of defective application	Up to 9th March, 2023
	District level (DNO) verification	Up to 14th March, 2023
	State level (SNO) verification	Up to 31st March, 2023

Other terms and condition will remain unchanged.

This Notification should be brought to the notice of the students by all the respective Head of the Institutions/ Principals/ District Welfare Officers/ District Education Officers. It is to be mentioned here that further extensién of date will not be provided and the Tribal Welfare Department will not be held responsible thereafter if necessary task is not done by meerned within the stipulated date / time. ‘

[A. H. Jamatia]
Addl. Director, Tribal Welfare
Government of Tripura. ,

ICA/D-2116/23

ভলিবল অনুশীলন ও খেলার প্রতি আকর্ষণ বাড়াতে হবে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। ভলিবলেও রয়েছে রূপকের দৃষ্টি। সেই দীর্ঘ সাত-আট বছর ধরেই। খবরও হয়েছে একাধিকবার। খেলোয়াড় এবং সংগঠকরা আগেই বিষয়টা নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন। এমনকি আইনেরও দ্বারস্থ হয়েছেন যথোচিতভাবে। যতটুকু মনে হচ্ছে এখনো বিষয়টা আইনি গ্যারাকলে বিদ্যমান। একটি পুরানো, অপরটি নতুন - সমান্তরালে দুটো ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত হচ্ছে রাজ্যে। অবশ্যই একটি বৈধ হলে, অপরটি অবৈধ। কোনটি বৈধ আর কোনটি অবৈধ, আঙ্গুল তুলে দেখানোর অবকাশ নেই। আদালতের রায় শেষ কথা বললেও কার্যত খেলোয়াড়দের জীবন যে কক্ষচ্যুত হচ্ছে সেটাই মূলতঃ পরিতাপের বিষয়। আখেরে বিতর্কের বেড়াজালে আবদ্ধ এই সমস্ত ইভেন্টের দিকে অভিভাবকদের পাশাপাশি খেলোয়াড়দের দৃষ্টিও কমে আসছে বলে অনুমান। আদালতের রায় থেকে প্রকৃত তথ্য জনসমক্ষে বিশেষ করে খেলোয়াড়দের সামনে তুলে ধরে তাদেরকে ইভেন্টের প্রতি এগিয়ে আনা, মাঠে অনুশীলন করানো, এরপর সাফল্যের ভেলায় ভাসানো প্রত্যেকের কর্তব্য। শেষ পর্যন্ত জাতীয় আসরে অংশগ্রহণ এবং সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রশংসাপত্র জুড়ে দেওয়ার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে খেলোয়ারদের উৎসাহিত করানোর লক্ষ্যে ক্রীড়াপ্রেমীদের এগিয়ে আসতে হবে।

জয় দিয়ে ফিরতে লীগ শুরু করতে কসমোপলিটন আজ শতদলের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। ফিরতি লিগ জয় দিয়ে শুরু করতে মরিয়া কসমোপলিটন। বিপক্ষ সেই শতদল সংঘ। প্রথম লীগের শেষ দিনে শতদল সংঘের কাছেই কসমোপলিটন ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিল।

প্রথম লীগে কসমোপলিটন জয়ের মুখ দেখতে পায়নি। ফিরতি লীগের শুরুতে প্রথম লীগের মোক্ষম জবাব দিয়ে জয় দিয়ে সূচনা করতে চাইছে কসমোপলিটন।

অপরদিকে শতদল সংঘ নিজেদের অবস্থান এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে জয়ের ধারা অক্ষুন্ন রাখতে চাইছে। গত বুধবারের ম্যাচে টস জিতে কসমোপলিটন ক্লাব ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্ধারিত ৫০ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ১৬২ রান সংগ্রহ করেছিল। দলের পক্ষে রিয়াজুদ্দিনের ৬১ রান সর্বাধিক ছিল। শতদলের ভিকি সাহা ২০ রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে বেশ সাফল্য অর্জন করে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাবও পেয়েছিল। জবাবে শতদল সংঘ মুখ্যত অরিন্দম বর্মনের ৭০ রান এবং হিতেশ চৌহানের ৪৬ রানের সুবাদে ২০.৪ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়।

ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে অনুপ্রেরণামূলক কর্মশালা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। বাধারঘাটস্থিত ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে এবছর যারা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে তাদের ভাল ফলের জন্যে স্কুলের মিলনায়তনে অনুপ্রেরণামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ।

এই অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শিক্ষা আধিকারিক রূপেন রায়, সোনামুড়া ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশ রঞ্জন দাস, শিক্ষা দপ্তরের ইংরেজি শিক্ষক মৃনাল কান্তি ঘোষ। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষন দেন বিদ্যালয় প্রধান তথা ক্রীড়া দপ্তরের সহ-অধিকর্তা শান্তনু সূত্রধর। উপস্থিত সবাই চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রাকপ্রস্তুতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন।

সবাই যাতে সফল হয় তারই অনুপ্রেরণা দেন। পরীক্ষার্থীদের প্রত্যেককেই পড়াশুনার সামগ্রী তুলে দেয়া হয় স্কুলের তরফ থেকে। ছাত্র ছাত্রীরা সকলেই আপ্লুত ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বিদ্যালয় কতৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানায়। সব শেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা সহকারী প্রধান শিক্ষিকা এবং সহ-অধিকর্তা শান্তনু সূত্রধর প্রমূখ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্রিকেটের ফিরতি লিগের খেলা শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। ফিরতি লিগের প্রথম দিনে তিনটি ম্যাচ আগামীকাল। প্রথম ম্যাচেই মুখোমুখি হতে যাচ্ছে দুই শক্তিশালী দল ইউনাটেড ফ্রেন্ডস এবং স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন লীগ ক্রিকেটে। নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে হবে গুরুত্বপূর্ণ ওই ম্যাচটি। ভিনরাজ্যের খেলোয়াড় থেকে স্থানীয় ক্রিকেটাররা যে কোনও অংশে পিছিয়ে নেই এর প্রমান প্রথম লিগ দিয়ে দিয়েছে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। প্রথম লিগে অপরাজিত থেকে। আজ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জয় পেতে পারলেই খেতাব দৌড়ে এনেকটাই এগিয়ে যাবেন শ্রীদাম পাল-রা। আর ইউনাটেড ফ্রেন্ডস জয় পেলে লিগ জমে যাবে।

দুদলই শনিবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। প্রথম লিগে বিশাল ঘোষের বিতর্কিত আউট ম্যাচের চাকা ঘুরিয়ে দেয় স্ফুলিঙ্গের দিকে। আগামীকাল সব বিতর্কের জবাব দিতে চাইছেন উদীয়ন বসু-রা। ২২ গজে দাপটের সঙ্গে খেলে জয় পেয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে পৌঁছতে চাইছেন রজত দে-রা। ফলে লড়াই হবে জমজমাট বলা বাহুল্য। তবে স্নায়ুর লড়াইয়ে যে দলই মাথা ঠিক রাখতে পারবে শেষ হাঁশি হেসে মাঠ ছাড়তে পারবেন। এদিকে মেলাঘরের শহীদ কাজল ময়দানে কসমোপলিটন ক্লাব খেলবে শতদল সঙ্ঘের বিরুদ্ধে এবং এম বি বি স্টেডিয়ামে সংহতি খেলবে জে সি সি-র বিরুদ্ধে। বাকি ৩ দল থেকে বিশ্বজিৎ পালের দল জে সি সি কিছুটা এগিয়ে রয়েছে। ফলে দ্বিতীয় লিগের শুরুতেই জয় চাইছেন নিরুপম সেন চৌধুরি-রা। ৬ দলই রবিবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়।

আগামীকাল ফেভারিট হিসাবেই মাঠে নামবে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস, জে সি সি এবং শতদল সঙ্ঘ। ভাল দল গড়েও মরশুমের প্রথম আসরের প্রথম লিগে তেমন কিছু করে দেখাতে পারেননি শ্যামল দাসের ছেলেরা। ফলে ঘুরে দাঁড়াতে ওই দলের ক্রিকেটাররা ফিরতি লীগকেই বেছে নিয়েছে।

এগিয়ে চলো ক্রিকেট কোচিং সেন্টারে নতুন শিক্ষার্থী নিয়োগ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। ভর্তি করানো হবে নতুন শিক্ষার্থী। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা অনুমোদিত এগিয়ে চলো সঙ্ঘ ক্রিকেট কোচিং সেন্টারে। সে সকল শিক্ষার্থী সেন্টারে প্রশিক্ষণনিতে ইচ্ছুক তাদের ক্লাব গৃহ থেকে ফর্ম নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের বয়স ছেলেদের বিভাগে ৭-১৪ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। প্রতিনিদিন সকাল ৯ টায় থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত ক্লাব গৃহে ফর্ম পাওয়া যাবে। ফর্ম জমা দিতে হবে ১৫ মার্চের মধ্যে।

রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী মেলারমাঠের ওই ক্লাবের সাধারন সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত এক বিবৃতিতে এখবর জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত: সদ্য সমাপ্ত সদর অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটে সেরা হওয়ার পাশাপাশি গেও ২ বছর ধরে মহিলা ক্রিকেটেও চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসছে ওই ক্লাবটি।

স্পোর্টস কাউন্সিলের উদ্যোগে মেগা স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির ১২ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। দুরন্ত উদ্যোগ। শুধু খেলাধূলার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মানবিকতার দিকেও এগিয়ে এলো রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ। রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে রক্তের স্বল্পতার কথা মাথায় রেখে ‘মেগা স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের’ উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ। ১২ মার্চ সকাল ১০ টায় নেতাজি সুভাষ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (এন এস আর সি সি) হবে ওই শিবির। এতে রাজ্যের ক্রীড়া ক্ষেত্রের সকল সংগঠন সহ খেলোয়াড়, ক্রীড়া সংগঠক এবং সকল অংশের ক্রীড়ামোদিদের মানবিক স্বার্থে সামিল হয়ে মহতী উদ্যোগকে স্বার্থ রূপ দিতে অনুরোধ করেছেন রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের যুগ্ম সচিব সরযূ চক্রবর্তী।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনজাতি কল্যাণ দপ্তর হইতে জানানো যাইতেছে যে, NGO Darpan Portal এ Unique ID প্রাপ্ত জনজাতিদের পরিচালনা ও সামাজিক উন্নতি বর্ধনে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট Registered NGO/ Voluntary Organization এর অগ্রগতির জন্য জানানো যে, ২০২২-২০২৩ ইং আর্থিক বছরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের Grants-in-Aid to Voluntary Organization Working for the Welfare of STs" Scheme এর অধীনে NGO দের নিজ নিজ চলতি এবং নতুন প্রজেক্ট প্রপোজাল অন-লাইন পোর্টাল "NGO Grants Online Application and Tracking System" (www.ngo.tribal . gov.in) এর মাধ্যমে উক্ত মন্ত্রণালয়ের সমস্ত রকমের নির্দেশিকা মেনে ২৭-০১-২০২৩ হইতে ১২-০৩-২০২৩ ইং তারিখের মধ্যে দখিল করা যাইবে। উক্ত তারিখের পর কোন প্রজেক্ট প্রপোজাল উক্ত পোর্টালে দাখিল করা যাইবে না। এক্ষেত্রে উল্লেখ থাকে যে, উক্ত পোর্টালে দাখিল করা সকল প্রয়োজনীয় দলিলপত্রে NGO/VO এর President/ Secretary এর সীলমোহরযুক্ত স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
(আনন্দ হরি জমাতিয়া)
অতিরিক্ত অধিকর্তা
জনজাতি কল্যাণ দপ্তর

ICA-D-2114/23

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল: rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

এনপিপি-বিজেপি জোট সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী

শিলং, ৪ মার্চ (হি.স.) : মেঘালয় বিধানসভার প্রোটেম স্পিকার পদে শপথ নিয়েছেন এনপিপির সিনিয়র বিধায়ক টিমোথি ডি শিরা। ৭ তারিখ এনপিপি-বিজেপি জোট সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, উত্তরপূর্বীয় রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা নেডা-র আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা। রেসুবেলপাড়ার বিধায়ক টিমোথি ডি শিরাকে আজ শনিবার বিকেলে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা, এনপিপি এবং বিজেপি-র বরিষ্ঠ নেতাদের উপস্থিতিতে রাজভবনে প্রোটেম স্পিকার পদে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্যপাল ফাগু চৌহান।এদিকে প্রোটেম স্পিকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের পর বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা দাবি করেছেন, ৩১ জন বিধায়কের সমর্থনে রাজ্যে পরবর্তী এনপিপি-বিজেপি জোট সরকার গঠন হবে। হিসাব দিয়ে তিনি বলেন, ২৬ জন এনপিপির, দুজন করে বিজেপি, এইচএসপিডিপি এবং নির্দলীয় বিধায়ক আছেন তাঁর সঙ্গে।

কনরাড জানান, রাজ্যপালের আহ্বানে আগামী ৭ মার্চ তাঁরা শপথ নেবেন। ওই দিন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, উত্তরপূর্বীয় রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী, অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা নেডা-র আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা, অসম মন্ত্রিসভার সদস্যগণ এবং বিজেপির কেন্দ্রীয় ও প্রদেশস্তরের নেতৃবৃন্দ। শপথ গ্রহণের পর ফ্লোরটেস্টেও তাঁর সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রদর্শনে সফল হবে, দাবি কনরাড সাংমার।

বিশালগড়ের পূর্ব চাম্পামুড়ায় রাবার বাগান পুড়িয়ে ফেলল দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। বিশালগড় থানাধীন পূর্ব চাম্পামুড়া এলাকার ২ নং ওয়ার্ডে দুষ্কৃতিকারীরা একটি রাবার বাগানে ও বাগানের মালিকের বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করেছে। গত গভীর রাতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়।

আবারো রাতের আঁধারে দুষ্কৃতিকারীরা এক ব্যক্তির বাড়িতে এবং রাবার বাগানে আগুন লাগিয়ে দেয়।ঘটনার বিবরণের জানা যায় কমলা সাগর বিধানসভার বিশালগড় থানাধীন পূর্ব চাম্পামুড়া এলাকার ২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা গোপাল চন্দ্র দেবনাথ শুক্রবার রাতে খাওয়া দাওয়া শেষে পরিবারের সকলকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। শেষ রাতে তিনটা নাগাদ গোপাল চন্দ্র দেবনাথ ঘর থেকে বের হয়ে দেখতে পায় ওনার বাড়ির পাশে রাবার বাগানে আগুন জ্বলছে। এই দৃশ্য দেখতে পেয়ে গোপাল চন্দ্র দেবনাথ চিৎকার শুরু করলে উনার পরিবারের অন্যান্যরা ঘর থেকে বের হয়ে তাদের রাবার বাগানে এবং তাদের গোয়াল ঘরে আগুন দেখতে পায়। তাদের পরিবারের সকলের চিৎকারে আশেপাশের বাড়ি ঘরের লোকজন ছুটে এসে গোপাল চন্দ্র দেবনাথ এর গোয়াল ঘরে এবং রাবার বাগানের আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। খবর দেওয়া হয় বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে আসে। শনিবার সকালে গোপাল চন্দ্র দেবনাথ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সম্পূর্ণ ঘটনাটি তুলে ধরেন এবং তিনি জানিয়েছেন গোটা বিষয়টি লিখিত আকারে বিশালগড় থানায় জানিয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ডের সাথে জড়িত দুষ্কৃতিকারীদের কাউকেই চিহ্নিত করতে পারেননি গোপাল চন্দ্র দেবনাথ। এই ঘটনার জেরে গোটা চাম্পামুড়া এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণের প্রস্তুতি নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার। ছবি নিজস্ব।

বেলারুশে নোবেল বিজয়ীর ১০ বছরের কারাদণ্ড, দুনিয়াজুড়ে তীব্র প্রতিবাদ

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ (হি.স.) : দেশকে শান্তিতে নোবেল এনে দেওয়া শীর্ষ মানবাধিকার আইনজীবী আলেস বিলিয়াতস্কিকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে বেলারুশ। বিলিয়াতস্কি ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত ভিয়াসনা মানবাধিকার কেন্দ্রের অপর দুই শীর্ষ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অর্থায়ন ও অর্থ পাচারের অভিযোগে বেলারুশের একটি আদালত বিলিয়াতস্কিকে ১০ বছরের সাজা দিয়েছেন। ২০২২ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার জেল যাত্রার খবর ছড়িয়ে পড়তেই দুনিয়াজুড়ে শুরু হয়েছে প্রতিবাদ।এহেন পদক্ষেপের নিন্দ করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং রাষ্ট্রসংঘ।

বেলারুশের রাজধানী তথা বৃহত্তম শহর মিনস্কের লেনিনস্কি ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট বিয়ালিৎস্কিকে দশ বছরের জেলের সাজা শুনিয়েছে। শুধু তাই নয়, ওই মানবাধিকার কর্মীকে ৬৫ হাজার মার্কিন ডলারের জরিমানাও করেছে আদালত। তাঁর দুই সহকর্মী ভ্যালেন্টিন স্তেফানোভিচ ও ভ্লাদিমির লাভকোভিচকেও যথাক্রমে ৯ ও ১০ বছরের জেলের সাজা দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, বছর ষাটের অ্যালেস বিয়ালিৎস্কি দেশের সরকার বিরোধী আন্দোলনে উস্কানি দিয়েছেন। এছাড়া, বিদেশ থেকে বেআইনি ভাবে টাকা সংগ্রহের অভিযোগ রয়েছে তাঁর সংস্থা 'ভেসনা হিউম্যান রাইটস সেন্টারে'র বিরুদ্ধে।

এদিকে, ২০২২ সালের শান্তিতে নোবেলজয়ীর সাজার খবর ছড়িয়ে পড়তেই দুনিয়াজুড়ে শুরু হয়েছে প্রতিবাদ। এহেন পদক্ষেপের নিন্দা করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং রাষ্ট্রসংঘ। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশনার ভলকার টার্ক বলেন, বিয়ালিৎস্কি ও অন্যান্য মানবাধিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ খুবই উদ্বেগজনক। নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে এনিয়ে টুইট করে উদ্বেগপ্রকাশ করেছেন তিনি।উল্লেখ্য, বেলারুশে বরাবরই মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রের পক্ষে প্রচার চালিয়ে এসেছেন বিয়ালিৎস্কি। আর এতেই দেশটির প্রেসিডেন্ট একনায়ক আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কোর বিষনজরে পড়েছেন তিনি। নিজের দেশে শক্ত হাতে বিরোধীদের বরাবর দমন করে এসেছেন আলেকজান্ডার। যাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলেন তাঁদের হয় জেলবন্দি করে নয়তো দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য করে চুপ করিয়ে দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক মঞ্চের প্রতিবাদ হেলায় উড়িয়ে ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে মদত দিচ্ছে বেলারুশ।

বামুটিয়ায় পথ দুর্ঘটনায় আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত বড় আমতলীতে ভয়াবহ যান দুর্ঘটনায় আহত সুদীপ দাস নামে এক ব্যক্তি।চিকিৎসাধীন জি বি হাসপাতালে।গাড়িটি উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় বামুটিয়া ফাঁড়িতে। জানা যায় সুদীপ দাস নামে ওই ব্যক্তি আগরতলা বামুটিয়া রোডে বামুটিয়া থেকে নিজেই গাড়ি চালিয়ে আগরতলার দিকে যাচ্ছিলেন। ,তখনই বড় আমতলী এলাকায় রাস্তার পাশে একটি গাছে গাড়িটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা লাগে। তাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়দের মতে অতিরিক্ত গতির ফলেই দুর্ঘটনার শিকার গাড়িটি। পরে স্থানীয়রা আহতকে উদ্ধার করে তালতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠালে সেখান থেকে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে রেফার করা হয় জি বি হসপিটালে। চালকের দ্রুতগামীতা ও অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জমে গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সন্ত্রাস মোকাবিলায় ব্যবস্থা নিতে সদর এসডিপিওর সাথে সাক্ষাৎ ক্লাব ফোরামের কর্মকর্তাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। নির্বাচনে জয় পরাজয় রয়েছেই। ব্যক্তিগত শত্রুতা না মেটানো সঠিক নয়। শনিবার সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে জানান চেয়ারম্যান সঞ্জয় পাল। শহর জুড়েও নানা স্থানে এই ধরনের বিশৃঙ্খল ঘটনা ঘটছে। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির থেকে এই ধরনের সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটছে। এই ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী নিয়ে শনিবার সদর এস ডি পি-র সাথে সাক্ষাৎ করে ক্লাব ফোরামের সদস্যরা। এদিন ক্লাব ফোরামের চেয়ারম্যান সঞ্জয় পাল, সভাপতি প্রণব সরকার, সম্পাদক সেবক ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা পোষ্ট অফিস চৌমুহনী স্থিত এস ডি পি-র কার্যালয়ে গিয়ে এই বিষয়ে আলোচনা করেন। ক্লাব ফোরামের চেয়ারম্যান সঞ্জয় পাল আরো জানান সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তা আরো বেশী ভাবে করে করতে আহ্বান জানানো হয়। মোবাইল পেট্রোলিং আরো বাড়ানোর দাবি জানানো হয় ক্লাব ফোরামের পক্ষ থেকে। নির্বাচনে জয় পরাজয় রয়েছেই। এই ক্ষেত্রে দুই পক্ষের কাছে ক্লাব ফোরামের কাছে আহ্বান জানানো হয় যারা জয়ী হয়েছেন তারা যেন অতি উৎসাহের বহিঃপ্রকাশ না ঘটান। এবং যারা পরাজিত হয়েছেন তারা যেন নিরাশা থেকে ব্যক্তিগত শত্রুতা না মেটান। সকলের কাছে এই ঘটনা প্রতিহত করতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান ক্লাব ফোরামের চেয়ারম্যান সঞ্জয় পাল।

ভারতের বিচার ব্যবস্থা শীঘ্রই কাগজবিহীন হয়ে যাবে : কিরেন রিজিজু

ভুবনেশ্বর, ৪ মার্চ (হি.স.): ভারতের বিচার ব্যবস্থা শীঘ্রই কাগজবিহীন হয়ে যাবে। বললেন কেন্দ্রীয় আইন ও বিচারমন্ত্রী কিরেন রিজিজু। শনিবার ওড়িশার ভুবনেশ্বরে আয়োজিত ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির কেন্দ্রীয় সরকারের কাউন্সেলদের প্রথম সম্মেলনে কেন্দ্রীয় আইন ও বিচারমন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেছেন, ন্যায়বিচার প্রদানকে ডিজিটাল করার লক্ষ্যে ই-কোর্ট প্রকল্পের তৃতীয় ধাপ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, এর ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা হাইকোর্টের পৃথক বেঞ্চ গঠনের দাবি পূরণ হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আদালতে বিচারাধীন প্রায় চার কোটি নব্বই লক্ষ মামলার মধ্যে সিংহভাগই দেশের নিম্ন আদালত পরিচালনা করছে। মন্ত্রী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। রিজিজু স্থানীয় আদালতে এমনকি হাইকোর্টে নিজ নিজ মাতৃভাষা প্রবর্তনের মাধ্যমে ন্যায়বিচারের সহজতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে বাংলাদেশও, বড় ধরনের বিপর্যয় হতে পারে ঢাকায়

কিশোর সরকার

ঢাকা, ৪ মার্চ (হি.স.) : বাংলাদেশের সবচেয়ে তীব্র ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা ও সিলেটের জৈন্তাপুর এলাকা। সব এলাকাই ঢাকা থেকে কমপক্ষে ১০০ কিলোমিটার দূরে। কিন্তু সেখানে সাত থেকে আট মাত্রার ভূমিকম্প হলে তা ঢাকায় বড় ধরনের বিপর্যয় তৈরি করতে পারে।

বাংলাদেশের ১৩টি এলাকা ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে। ভূগর্ভস্থ ফাটল বা চ্যুতি থাকার কারণে ওই কম্পন হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক জন শিক্ষকের গবেষণায় এসব তথ্য উঠে এসেছে।

বাংলাদেশের ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাজধানীর ১০০ থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে সাত থেকে আট মাত্রার ভূমিকম্প হলে তীব্র কম্পন অনুভূত হতে পারে, যা এই শহরের দুর্বল ভবনগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। ঢাকার সম্প্রসারিত বা নতুন নতুন আবাসিক এলাকার মাটি নরম ও দুর্বল। এ ধরনের মাটিতে ইমারত নির্মাণ বিধিমালা না মেনে বহুতল ভবন হলে তা মাঝারি মাত্রার কম্পনেই ভেঙে পড়ার আশঙ্কা থাকে। লালমাটির এলাকায় যেসব এক থেকে তিনতলা ভবন নির্মিত হয়েছে, সেগুলোর ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম।

ভূমিকম্পে মানুষের মৃত্যুর ৯০ শতাংশই হয় ভবন ধসে। বাংলাদেশের ভেতরে ১৩টি ভূগর্ভস্থ চ্যুতি রয়েছে। তবে তার সব কটি ঢাকা থেকে বেশ দূরে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটে মাঝারি থেকে তীব্র ভূমিকম্প হলে ঢাকায় অনেক ভবন ভেঙে পড়তে পারে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পুরকৌশল বিভাগের হিসাবে, ঢাকা শহরে মোট ভবন আছে ২১ লাখ। এর মধ্যে ৬ লাখ ভবন ছয়তলা বা তার চেয়ে উঁচু।

বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের এক যৌথ গবেষণায় দেখা যায়, ভারতের আসামে ১৮৯৭ সালে রিখটার স্কেলে ৮ দশমিক ৭ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে। ভূমিকম্পটির কেন্দ্র ছিল ঢাকা থেকে ২৫০ কিলোমিটার দূরে। ওই সময় ঢাকায় মাত্র ১০০টি পাকা দালান ছিল, অধিবাসী ছিল ৯০ হাজার। ওই ভূমিকম্পে ঐতিহাসিক আহসান মঞ্জিলসহ ১০টি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগবিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক এবং সহ—উপাচার্য এ এস এম মাকসুদ কামালের গবেষণায় বলা হয়েছে, ঢাকা শহরের ৩০৫ বর্গকিলোমিটার এলাকার ৩৫ শতাংশ মূলত লাল মাটির ওপরে গড়ে ওঠা। এই মাটি বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য উপযুক্ত। বাকি ৬৫ শতাংশ এলাকা মূলত নদীর তীরবর্তী কাদামাটি ও বালুমাটির এলাকা। বেশির ভাগ বেসরকারি আবাসন প্রকল্প মূলত নরম মাটিতে গড়ে উঠেছে।

গবেষণাটিতে আরও বলা হয়, ঢাকায় ৫ থেকে ৬ মাত্রার ভূকম্পন হলে নরম মাটির ভবনগুলো ভেঙে যাওয়া বা হেলে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। অধ্যাপক মাকসুদ কামাল বলেন, 'তুরস্কের ভূমিকম্প থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে।'

শুখা মরসুমের শুরুতেই পানীয় জলের সংকটে গিরিবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। এই শুখা মরশুমে পানীয় জলের সংকটে গিরিবাসীরা। ভোট আসে ভোট যায়। রাজনৈতিক দলের নেতারা দিয়ে যায় বস্তা ভরা প্রতিশ্রুতি।ভোটের বৈতরাণী পার হলে মনে থাকা না তাদের কথা। ভুলে যায় সেই গিরিকন্দরের জনজাতিদের কথা। গন্ডাছড়া থেকে অমরপুর সড়কের মধ্যবর্তী স্থানে মইনটিলা এলাকা সংলগ্ন বাবুসাই এলাকার জনজাতি অংশের লোকেরা এই খরা মরশুমে পানীয় জলের তীব্র সংকটে ভুগছেন। ভোটের বৈতরণী পার হয়ে গেলে কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলের নেতারা গিরীবাসীদের কথা চিন্তা করে না। এদিকে সমতলে বর্তমান সরকারের জল জীবন মিশনের আওতায় বাড়ি বাড়ি জলের লাইন বসিয়ে দিলেও তাদের কপালে এখনো জুটেনি জলের সুব্যবস্থা। বাশেঁর পাতা পচা জমানো জল খেয়ে জীবন অতিবাহিত হচ্ছে গিরীবাসীদের। গিরিবাসিরা জানান, এই পচা জল ছাড়া তাদের জলের কোনো উৎস নেই। এই জল খেয়ে তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন জলবাহিত রোগ এবং ডায়রিয়া রোগে ভুগতে হচ্ছে। তাদের দাবি বর্তমান সরকার তাদের কথা চিন্তা করে জলের ব্যবস্থা করে দিলে তারা উপকৃত হবে।

কৈলাসহরে দুষ্কৃতির হামলায় গুরুতর আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। রাজ্যে ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয় গত দুসরা মার্চ এবং রাজ্যে পুনরায় বিজেপি সরকার গঠন করেছে। ফলাফল প্রকাশিত হবার পর থেকে কৈলাশহর মহকুমায় কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে। শনিবার সকালে এমনই এক ঘটনা ঘটল কৈলাসহর শিলছড়া এলাকায়। জানা যায় যে ওই এলাকার বাসিন্দা, মুজিব আলী গ্রামের এক মহিলার সাথে কোন এক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। অভিযোগ তখন ঐ একদল দুষ্কৃতী এসে মুজিব আলির উপরে দা রড দিয়ে আক্রমণ চালায়। এতে করে গুরুতরভাবে আহত হয় মুজিব আলী। মুজিব আলীর শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাত লাগে। খবর পাঠানো হয় কৈলাসহর থানায়। ঘটনা ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কৈলাসহর থানার পুলিশ। পুলিশ গিয়ে মুজিব আলীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কৈলাশহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে মুজিব আলী কৈলাশহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বাধারঘাটে সন্ত্রাস মোকাবেলায় ব্যবস্থা নিতে নবনির্বাচিত বিধায়কের কাছে আবেদন বিজিত প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মার্চ।। রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক সন্ত্রাস অব্যাহত। ১৪ বাধারঘাট বিধানসভার অন্তর্গত বিভিন্ন

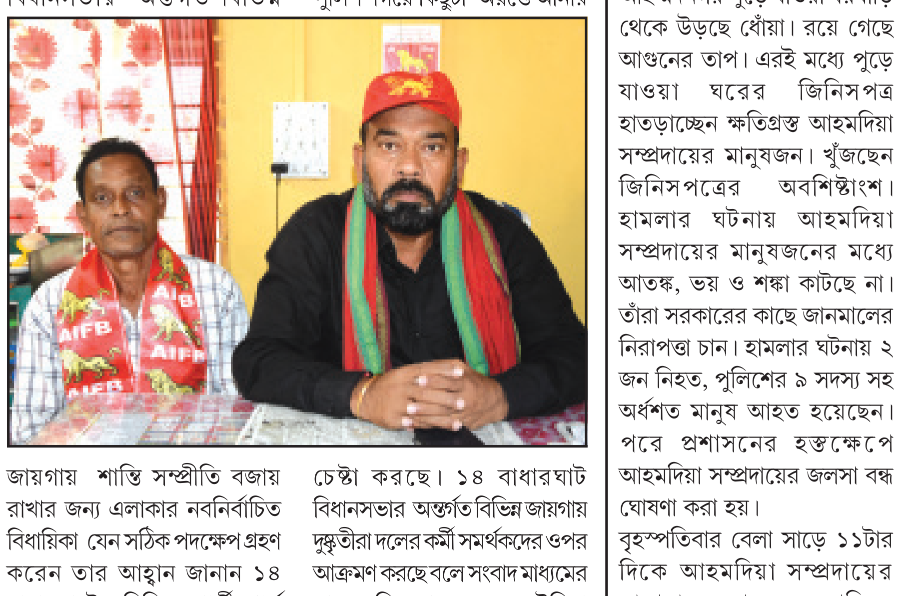

জায়গায় শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য এলাকার নবনির্বাচিত বিধায়িকা যেন সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তার আহ্বান জানান ১৪ বাধারঘাটের বিজিত প্রার্থী পার্থ রুঞ্জন সরকার। ভোটের ফলাফল গণনার পরেই রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক সন্ত্রাস অব্যাহত। ১৪৪ ধারা জারি থাকলেও রাজনৈতিক দুষ্কৃতীরা তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। তা নিয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে অথবা শাসক দলের পক্ষ থেকে কোন উদ্দ্যেগ নিচ্ছেন না। কেন্দ্রিয় নিরাপত্তা বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ গিয়ে কিছুটা অয়ত্তে আনার চেষ্টা করছে। ১৪ বাধারঘাট বিধানসভার অন্তর্গত বিভিন্ন জায়গায় দুষ্কৃতীরা দলের কর্মী সমর্থকদের ওপর আক্রমণ করছে বলে সংবাদ মাধ্যমের কাছে অভিযোগ করেন অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক ১৪ বাধারঘাটের বিজিত প্রার্থী পার্থ রুঞ্জন সরকার। তিনি আহ্বান রাখেন এলাকায় শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য এলাকার নবনির্বাচিত বিধায়িকা যেন সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশে পঞ্চগড়ে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের উপরে হামলার ঘটনায় মানুষজনের আতঙ্ক কাটেনি, জানমালের নিরাপত্তা চান ক্ষতিগ্রস্তরা

কিশোর সরকার

ঢাকা, ৪ মার্চ (হি. স.) : শনিবার দুপুরেও বাংলাদেশের পঞ্চগড়ের আহম্মদনগর পুড়ে যাওয়া ঘরবাড়ি থেকে উড়ছে ধোঁয়া। রয়ে গেছে আগুনের তাপ। এরই মধ্যে পুড়ে যাওয়া ঘরের জিনিসপত্র হাতড়াচ্ছেন ক্ষতিগ্রস্ত আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মানুষজন। খুঁজছেন জিনিসপত্রের অবশিষ্টাংশ। হামলার ঘটনায় আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মানুষজনের মধ্যে আতঙ্ক, ভয় ও শঙ্কা কাটছে না। তাঁরা সরকারের কাছে জানমালের নিরাপত্তা চান। হামলার ঘটনায় ২ জন নিহত, পুলিশের ৯ সদস্য সহ অর্ধশত মানুষ আহত হয়েছেন। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের জলসা বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের সালানা জলসা বন্ধের দাবিতে শহরের চৌরঙ্গী মোড়ে তেঁতুলিয়া-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ করেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের পঞ্চগড় শাখাসহ বেশ কয়েকটি সংগঠনের নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা।পুলিশ ও সংগঠনগুলো সূত্রে জানা যায়, আহম্মদনগর এলাকায় আহমদিয়া সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে শুক্র, শনি ও রবিবার সালানা জলসার আয়োজন করা হয়েছে। এ জলসা বন্ধ ঘোষণার দাবিতে গতকাল বেলা ১১টার দিকে শহরের চৌরঙ্গী মোড়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের পঞ্চগড় শাখা, সম্মিলিত খতমে নবুয়ত সংরক্ষণ পরিষদ, ইমান-আকিদা রক্ষা কমিটি, ইমাম-মোয়াজ্জিন কল্যাণ সমিতি, পঞ্চগড় কওমি ওলামা পরিষদ ও জাতীয় ওলামা মাশায়েক আইম্মা পরিষদের শত শত লোক মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল করেন।গতকাল শুক্রবার বিকেলে পঞ্চগড় সদর উপজেলার আহম্মদনগর এলাকায় আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেন বিক্ষুব্ধ মুসল্লিরা। সেই আগুন জ্বলতে থাকে গভীর রাত পর্যন্ত। আজ শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পুড়ে যাওয়া ঘরবাড়িসহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় কারও বাড়ির আসবাব পুড়ে গেছে। কারও পুড়েছে মোটরসাইকেল। ওয়ার্ডরোবের এক পাশের অংশ পোড়া। ঘরের চালের টিনের অবশিষ্টাংশ ঝুলে আছে। ভেঙে ফেলা হয়েছে সদ্য মুকুল আসা আমগাছগুলো।বিভিন্ন এলাকা থেকে 'সালানা জলসা'য় আসা আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ ফিরে যেতে শুরু করেছেন। ছোট ছোট দলে পরিবার --- পরিজনসহ ফিরছেন তাঁরা। পুরো এলাকায় পুলিশ, বিজিবি ও র‍্যাবের সদস্যরা নিরাপত্তায় রয়েছেন। তবে এলাকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক এখনো কাটেনি।আহমদিয়া সম্প্রদায়ের জালালউদ্দিন নামের এক ব্যক্তি বলেন, 'অন্য সম্প্রদায়ের(মুসল্লি) উঠতি বয়সের ছেলেরা এখনো বাড়ির আশপাশে ঘুরছেন। তাঁরা কয়েকজন একসঙ্গে বসে আলাপ করলেই পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকছেন। শুনতে পেলাম, আমাদের যেখানে পাবেন, সেখানেই ধরে মারবেন। এমন আতঙ্কে বাসা থেকে বের হতে পারছি না।'

সালানা জলসার আহ্বায়ক আহমদ তবশির চৌধুরী বলেন, জলসায় আসা মেহমানরা ফিরে যাচ্ছেন। ক্ষয়ক্ষতির হিসাব এখনো করা হয়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, ৭০টির মতো বাড়িঘর পুড়েছে। আহত হয়েছেন শতাধিক মানুষ। এর মধ্যে গুরুতর আহত হয়ে রংপুরে চিকিৎসাধীন আছেন নুরুল হক সুমন নামের একজন পাথরশ্রমিক। তাঁর হাতের রগ কেটে দেওয়া হয়েছে। নুরুল হক নদীর পাড়ে শালশিরি এলাকায় স্ত্রী, দুই সন্তানসহ বসবাস করেন। গত বৃহস্পতিবার প্রথম তাঁর বাড়িতেই হামলা করেন বিক্ষোভকারীরা। বাড়িঘর ভাঙচুর করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।আহম্মদনগর এলাকার বাসিন্দা গাজী সালাহউদ্দিন। স্ত্রী, চার সন্তানসহ তাঁর পরিবারের সদস্যসংখ্যা ১৬। পঞ্চগড় চিনিকলে কর্মচারী ছিলেন। সালাহউদ্দিন বলেন, 'আমরা সবাই জলসার স্থানে ছিলাম। সেখান থেকে বের হতে পারিনি। বিভিন্ন জায়গা থেকে স্বজনেরা আসছিলেন। তাঁদের ব্যাগপত্রসহ বাড়ির সব জিনিস পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।'গাজী সালাহউদ্দিনের পুত্রবধূ নিশাত জাহান বলেন, 'এতগুলো রোহিঙ্গা দেশে আশ্রয় পেল। আমরা পাব না কেন? আমাদের সব শেষ হয়ে গেছে। পোড়া জিনিসপত্রগুলো নিয়ে পথে বসে আছি। এটা কেমন ধর্ম পালন? মানুষ মেরে কি কায়েম করতে চাইছেন তাঁরা? বাড়িতে পড়ার মতো কোনো কাপড়চোপড় নেই। দুই দিন থেকে এক কাপড়েই আছি। আমরা ক্ষতিপূরণ চাই না। আমরা আমাদের জানমালের নিরাপত্তা চাই।'

জলসাস্থলের পাশেই আহম্মদনগর উচ্চবিদ্যালয়। বিদ্যালয় ঘুরে দেখা যায়, শিক্ষকেরা একটি কক্ষের বারান্দায় বসে আছেন। শ্রেণিকক্ষে ধোঁয়া উড়ছে। বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল, গ্রন্থাগার, বিজ্ঞানাগার, শিক্ষক মিলনায়তন ও প্রধান শিক্ষকের কক্ষের সব পুড়ে ছাই।জলসার আয়োজক কমিটির মিডিয়া সমন্বয়ক আহমদ সুমন তাঁর পুড়ে যাওয়া বাড়ি ঘুরে দেখান। শুধু ঘরের ইটের দেয়ালগুলো অবশিষ্ট আছে। বাকি সব ছাই হয়ে গেছে। সুমন বলেন, 'বাড়িতে শুধু আগুন লাগানোই হয়নি। এর আগে হামলাকারীরা লুটপাটও করেছে। বাড়িতেই কিছুই নেই। আমার ১২ বছরের মেয়ে আর আরেক ভাইয়ের মেয়ের জন্য এবার জলসা উপলক্ষে একই জামা নিয়ে এসেছিলাম। আগুনে জামা দুটোই পুড়ে গেছে। বাচ্চারা তো কিছু বোঝে না। ওরা নতুন জামার জন্য কান্না করছে।'হামলার ঘটনায় আজ বেলা তিনটায় জলসাস্থলে সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে আহমদিয়া সম্প্রদায়। আর হামলায় আহমদিয়া সম্প্রদায়ের নিহত তরুণ জাহিদ হাসানের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহত আরেক তরুণ আরিফুর রহমানের লাশের জানাজা বিকেলে শহরের ইসলামবাগ এলাকায় হওয়ার কথা।পঞ্চগড় শহরের পাশে আহম্মদনগর এলাকায় আহমদিয়া জামাতের তিন দিনব্যাপী 'সালানা জলসা' বন্ধের দাবিতে গতকাল জুমার পর বেলা দুইটার দিকে শহরের বিভিন্ন মসজিদ থেকে মিছিল বের করা হয়। মিছিল নিয়ে বিক্ষোভকারীরা শহরের চৌরঙ্গী মোড়ে সমবেত হন। সেখান থেকে তাঁরা মিছিল নিয়ে করতোয়া সেতুর দিকে যেতে চাইলে পুলিশ তাঁদের থামিয়ে দেয়। একপর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শহরের বিভিন্ন অলিগলিতে ঢুকে পড়েন তাণ্ডব চালায়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।